বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১২-২০১৩

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১২-২০১৩

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০১৩

প্রকাশনায়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.rdcd.gov.bd

প্রচ্ছদ

মুদ্রণ
বি. জি. প্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ২০১২ - ১৩ অর্থ বছরের কার্যক্রম, অর্জন ও অগ্রগতি নিয়ে একটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এটি বর্তমান সরকারের ২০১২ - ১৩ অর্থবছরে এ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্নমুখী উন্নয়ন কর্মকান্ডের একটি সচিত্র দলিল।

পল্লী এলাকার দরিদ্র জনগণের দারিদ্র্য নিরসন এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন দপ্তর-সংস্থা, বিভাগ এবং সর্বোপরি একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের মত যুগান্তকারী পদক্ষেপের মাধ্যমে দারিদ্র্য কাঙ্খিত পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য কাজ এ বিভাগ করে যাচ্ছে।

বিগত এক বছরের প্রতিবেদন মাধ্যমে এ বিভাগ এবং এ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা/বোর্ড/প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও ভূমিকাকে প্রতিফলিত করবে। একই সাথে দারিদ্র্য নিরসনে এ বিভাগ ও তার আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা/বোর্ড/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে সকলকে সম্পৃক্ত করতেও এ ধরনের একটি প্রতিবেদন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ২০১২ - ১৩ অর্থ বছরে বর্তমান সরকারের সাফল্যের চিত্রায়ন সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি।

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম

(সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি)

এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ২০১২ - ১৩ অর্থ বছরের সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রমের একটি সচিত্র বিবরণ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির ভাগ্য উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নিরন্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সমিতিভুক্ত করে তাদের সকলের জীবনমান উন্নয়নে এ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর-সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ঘোষিত ভিশন- ২০২১ এর লক্ষ্য অর্জনে এ বিভাগের কার্যক্রম সন্দেহাতীতভাবে প্রশংসনীয়। বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রকল্প একটি বাড়ি একটি খামার এর সফল বাস্তবায়নের ধারা অব্যাহত রেখে আমরা অবশ্যই দ্রুত আমাদের দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত হিসেবে গড়ে তুলতে পারবো। এ বিভাগের মাধ্যমে আমাদের বিপুল জনগোষ্ঠীর বেকারত্ব দূরীকরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে আমরা স্বল্প সময়ের মধ্যে আমাদের দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হবো।

বর্তমান সরকারের ২০১২-১৩ অর্থ বছরের উন্নয়ন সম্বলিত এ পুস্তিকাটি সবার কাছে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উল্লেখযোগ্য ভূমিকাকে প্রতিফলিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

পরিশেষে, আমি এ বিভাগের অধীনে কর্মরত সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি)

এম এ কাদের সরকার
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এ দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এ বিভাগ সমবায় অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (বিআরডিবি) এর বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করে তাদের দারিদ্র্যমুক্তির জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

অপরদিকে এ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লা,পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া এবং বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের উপযোগী করার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বর্তমান সরকারের ২০১২-১৩ অর্থ বছরের সাফল্য চিত্রায়নের মাধ্যমে জনসাধারণকে সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ প্রকাশনা সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অংশীদারিত্ব জনগণের কাছে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

এ প্রতিবেদনটি প্রকাশের সাথে যাঁরা নিরলসভাবে পরিশ্রম করেছেন সেসব কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

(এম এ কাদের সরকার)

সূচিপত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন	৩
২.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	৭
২.১	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মিশন স্টেটমেন্ট	৭
২.২	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রধান কার্যাবলী	৭
২.৩	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য	৭
২.৪	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাংগাঠনিক কাঠামো	৮
২.৫	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বাজেট	৯
২.৬	প্রশাসনিক সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম	১০-১৫
৩.	পল্লী উন্নয়নের মডেল উদ্ভাবন	১৭-১৯
৩.১	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কর্তৃক উদ্ভাবিত ইকোটয়লেট	১৯-২৪
৩.২	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) মডেল	৩৫-৩০
৩.৩	পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) কর্তৃক উদ্ভাবিত মডেলসমূহ	৩১-৩৪
৩.৪	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক উদ্ভাবিত মডেল	৩৫
৪.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার ২০১২-২০১৩ সময়ের কার্যক্রমের বিবরণ	৩৫
৪.১	একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প	৩৭-৪৩
৪.২	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	৪৪-৬১
৪.৩	সমবায় অধিদপ্তরের ২০১২-১৩ অর্থ বছরের প্রতিবেদন	৬২-৭১
৪.৪	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা	৭২-৮৯
৪.৫	পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া	৮৯-১২১
৪.৬	চর জীবিকায়ন কর্মসূচি	১২২
৪.৭	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ	১২৩-১২৫
৪.৮	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)	১২৬-১৩৫
৪.৯	বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা)	১৩৬-১৩৭
৪.১০	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)	১৩৮-১৪০
৪.১১	ইকোনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি)	১৪১
৪.১২	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)	১৪২
৪.১৩	বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড	১৪২-১৪৫

পল্লী

উন্নয়ন

ও

দারিদ্র্য

বিমোচন

১. পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন:

বাংলাদেশের বিশাল পল্লী অঞ্চল এবং অনগ্রসর পল্লীবাসীর উন্নয়নকে প্রধান লক্ষ্য হিসেবে ধরে নিয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ বিভাগের চলমান কর্মপরিকল্পনায় কৌশলগত উদ্দেশ্যগুলো হলো : বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার অর্জনের লক্ষ্যে এ বিভাগ পশ্চাৎপদ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি, পল্লী উন্নয়ন-এর সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ, বাজার সংযোগ সৃষ্টি, দুগ্ধ উৎপাদন ও বহুমুখী সমবায় কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রাম বাংলার জনগণের অবস্থার উন্নয়ন। তাছাড়া এ বিভাগ পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লী জনগণের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষণাসহ বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্প্রসারণ করে থাকে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার অনুযায়ী ৫টি অগ্রাধিকারভুক্ত বিষয়ের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন অন্যতম। ২০১৩ সালের মধ্যে দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ২৫ ও ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যকে সামনে রেখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমে নতুন ও যুগান্তকারী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে, যা ইতোমধ্যে জনগণের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প, চরজীবিকায়ন কর্মসূচি, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি, ইকনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট (ইইপি), অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প, দেশব্যাপী সমবায় বাজার স্থাপন, মিল্কভিটার কার্যক্রম সম্প্রসারণ, গোচারণভূমি নীতিমালা প্রণয়ন ও পশু খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ একাডেমি হিসেবে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) প্রতিষ্ঠাকরণ।

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পল্লী উন্নয়নের যাত্রা শুরু হয় ভি-এইড (গ্রামীন কৃষি এবং শিল্প উন্নয়ন) কর্মসূচির মাধ্যমে ১৯৫৩ সালে। ভি-এইড কর্মসূচিসহ পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১৯৫৯ সালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে জোরদার করার জন্য গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণাকে সংযুক্ত করা হয়। একাডেমি পল্লী উন্নয়নের মডেল হিসেবে কুমিল্লা মডেল উদ্ভাবন করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি তথা দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, যা দেশে এবং বিদেশে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে। কুমিল্লা মডেলের প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছেঃ দ্বি-স্তর সমবায়, পল্লী পূর্ত কর্মসূচি, থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র এবং থানা সেচ কর্মসূচি। কুমিল্লা মডেলের এ সকল উপাদান থেকে জাতীয় পর্যায়ে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছেঃ দ্বি-স্তর সমবায় থেকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (টিটিডিসি) থেকে উপজেলা কমপ্লেক্স এবং থানা সেচ কর্মসূচি (টিআইপি)-র অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)। সম্প্রতি বার্ড কর্তৃক পরীক্ষিত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন প্রকল্প (এসএফডিপি)-কে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এবং সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচিকে জাতীয় কর্মসূচিতে রূপান্তর করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার নির্বাচনের পূর্বে দারিদ্র্য হ্রাসকরণকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রূপকল্প ২০২১ প্রকাশ করেছিল। এ রূপকল্পে সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং কার্যক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রয়াসে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির তীব্রতা হ্রাস পেলেও এখনও এর ব্যাপকতা ও গভীরতা উদ্বেগজনক। সম্প্রতি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত খানা আয় ও ব্যয় জরীপ ২০০৫ অনুযায়ী আয়-দারিদ্র্যের শতকরা হার হ্রাসের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পল্লী এবং শহর অঞ্চলের মধ্যে দারিদ্র্যের পরিস্থিতি তুলনা করলে দেখা যায় যদিও শহরে দরিদ্রের সংখ্যা এবং হার পল্লীর তুলনায় কম কিন্তু শহরে দরিদ্রের সংখ্যা এবং শতকরা হার উভয়েই গত দশ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু পল্লী অঞ্চলে দরিদ্রদের সংখ্যা এবং হার উভয়েই গত দশ বছরে তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস পেয়েছে (বিবিএস, ২০০৯)। এর প্রধান কারণ হিসেবে পল্লী অঞ্চলে সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন, গ্রাম থেকে শহরে দরিদ্রদের অভিবাসন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দারিদ্র্য হ্রাসের এ হার অব্যাহত থাকলে ২০১৩ সালে উচ্চ দারিদ্র্যরেখা অনুযায়ী দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থানকারীর শতকরা হার দাঁড়াবে ৩০.৯৭ শতাংশে এবং ২০১৫ সালে দাঁড়াবে ২৮.৪২ শতাংশে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থানকারীর শতকরা হার ২৯.৪ এবং বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০১৩ সালের মধ্যে এ হার ২৫ এ নামিয়ে আনতে হবে। এ হিসেব মতে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে থাকলেও নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতিশ্রুত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে।

নিম্ন দারিদ্র্যরেখার নীচে অবস্থানকারীদের শতকরা হার বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০১৩ সালের মধ্যে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে হবে। কিন্তু গত ১৯৯১-৯২ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত দারিদ্র্যের হার যেভাবে কমেছে এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২০১৩ সালে নিম্ন দারিদ্র্যরেখার নীচে অবস্থানকারীর শতকরা হার দাঁড়াবে ১৮.১৩। নিচের সারণিতে গত ১৯৯১-৯২ থেকে ২০০৫ সালের তথ্যের উপর ভিত্তি করে Regression Model -এর সাহায্যে আগামী ২০২১ সাল পর্যন্ত দারিদ্র্য হ্রাসের হারের অভিক্ষেপণ (Projection) দেখানো হলোঃ

সারণি-১.১: বাংলাদেশের দারিদ্র্য হ্রাসের অভিক্ষেপণঃ ২০০৮-২০২১ সাল পর্যন্ত

বছর	উচ্চ দারিদ্র্য-রেখা (অনপেক্ষ দারিদ্র্য)	নিম্ন দারিদ্র্য-রেখা (চরম দারিদ্র্য)
২০০৮	৩৭.৩৬	২৩.৫৫
২০০৯	৩৬.০৮	২২.৪৬
২০১০	৩৪.৮১	২১.৩৮
২০১১	৩৩.৫৩	২০.৩০
২০১২	৩২.২৫	১৯.২২
২০১৩	৩০.৯৭	১৮.১৩
২০১৪	২৯.৭০	১৭.০৫
২০১৫	২৮.৪২	১৫.৯৭
২০১৬	২৭.১৪	১৪.৮৮
২০১৭	২৫.৮৭	১৩.৮০
২০১৮	২৪.৫৯	১২.৭২
২০১৯	২৩.৩১	১১.৬৩
২০২০	২২.০৪	১০.৫৫
২০২১	২০.৭৬	৯.৪৭

উৎসঃ স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা (২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩-১৪) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার এবং অভিক্ষেপণ তুলনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, অতীতের দারিদ্র্য নিরসনের হার অব্যাহত থাকলে দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে। দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে অতীতের ধারা অব্যাহত থাকলে বর্তমান সরকারের ২০১৩ সালের লক্ষ্যমাত্রা উচ্চ দারিদ্র্যরেখা অনুযায়ী অর্জিত হবে ২০১৮ সালে এবং নিম্ন দারিদ্র্যরেখা অনুযায়ী অর্জিত হবে ২০১৬ সালে। তবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার অর্জন করতে হলে পূর্বের তুলনায় অধিক গুরুত্বের সাথে কাজ করতে হবে। দারিদ্র্য নিরসনের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আরও নতুন কর্মসূচি দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি করতে হবে। কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বাড়াতে হবে। উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে উৎপাদনকারীকে বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। ব্যয় সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ বান্ধব সেচ ও কৃষি উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে কৃষিকে লাভজনক করতে হবে। প্রতিটি থানায় বিদ্যমান সম্পদকে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে সর্বোত্তম ব্যবহার করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। পল্লী অঞ্চলে আইসিটি ভিত্তিকে কর্মসংস্থান গড়ে তুলতে হবে। আইসিটি-র মাধ্যমে কৃষকদের কৃষি ও কৃষি পণ্যের বাজার তথ্য, সরকারের বিভিন্ন সেবা সংক্রান্ত তথ্য, চাকুরীর তথ্য ইত্যাদি প্রদান করতে হবে। ফলে কৃষকগণ তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারবে এবং উৎপাদন বাড়াতে পারবে এবং উৎপাদিত পণ্যের যথার্থ মূল্য পাবে। বেকার যুবকগণ চাকুরীর সুযোগ পাবে। অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাদের কোন জমি বা সম্পদ নেই তাদের জন্য বিশেষ ধরনের কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। তাদের গ্রেডভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। সর্বোপরি সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথার্থ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

পল্লী
উন্নয়ন
ও
সমবায়
বিভাগ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ :

বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দু'টি বিভাগ রয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, অপরটি স্থানীয় সরকার বিভাগ। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, পল্লী অঞ্চলে উৎপাদন বৃদ্ধি, জনগণের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, সমবায় সমিতি গঠন ও পরিচলনা, সমবায় বিপণন বীমা ও ব্যাংকিং-কে উৎসাহ প্রদান এবং সর্বোপরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত এবং স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নীতিমালা প্রণয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। সরকারের অনুসৃত নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে এ বিভাগ পল্লীর জনসাধারণের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

২.১. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মিশন স্টেটমেন্ট :

পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, সমবায় ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং অব্যাহতভাবে পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা।

২.২. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রধান কার্যাবলী :

১. পল্লী উন্নয়ন নীতি, সমবায় আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন;

২. পল্লী এলাকার দারিদ্র্য নিরসনকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

৩. কর্মসংস্থান তথা আয় উপার্জনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ;

৪. ক্ষুদ্র ঋণ, কৃষি ঋণ, সমবায় ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, সমবায় ব্যাংক, সমবায় বীমা, সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদ ও বিপণন, দুগ্ধ ও অন্যান্য সমবায় ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ-এর মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান;

৫. সমবায়ীদের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা পরিচালনা;

৬. প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক নিত্যনূতন মডেল ও কৌশল উদ্ভাবন;

৭. সমবায়ের আওতায় গ্রামীণ মহিলাদের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সহায়তা প্রদান।

২.৩. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য :

এমটিবিএফ এর কাঠামো অনুযায়ী এ বিভাগের মোট পাঁচটি কৌশলগত উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলো হচ্ছে:-

১. পল্লী এলাকার দরিদ্র ও অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি,

২. পশ্চাৎপদ এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন,

৩. পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থান সৃজনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি,

৪. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি,

৫. গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান এবং ফলাফল সম্প্রসারণ। এ ছাড়া বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার অর্জনে অবদান রাখার জন্য এ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনায় নিম্নরূপ আরও পাঁচটি কৌশলগত উদ্দেশ্য যোগ করা হয়। এগুলো হচ্ছে-

৬. জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন,

৭. অফিসের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ,

৮. ক্ষুদ্র ঋণ ও উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের জন্য বাজার-সংযোগ (Marketing Linkage) সৃষ্টি,

৯. খাদ্য পুষ্টির চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে দুগ্ধ উৎপাদন,

১০. সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ।

২.৪. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো:

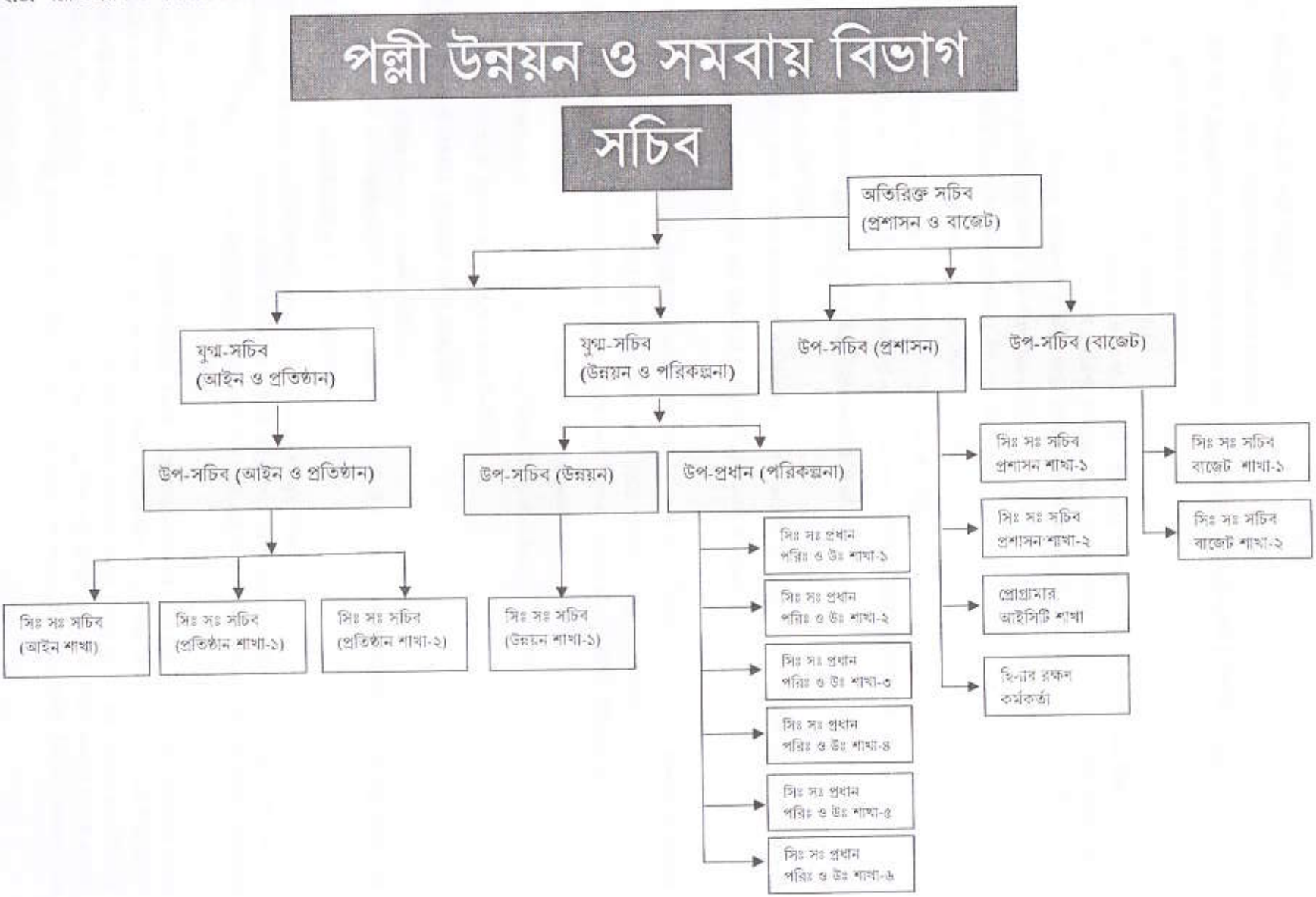

২.৫. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বাজেট :

গত ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মোট বরাদ্দ ছিল ১২১২.৪২ কোটি টাকা। তন্মধ্যে অনুন্নয়ন বরাদ্দ ২৫৭.৯৯ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন বরাদ্দ ৯৫৪.৪৫ কোটি টাকা। অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বরাদ্দের শতকরা হার ছিল যথাক্রমে ২১.২৮ এবং ৭৮.৭২। বিগত এক বছরের সংস্থাভিত্তিক বিস্তারিত বাজেট বরাদ্দ সারণী- ক দ্রষ্টব্য। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং অধীনস্থ সংস্থাগুলোর অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের চিত্র পাই চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলোঃ

RDCD Revenue Budget 2012-2013

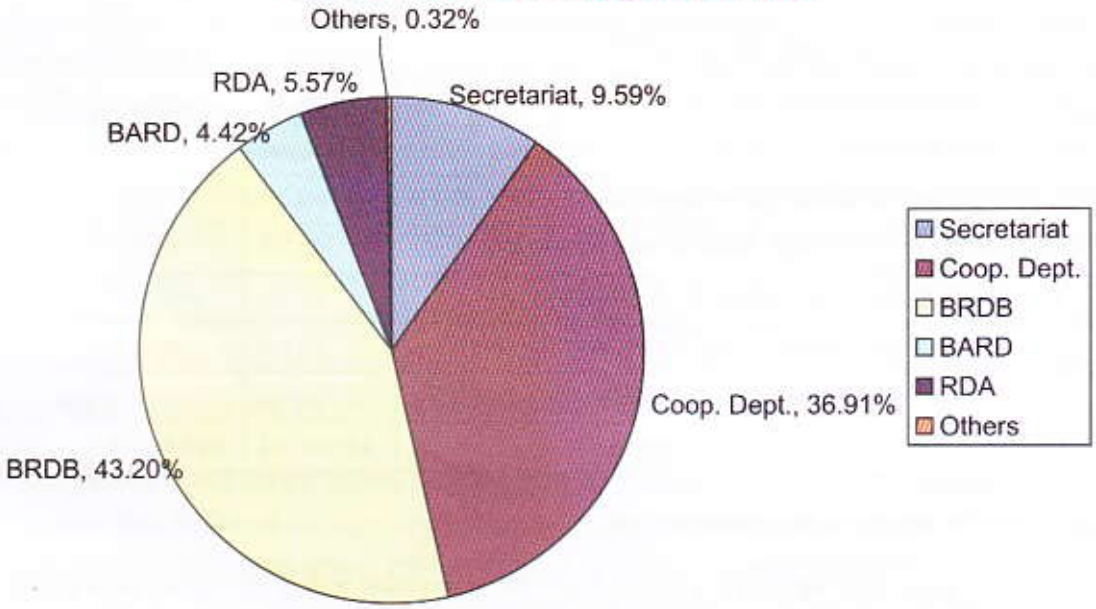

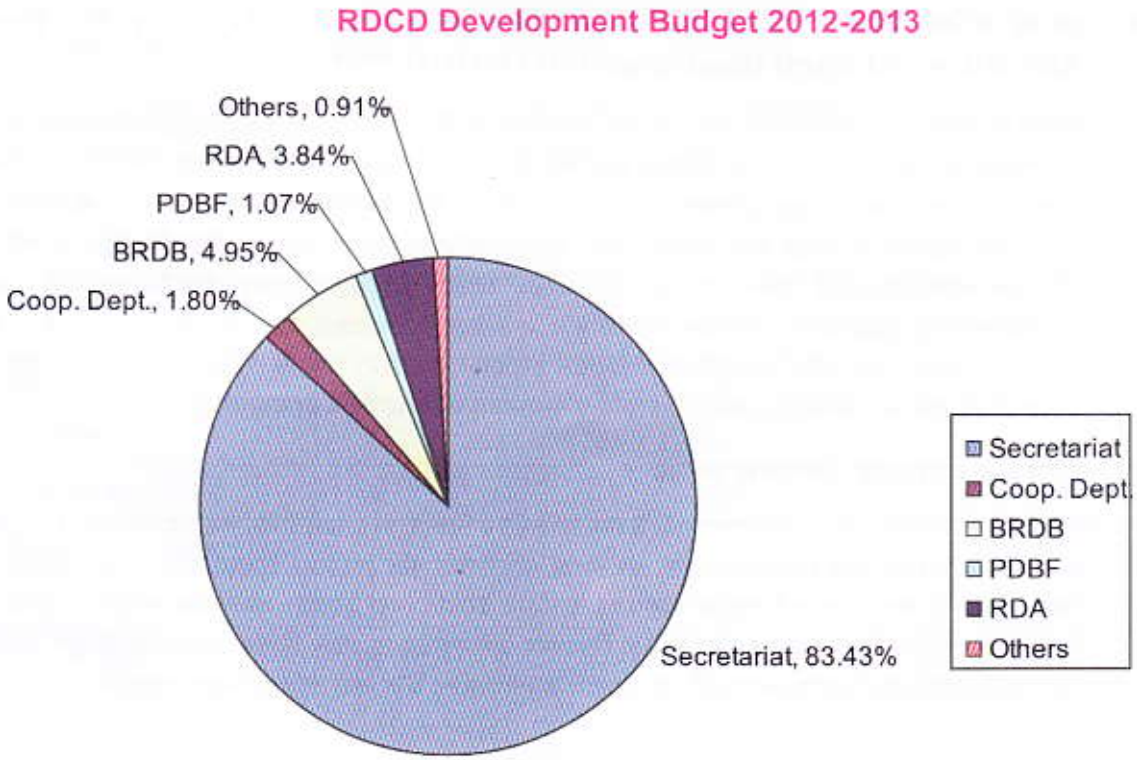

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর সংস্থার ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ :

সারণী-ক (লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	দপ্তর/সংস্থার নাম	২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ		
		অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট
১.	সচিবালয় অংশ	২৪৭৪.৬১	৮৩৪৪৫.০০	৮৫৯১৯.৬১
২.	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদা	৪৯.৫৩	০০.০০	৪৯.৫৩
৩.	সমবায় অধিদপ্তর	৯৫২১.৩৩	১৭২৩.০০	১১২৪৪.৩৩
৪.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	১১১৪৬.০০	৪৭২৩.১৩	১৫৮৬৯.১৩
৫.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)	১১৩৯.২৯	০০.০০	১১৩৯.২৯
৬.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ)	১৪৩৬.০৫	৩৬৬৬.০৪	৫১০২.০৯
৭.	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)	০০.০০	৮.০০	৮.০০
৮.	বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ফেডারেশন	৩২.০০	০০.০০	৩২.০০
৯.	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)	০০.০০	১০১৯.৮৭	১০১৯.৮৭
১০.	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)	০০.০০	৬০.০০	৬০.০০
১১.	বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্ক ভিটা)	০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০
সর্বমোট পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ		২৫৭৯৮.৮১	৯৫৪৪৫.০৪	১২১২৪৩.৮৫

২.৬. প্রশাসনিক সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম :

২০১২-২০১৩ সালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কার এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যেমন-

ক. বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation and Rural Development- BAPARD) প্রতিষ্ঠা :

দারিদ্র্য বিমোচন ও পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে ২টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলে এ জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠান না থাকায় উক্ত অঞ্চলের মানুষের প্রত্যাশিত উন্নয়ন হয়নি। দেশের দক্ষিণাঞ্চল বর্তমানে লবণাক্ততা ও জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করছে। দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের চাহিদার প্রতি লক্ষ্যরেখে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গবেষণার জন্য 'উৎকর্ষ কেন্দ্র' হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন-২০১২ এর প্রজ্ঞাপন গত ০৮ মার্চ, ২০১২ তারিখে জারি করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নবসৃষ্ট এ একাডেমির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন। একাডেমি'র জন্য ইতোমধ্যে রাজস্ব খাতে ১০০টি পদ সৃজন করা হয়েছে। সরকারের একজন যুগ্ম সচিব মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন। বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) এর কর্মকর্তা ও কর্মচারি চাকুরি প্রবিধানমালা ও নিয়োগবিধি প্রণয়ন চলমান রয়েছে।

খ. প্রশাসনিক কর্মকান্ডের গতিশীলতা আনয়ন :

প্রশাসনিক গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তরের ICT সংক্রান্ত সেল গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে-যার ফলে কর্মদক্ষতা গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া ডাটা বেজের মাধ্যমে অধিক তথ্য সহজ লভ্য করবার ও তথ্য প্রযুক্তি বিকাশের কার্যকরি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অবাধ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষে বিকাশমান তথ্য প্রযুক্তির সাথে সংগতি রেখে এ বিভাগসহ অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইট উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং ওয়েব সাইটসমূহ নিয়মিত আপ-ডেট এর মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য তথ্য প্রাপ্তি সহজতর করা হয়েছে।

গ. আইসিটি ও ই-সিটিজেন সার্ভিস :

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কম্পিউটার বেসিক ইউনিকোড ব্যবহার, ল্যান ম্যানেজমেন্ট এর উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সকল শাখার নথি ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল নম্বর পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। এ বিভাগের বিভিন্ন রীট/কেস এর ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের জেলা হতে উক্ত রীট/কেস এর তথ্য হালনাগাদ আপডেট এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এ বিভাগের আইসিটি জোরদারকরণের জন্য একটি কর্মসুচি গ্রহণ করা হচ্ছে। উক্ত কর্মসুচিতে এ বিভাগের ল্যান ম্যানেজমেন্ট আরো জোরদারকরণ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রকল্প মনিটরিং সিস্টেম চালু, সভা কক্ষে wifi network এর আওতায় আনা হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ এর লক্ষ্য অর্জনে সমবায় অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হিসেবে "সমবায় অধিদপ্তরের আইসিটি ও ই-সিটিজেন সার্ভিস উন্নয়ন" প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ১৬৯১.১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মে/২০১১ হতে জুন/২০১৪ মেয়াদকালে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়, বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, জেলা সমবায় কার্যালয়, ২৪২ টি উপজেলা সমবায় কার্যালয় এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে ৩৭৬ টি কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তরের কম্পিউটার ভিত্তিক এমআইএস ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে যার ফলে দেশের সকল সমবায় সমিতির তথ্য উপাত্ত এবং কার্যক্রমের তথ্যাদি পাওয়া সহজ হবে। প্রকল্পের আওতায় ৬৯ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া ৪২০ জন অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটরকে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বেসিক কম্পিউটার অপারেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কম্পিউটার ভিত্তিক এমআইএস ব্যবস্থা স্থাপন করার ফলে সমবায় সমিতি এবং সমবায় কার্যক্রমে তথ্য প্রাপ্তি জনগণের জন্য সহজলভ্য হবে এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিগত দক্ষতাসম্পন্ন জনবল সৃষ্টি হবে।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্ক ভিটা) এর ১২১২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর Personal Profile তৈরি হয়েছে। মিল্ক ইউনিয়নের website (www.milkvita.org) ও সমিতি বিভাগের তথ্য সংরক্ষণের জন্য www.mvsamity.com খোলা হয়েছে। প্রধান কার্যালয় LAN এর আওতায় আনা হয়েছে এবং ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে। মিল্ক ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয় ও ঢাকা দুগ্ধ কারখানায় CCTV'র ক্যামেরা, সার্ভার ও মনিটর স্থাপন করা হয়েছে। যথারীতি মনিটরিং কাজ চলছে।

ঘ. শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ ও পদোন্নতি :

২০১২-২০১৩ সালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে এবং এ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন অধিদপ্তরের ও সংস্থায় ব্যাপক সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের যেমন পদোন্নতি দেয়া হয়েছে এবং তেমনি শূন্যপদ পূরণের উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে যার ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে।

বিভাগ/সংস্থার নাম	প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	৫	-	৫	২	১১	১৩	
সমবায় অধিদপ্তর	৫	১৪৬	১৫১	৪	৩০৭	৩১১	
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	৬২	-	৬২	১৯৩	৬৪	২৫৭	
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)	৩	-	৩	৬	২	৮	
পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ)	-	১	১	৮	-	৮	
মোট	৭৫	১৪৭	২২২	২১৩	৩৮৪	৫৯৭	

৬. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে নব সৃষ্ট আইন শাখার আওতায় এ বিভাগ এবং অধীনস্ত দপ্তর সংস্থার সবধরণের মামলা/মোকাদ্দমার কার্যাবলী তত্বাবধান :

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বর্তমান কাজের গুরুত্ব পরিধি এবং বর্তমান সরকারের উন্নয়নমুখী তৎপরতাকে আরো গতিশীল করার মানসে ও প্রকল্পসমূহের সুষ্ঠু তদারকির বিষয় বিবেচনা করে এ বিভাগের পূর্বের জনবলের অগার্নোগ্রামে রাজস্বখাতে বিভিন্ন শ্রেণীর পদে পূর্বের চেয়ে অতিরিক্ত ১৭ টি পদ সৃজন করা হয়। আইন শাখাটিও তার মধ্যে ১টি নূতন শাখা যার কার্যক্রম মে, ২০১৩ মাস থেকে শুরু হয়েছে। এ শাখায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থাসমূহের কার্যাবলী হতে উদ্ভূত সকল আইনগত দিকগুলোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, এ সকল অফিসের কমর্কতা/কমর্চারীদের বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি ও শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম গ্রহণ, সমবায় সমিতি সংক্রান্ত রীট, আপীল, রিভিউ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ, ক্ষুদ্র ঋণ নীতিমালার কার্যক্রম গ্রহণ, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইনের কার্যক্রম গ্রহণসহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিধি অনুবিভাগ ও অর্থ বিভাগের প্রবিধি অনুবিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যাবলী এবং সিফাত/বিশ্বখাদ্য কর্মসূচী/ফাউন্ডেশন/প্রতিবন্ধী বিষয়ক সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর আওতাধীন সমবায় অধিদপ্তর, বিআরডিবি, বার্ড এবং আরডিএ-এর ২০১২-২০১৩ সালের মামলাসমূহের অগ্রগতির বিবরণীঃ

দপ্তরের নাম	মামলার নাম	মামলার সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	সরকারের পক্ষে	সরকারের বিপক্ষে	বিচারাধীন/ প্রক্রিয়াধীন মামলার সংখ্যা
১	৪	৫	৬	৭	৮	৯
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল/প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল মামলা	-	-	-	-	-
সমবায় অধিদপ্তর	বিভাগীয় মামলা	২৮ টি	১৮ টি	১৭ টি	১ টি	১০ টি
	প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল/প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল মামলা	১৭ টি	১০ টি		১০ টি	৭ টি
	অন্যান্য আদালতে মামলা/সার্ভিস ম্যাটার (রীট)	৭ টি	৩ টি	২ টি	১ টি	৪ টি
	দুর্নীতি দমন ব্যুরো কতৃর্ক কোর্টে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	৬ টি	৪ টি	-	৪ টি	২ টি
	সমবায় সমিতি সংক্রান্ত আদালতে দায়েরকৃত রীট মামলার সংখ্যা	৩৮ টি	২৩ টি	২৩ টি	-	১৫ টি
	সমবায় সমিতি সংক্রান্ত আদালতে দায়েরকৃত অন্যান্য মামলার সংখ্যা	২০ টি	৮ টি	৭ টি	১ টি	১২ টি
বিআরডিবি	বিভাগীয় মামলা	৮ টি	৮ টি	৪ টি	৪ টি	-
	আদালতে মামলা	৬ টি	৬ টি	-	৬ টি	-
বার্ড	বিভাগীয় মামলা	২ টি	১ টি	১ টি	-	১ টি
	আদালতে মামলা/দেওয়ানী মামলা	২ টি	-	-	-	২ টি
আরডিএ	বিভাগীয় মামলা		-	-	-	-
	আদালতে মামলা		-	-	-	-
		১৩৪ টি	৮১ টি	৫৪ টি	২৭ টি	৫৩ টি

চ. আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ :

গত ২৪-২৮ জানুয়ারি ২০১০ তারিখ সিরডাপ সদস্যভুক্ত ১৪টি দেশের মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে দ্বিতীয় মন্ত্রী পর্যায়ের সভাটি এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র সিরডাপ (CIRDAP), ঢাকাতে সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে সিরডাপের পল্লী উন্নয়ন নীতিমালা পর্যালোচনা, সিরডাপ এর কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং বাস্তবায়নের বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মেলনটি উদ্বোধন করেন। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনে সদস্যভুক্ত দেশগুলো ২০১৫ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দারিদ্র্যের মাত্রা অর্ধেকে নামিয়ে আনার বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছে। ২০১১ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত সিরডাপের ২৮তম নির্বাহী কমিটির সভায় এ বিভাগের সচিব সভাপতি হিসেবে যোগ দিয়ে দেশের ভাবমূর্তি সদস্য দেশগুলোর কাছে তুলে ধরেন।

এছাড়া গত ২৭-২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সিরডাপের ২৯তম নির্বাহী কমিটির সভায় এ বিভাগের সচিব জনাব এম এ কাদের সরকার সদস্য হিসেবে যোগদান করেন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের সাফল্যের দিক তুলে ধরেন। অন্যদিকে, গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সিরডাপের ১৯তম সাধারণ পরিষদের সভায় এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখে সিরডাপের ৬ষ্ঠ আঞ্চলিক পলিসি ডায়ালগে যোগদান করে এর সদস্যভুক্ত দেশগুলোর কাছে বাংলাশেদের সাম্প্রতিক অগ্রগতি তুলে ধরে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের পল্লী উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে অসামান্য অবদানের জন্য সিরডাপভুক্ত ১৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ সহ ভারত ও থাইল্যান্ডকে পুরস্কৃত করা হয়। ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রনব মুখার্জীর নিকট হতে বাংলাদেশের পক্ষে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি উক্ত পুরস্কার গ্রহণ করেন।

২০১১ সালে প্রথমবারের মত এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলে কৃষি সমবায় বিকাশে গঠিত আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক নেডাক (NEDAC) এর নির্বাহী কমিটিতে বাংলাদেশ ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়। এছাড়া আফ্রো-এশীয় পল্লী উন্নয়ন সংস্থা আরডো (AARDO) এর নির্বাহী কমিটিতেও ২০১২ সালে বাংলাদেশ প্রথমবারের মত নির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হয়।

ছ. সমবায় গোচারণ ভূমি নীতি, ২০১১ :

গবাদি পশুর চারণভূমি হিসাবে গোচারণভূমি, সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার রবীন্দ্র কুঠিবাড়ী সংলগ্ন এলাকায় ১২৯৬.২৫ একর এবং পাবনা জেলার ফরিদপুর উপজেলায় ১১২.৮২ একর অর্থাৎ মোট ১৪০৯.০৭ একর গোচারণভূমি সৃজন করেন। গোচারণভূমি এলাকায় সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রাথমিক সমবায় সমিতি কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে উক্ত সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন এবং এজন্য দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট স্থাপন করেন। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে দুধের চাহিদাও বাড়ছে। মানুষের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের সাথে দুধের ব্যবহার ও চাহিদা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। কাজেই দেশে দুধের উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধির পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের হিসাবে উক্ত ১৪০৯.০৭ একরের সমবায় ভিত্তিক বর্তমানে দেশের একমাত্র গোচারণভূমি সংরক্ষণ করা, এরূপ আরও সমবায়ভিত্তিক গোচারণভূমি সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করে গো-পালন কার্যক্রম, সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহনের পদক্ষেপ হিসাবে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সরকার ''সমবায় গোচারণ ভূমি নীতি, ২০১১'' জারি করা হয়েছে।

জ. সমবায় আইন, ২০০১ সহ বিভিন্ন আইন, নীতিমালা, বিধিমালা, উপ-আইন যুগোপযোগীকরণ :

বাস্তব অবস্থার আলোকে ইতোমধ্যে সমবায় আইন যুগোপযোগী করে সংশোধন করা হয়েছে। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তর, বার্ড, বিআরডিবি এবং আরডিএসহ বিভিন্ন সংস্থার আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন/সংস্কারের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে জাতীয় সমবায় পুরস্কার নীতিমালা সংশোধন করে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে, জাতীয় পল্লী পদক নীতিমালাও চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং বেশকিছু মডেল উপ-আইন প্রণীত হয়েছে।

ঝ. নারীর ক্ষমতায়ন :

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। সুতরাং নারী সমাজকে উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করা ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীর ক্ষমতায়ন যে সকল বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় উপার্জন। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে যে সকল কর্মসূচি রয়েছে এগুলোর অধিকাংশের উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ। এ সকল কর্মসূচির অধিকাংশ সুবিধাভোগী হচ্ছে নারী। বার্ড ষাটের দশক থেকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিআরডিবি ১৯৭৫ সাল থেকে জাতীয় ভিত্তিক পৃথক একটি মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে, যার সফল বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে সরকার সম্প্রতি এ কর্মসূচিকে মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ নামে বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচিভুক্ত করেছে। বিআরডিবি কর্তৃক গৃহীত দারিদ্র্য বিমোচনে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি (দাবিমআক) শীর্ষক অপর একটি উন্নয়ন কর্মসূচি বর্তমানে সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির সাথে একত্রীভূত করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যেখানে বিআরডিবি'র সকল দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির সদস্য নির্বাচনে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া সরকারী অর্থায়নে পরিচালিত সবচেয়ে বড় প্রকল্প একটি বাড়ি একটি খামার যেখানে দেশের প্রতিটি ওয়ার্ড পর্যায়ে গঠিত সমিতির ৬০ সদস্যের মধ্যে ৪০ জন সদস্যই মহিলা রয়েছে যারা সরাসরি নিজের আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বার্ড এবং আরডিএ সাম্প্রতিক কালে যে সকল দেশী-বিদেশী প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ দিয়েছে তাদের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ নারী ছিল।

ঞ. বৃক্ষরোপন কর্মসূচি :

এ পৃথিবীকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার মানসে পরিবেশ রক্ষার কোন বিকল্প নেই। একটি দেশের পরিবেশ রক্ষার জন্য ন্যুনতম বন এলাকার পরিমাণ হলো শতকরা পঁচিশ ভাগ। কিন্তু আমাদের দেশে বন এলাকার পরিমাণ অনেক কম। সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের বহুল প্রচার ও সরকারের তরফ থেকে নানাবিধ সুযোগ সুবিধা (Incentives) প্রদানের ফলে জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে গণমানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ বিপুল বৃদ্ধি পেয়েছে বিধায় বনায়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহ উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বনজ ও ফলজ বৃক্ষের চারা রোপন করেছে।

ট. বিশেষ এলাকার জন্য কর্মসূচি :

বাংলাদেশের সকল এলাকা সমভাবে উন্নত নয় এবং কর্মসংস্থান ও আয়- উপার্জনের সুযোগ সুবিধাও একই রকম নয়। পশ্চাদপদ অঞ্চলসমূহে একদিকে রয়েছে দীর্ঘমেয়াদী দারিদ্র্য, অন্যদিকে দারিদ্রের মাত্রাও অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বেশি। এ বাস্তবতাকে গুরুত্ব দিয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দেশের পশ্চাদপদ এলাকার জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য কিছু বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। পশ্চাদপদ এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের এ সকল কার্যক্রমের ফলে সুফলভোগী এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারের আওতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং সম্পদ বিতরণের মাধ্যমে আয় ও জীবনমান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বিশেষ এলাকার জন্য গৃহীত কর্মসূচির আওতায় চরজীবিকায়ন প্রকল্পে (সিএলপি) দেশের উত্তরাঞ্চলের যমুনা, তিস্তা, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের পার্শ্ববর্তী আটটি জেলার (কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট,নীলফামারী, রংপুর, পাবনা ও টাঙ্গাইল) ৩৩ টি উপজেলার ১২০টি চর ইউনিয়নকে প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে দেশের চর, হাওর, বাওর, জলাবদ্ধ এলাকা, সমুদ্র উপকূলবর্তী ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকা এবং শুষ্ক মৌসুমে কাজের সংস্থান হয় না এমন অতি দারিদ্র পীড়িত অঞ্চল, পিছিয়ে থাকা পার্বত্য এলাকার দরিদ্র জনগণের জন্য ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় মোট ৮৮৭.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ''ইকনোমিক এমপাওয়ারমেন্ট অফ দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ'' শীর্ষক একটি প্রকল্প (ইইপি)বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অপরদিকে বিশেষ এলাকা হিসেবে দেশের জলবায়ু দুর্গত এলাকায় সৌরশক্তি উন্নয়ন প্রকল্প, দক্ষিণ অঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় বি-লবণীকরণ প্রকল্প, সুন্দরবন সংরক্ষণের সহায়তা প্রকল্প ইত্যাদি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পিডিবিএফ দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। একই ভাবে পল্লী এলাকার বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন পরিবারের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) কাজ করে চলেছে।

ঠ. গবেষণা কার্যক্রম :

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে মূলত দু'ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এগুলো হল- নীতি নির্ধারণী গবেষণা এবং প্রায়োগিক গবেষণা। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে যে সকল সংস্থা রয়েছে এর মধ্যে বার্ড, কুমিল্লা এবং আরডিএ, বগুড়া এ ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নতুন প্রতিষ্ঠিত বাপার্ডকেও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। গ্রামীণ এলাকার সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের ফলাফল নিরূপণের লক্ষ্যে একাডেমিসমূহ নীতি নির্ধারণী গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। নীতি নির্ধারিণী গবেষণার মাধ্যমে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এ সকল গবেষণার ফলাফল বিভিন্ন প্রকাশনা, সেমিনার ও কর্মশালার মাধ্যমে প্রচার করা হয়ে থাকে। প্রকাশনাসমূহের মধ্যে রয়েছে গবেষণা প্রতিবেদন, ষান্মাসিক জার্নাল, ত্রৈমাসিক ইংরেজি ও বাংলা নিউজলেটার, সেমিনার ও কর্মশালা প্রতিবেদন ইত্যাদি।

৪

পল্লী

উন্নয়নের

মডেল

উদ্ভাবন

৩. পল্লী উন্নয়নের মডেল উদ্ভাবন :

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ হলো প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে পল্লী এলাকার বিরাজমান সমস্যাসমূহের সমাধানের কার্যকর মডেল উদ্ভাবন করা। এ লক্ষ্যে অধীনস্থ গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা চালিয়ে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মডেল উদ্ভাবন করেছে। তন্মধ্যে কয়েকটি মডেল বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়েছে এবং সারা দেশব্যাপী সম্প্রসারিত হয়েছে। নিম্নে এ বিভাগ কর্তৃক সম্প্রতি উদ্ভাবিত কয়েকটি মডেল সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলঃ

৩.১ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কর্তৃক উদ্ভাবিত ইকোটয়লেট :

ক্রমবর্ধমান জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা বিধানের জন্য বাংলাদেশে অত্যন্ত নিবিড় পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হয়, যেখানে ব্যাপক পরিমানে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। অন্যদিকে জমির উপর প্রচন্ড চাপ থাকায় সেখানে সবুজ সার তৈরি করা যাচ্ছে না এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থের উৎসের অভাবে জমিতে জৈব পদার্থ যোগান দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই ক্রমাগতভাবে নিবিড় চাষাবাদ, অতিরিক্ত সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষি জমির জৈব পদার্থের পরিমাণ অত্যন্ত কম এবং অনেক ক্ষেত্রে উহা শতকরা এক ভাগেরও কম। সাফল্যজনকভাবে ফসল উৎপাদন করার জন্য মাটির জৈব পদার্থের তীব্র চাহিদা সম্পর্কে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। আবার অন্যদিকে বর্ধিত খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য আমরা যে অতিরিক্ত সার, কীটনাশক, সেচ ব্যবহার করছি তা প্রকৃতিক ভারসাম্যের উপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করছে। তাই এখন সময় এসেছে সবুজ বিপ্লব পরবর্তী সমস্যা চিহ্নিত করে মাটিতে জৈব সার ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের কৃষির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং টেকসই করা।

বাংলাদেশে জৈব পদার্থের প্রধানত তিনটি উৎস ব্যবহার করা হয় : সেগুলো যথাক্রমে প্রাণীর উচ্ছিষ্ট (গোবর, খামারের অবশিষ্ট), ফসলের অবশিষ্ট এবং বাড়ির উচ্ছিষ্ট (Hoque, 2003)। কিন্তু বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে গবাদি পশুর সংখ্যা কমে যাওয়ায় জৈব সারের প্রধান উৎস গোবরের পরিমাণ তথা জৈব যোগানের উৎসও দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এমতাবস্থায়, আমাদেরকে জৈব যোগানের বিকল্প উৎস খুজতে হবে। আর এমনি একটি জৈব যোগানের বিকল্প উৎস হতে পারে প্রক্রিয়াজাতকৃত মানব মল ও মুত্র।

চিত্র-১: রিং টয়লেট পরিবেশ

অন্যদিকে স্যানিটেশন হচ্ছে মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক চাহিদা এবং সুষ্ঠু পরিবেশের নিয়ামক শক্তি। বর্তমানে বাংলাদেশে গ্রামীণ এলাকায় বহুল প্রচলিত স্যানিটেশন হচ্ছে রিং টয়লেট, যার রয়েছে নানামুখী সমস্যা। বাংলাদেশের গ্রামবাংলার একটি উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী এখনও কোন প্রকার স্যানিটেশন সুবিধা পাচ্ছে না।

অপরদিকে যারা পাচ্ছেন তাদের অধিকাংশই পিট টয়লেট/ রিং টয়লেট ব্যবহার করছে। প্রচলিত টয়লেটের ব্যবহারে মানুষের মাঝে টয়লেট ব্যবহারে সচেতনতা বাড়ছে বলা যায়। কিন্তু দীর্ঘ স্থায়ী টেকসই স্যানিটেশন উন্নয়নে কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না।

প্রচলিত পিট টয়লেট এর প্রধান সীমাবদ্ধতা গুলো হচ্ছেঃ

- ভূগর্ভস্থ এবং উপরিভাগের পানিকে দূষিত করে (চিত্র-২)
- স্থানের সমস্যা দেখা দেয়, অনেক সময় পিট নষ্ট হয়ে যায়
- প্রচলিত টয়লেট প্রযুক্তি মানব উচ্ছিষ্টকে (মলমূত্র) বর্জ্য হিসাবে ফেলে দেয় মাত্র
- পরিবেশ দূষণ করে (চিত্র-১)
- স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করে
- স্বল্প সময় ব্যবহার উপযোগী থাকে
- দুর্গন্ধ, মাছির উপদ্রব, উপচেপড়া পিট টয়লেটের স্বাভাবিক চিত্র
- ঘরের বাহিরে নির্মাণ করতে হয়
- প্লাবন ভূমিতে করার অনুপোযোগী
- পাথুরে (Rocky) মাটিতে করা যায় না

চিত্র-২: ঝুলন্ত পায়খানা পানি দূষণ করছে

উল্লেখিত সমস্যাগুলো বিবেচনায় এনে টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা, মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এর উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি ২০০৪ সালে থেকে কুমিল্লা জেলার ৪টি গ্রামে ''ইকোটয়লেট'' কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে বার্ড (BARD), কুমিল্লা সর্বপ্রথম এ ইকোটয়লেট কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে ৫টি গ্রামে প্রায় ১২০টি ইকোটয়লেট-কৃষক পর্যায়ে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ক) **ইকোটয়লেট এর মূল বৈশিষ্ট্য হলোঃ (চিত্র-৩)**

চিত্র-৩: ইকো টয়লেট নকসা

- মলত্যাগের জন্য দুটি চেম্বার থাকে দু'টি চেম্বারের মাঝখান শৌচকার্যের ব্যবস্থা রয়েছে এবং শৌচকার্যের ব্যবহৃত পানি একটি Out let দিয়ে টয়লেট এর বাহিরে Evaporation bed এ চলে যায় এবং সূর্যালোকে শুকিয়ে যায়।
- মলত্যাগের সময়ই প্রস্রাব আলাদা হয়ে যায় এবং একটি Out let দিয়ে বাহিরে সংরক্ষিত পাত্রে জমা হয়।
- প্রতিবার পায়খানা করার পর ২/৩ কাপ ছাই মলের উপর দিতে হয়।
- একটি মলত্যাগের চেম্বার ছয়মাস ব্যবহার করে বন্ধ করে দিয়ে অপর চেম্বারটি ব্যবহার শুরু করতে হয় এবং একইভাবে অপরটি ছয়মাস ব্যবহার করে বন্ধ করে দিয়ে প্রথম চেম্বার ব্যবহার শুরু করতে হয় এবং এ সময়ে প্রথম চেম্বারের মল সারে পরিণত হয়। এই ব্যবস্থা চক্রাকারে চলমান থাকে।
- মল, প্রস্রাব এবং শৌচকার্যের পানি কোনভাবেই একটির সাথে অপরটি মিশতে পারে না।

খ) **ইকোটয়লেট এর সুবিধাঃ**

মানব বর্জ্যকে জৈব সার হিসাবে ব্যবহারের মাধ্যমে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও পানি দূষণের হাত হতে রক্ষা করা যায় যা পিট ল্যাট্রিন এর মাধ্যমে পুরোপুরি সম্ভব নয়। এর ফলে সার্বিকভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

চিত্র-৩: ইকো টয়লেট এর মূল কাঠামো

ইকোটয়লেট এর বিশেষত্ব :

- পরিবেশ বান্ধব
- স্বাস্থ্য সম্মত
- দীর্ঘস্থায়ী
- দুর্গন্ধমুক্ত
- মল ও মূত্র সার হিসেবে জমিতে ব্যবহার যোগ্য
- জমির উর্বরতা বৃদ্ধি সহায়ক
- পানি সাশ্রয়ী
- মাছি ও জীবাণুমুক্ত
- সম্পদের অপচয় নয়, সম্পদের পুন:ব্যবহার (Reuse/Recycle)

গ) পরিবেশ বান্ধব টয়লেট বা ইকোটয়েলেট হচ্ছে প্রচলিত স্যানিটেশন ব্যবস্থা থেকে ভিন্নতর একটি প্রযুক্তি যার বর্ণনা নিম্নরূপ :

১) **প্রথমত:** যারা ইকোটয়েলেট ব্যবহার করছেন তারা মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ বান্ধব (Ecosystem) পদ্ধতি গ্রহণ করছেন। এক্ষেত্রে মানব মল ও প্রস্রাবকে মূল্যবান সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করা হয়- যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মাটির উর্বরতা শক্তি ফিরিয়ে আনা এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা (চিত্র-৫)।

চিত্র-৫: Ecological sanitation turns waste into a resource.

২) **দ্বিতীয়ত:** ইকোটয়েলেট মানব বর্জ্যের জীবানু ধ্বংস করে এবং এর ফলে জীবানুমুক্ত মানব বর্জ্যকে সহজেই সম্পদ হিসাবে পুন:ব্যবহার করা যায়, যা কিনা সনাতনী স্যানিটেশন ব্যবস্থায় সম্ভব নয়।

৩) **তৃতীয়ত:** ইকোটয়লেটে খুবই স্বল্প পরিমান পানির প্রয়োজন বিধায় ইহা পানি সাশ্রয়ী এবং পানি স্বল্প এলাকার জন্য টেকসই একটি প্রযুক্তি।

৪) **চতুর্থত:** ইকোটয়লেট প্রচলিত টয়লেট ব্যবস্থার চেয়ে কম খরচে উন্নত সেবা প্রদানে সক্ষম বিধায় তা উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের জন্য সমানভাবে গ্রহণযোগ্য।

ঘ) **সার হিসাবে মানব বর্জ্যের গুনাগুণ :**

মানুষের প্রস্রাব হচ্ছে একটি নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ সার যাতে রয়েছে প্রচুর পরিমানে নাইট্রোজেন এবং ইহা প্রচলিত ইউরিয়া সারের ন্যায় কার্যকরী। প্রতি লিটার প্রস্রাবে রয়েছে ১-৩ গ্রাম পরিমাণ নাইট্রোজেন । প্রস্রাবে আরো রয়েছে পটাশিয়াম এবং ফসফরাস। একজন মানুষ দৈনিক প্রায় ১২০০-১৫০০ গ্রাম পরিমাণ প্রস্রাব নির্গত করে যার সাহায্যে এক বর্গমিটার পরিমাণ জমির ইউরিয়া সারের চাহিদা পুরণ করা সম্ভব।

অপরদিকে মানব মলে রয়েছে ফসফরাস, পটাশিয়াম এবং জৈব পদার্থ। মানব মল মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি এবং পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। মানব মল এবং প্রস্রাব একে অপরের পরিপূরক এবং একসাথে ব্যবহারের ফলে অতিরিক্ত কোন সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ মানব মল এবং মুত্রকে সার হিসাবে জমিতে ব্যবহার করে আশানুরূপ উৎপাদন পেয়েছে । এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত রাসায়নিক সারের চেয়ে উৎপাদন বেশী পাওয়া গেছে ।

ঙ) **ইকোটয়লেট কার্যক্রম পরিচালনা:**

ইকোটয়লেট প্রকল্পভূক্ত ৬ টি গ্রামে কয়েকটি গবেষণা জরিপ পরিচালনা করা হয়। এর পাশাপাশি গবেষণা কার্যক্রম, মাঠ দিবস উদ্‌যাপন, মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রমের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

চিত্র-৭: জরিপ কার্যক্রম

চিত্র-৮: মানব বর্জ্য দিয়ে উৎপাদন সবজি

চিত্র-৯: কৃষক দিবস

চিত্র-১০: মলের চেম্বারে মানব মল সার পর্যবেক্ষণ

চ) ইকোটয়লেট - এর সুফল:

চিত্র-১১: ইকোটয়লেট উৎপাদিত দুর্গন্ধ ও জীবানুমুক্ত জৈব সার

১) **পরিছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি :**

ইকোটয়লেট প্রচলিত পিট টয়লেট বা রিং টয়লেট এর চেয়ে অনেক বেশী পরিবেশ বান্ধব। ইকোটয়লেট থেকে উৎপাদিত মানব বর্জ্য জৈব সার তথা প্রক্রিয়াজাত মানব মল এবং মুত্র যেহেতু সার হিসাবে জমিতে ব্যবহার করা হয় সে জন্য মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কোন প্রয়োজন হয় না। রিং টয়লেট বা পিট টয়লেটের ন্যায় বর্জ্য চুইয়ে বাহিরের পরিবেশ দূষণের কোন সুযোগ নেই। ইকোটয়লেট সম্পূর্ণ দুর্গন্ধ ও জীবানু মুক্ত। প্রচলিত রিং টয়লেট ভূগর্ভস্থ ও নিকটবর্তী জলাশয়ের পানি দূষিত করে, কিন্তু ইকোটয়লেট এর মাধ্যমে কোন প্রকার পানি দূষণের কোন সুযোগ নেই। সুতরাং ইকোটয়লেট পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম।

চিত্র-১২: কৃষক সব্জি খেতে প্রস্রাব ব্যবহার করছেন

২) **সার হিসাবে মানব মলের ব্যবহার (চিত্র:-১২) :**

ইকোটয়লেট টেকসই স্যানিটিশন ব্যবস্থা, খাদ্য নিরাপত্তা, জমির উর্বরতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। গ্রামীণ মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় একটি বড় ধরণের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী সাধারণত: মল ও মুত্রকে ঘৃণা করে থাকে এবং একে জমিতে পুন: ব্যবহারের বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে চায় না কিন্তু ইকোটয়লেট উৎপাদিত জীবানু ও দুর্গন্ধযুক্ত মানব মল সার মানুষের নিকট সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে এবং ইকোটয়লেট ব্যবহারকারী সকল কৃষক অত্যন্ত আগ্রহের সহিত নিজ নিজ কৃষি জমিতে ব্যবহার করছে। এর ফলে কৃষকের জমির উর্বরতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবারের মহিলা, শিশুদের টয়লেট ব্যবহারে নিরাপত্তা বিধানে সক্ষম বিধায় টয়লেট বাসগৃহের সংলগ্ন বা খুব নিকটে নির্মাণ করা যায়। ইকোটয়লেট বাংলাদেশের গ্রামীণ গোষ্ঠীর স্যানিটেশন সমস্যা সমাধানে একটি অতি প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

চিত্র-১৩: কৃষক মলের চেম্বার থেকে মানব মল জৈব সার সংগ্রহ করছেন

৩) **সহজলভ্য জৈব সার :**

ইকোটয়লেট ব্যবহারের ফলে কৃষরা বর্তমানে উন্নতমানের জৈব সংগ্রহ করতে পারছেন। কৃষকরা ইকোটয়লেট উৎপাদিত মানব মলকে জৈব সার হিসাবে এবং মুত্রকে ইউরিয়া সার হিসেবে বিভিন্ন ফসলে ব্যবহার করছেন এবং ভাল উৎপাদনও পাচ্ছেন। অধিকাংশ কৃষকই তাদের রাসায়নিক সার ব্যবহার কমে আসছে বলে জানিয়েছেন এবং ইকোটয়লেট উৎপাদিত সার ব্যবহারে রাসায়নিক সারের চেয়ে উৎপাদন বেড়েছে বলে জানিয়েছেন। আবার কোন কোন কৃষক মানব মুত্রকে কীটনাশক হিসেবে ব্যবহার করে ভাল ফলাফল পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

চিত্র-১৪: কৃষক ধানি জমিতে প্রস্রাব ব্যবহার করছেন

কৃষকদের ভাষ্য অনুযায়ী ৬-৮ জন পরিবারের সদস্য সম্বলিত একটি ইকোটয়লেট থেকে ১৪০-১৫০ কেজি মল সার উৎপাদিত হয়। সারা দেশে ইকোটয়লেট বাস্তবায়ন করলে রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণ ৪০% কমে আসবে বলে ধারণা করা যায়।

ইকোটয়লেট উৎপাদিত উৎপাদিত জৈব সার ব্যবহারে কৃষকরা যে সকল উপকার পাচ্ছেন তা হলোঃ

১. জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি
২. পানি কম লাগে
৩. উৎপাদন বৃদ্ধি
৪. আগাম ফলন
৫. রাসায়নিক সারের ব্যবহার কম
৬. মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি
৭. প্রস্রাবকে কীটনাশক হিসেবে ব্যবহার
৮. বাড়তি আয়।

৪) **সহজ মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা :**

ইকোটয়লেট ব্যবহারের ফলে কৃষকরা সহজেই মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করতে পারছেন। সনাতনী রিং টয়লেট ব্যবহারের ফলে মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় যে সমস্যা দেখা দেয় তা ইকোটয়লেট এর মাধ্যমে সহজেই ব্যবস্থাপনা করা যায় এবং এ জন্য কৃষকের কোন প্রকার বাড়তি খরচেরও প্রয়োজন হয় না। প্রতিটি কৃষক পরিবার নিজেরাই এ সকল সার ইকোটয়লেট থেকে সংগ্রহ করে জমিতে সরবরাহ করেন।

চিত্র-১৫: জমিতে মানব মল সারের ব্যবহার

বাড়তি আয় : ইকোটয়লেট ব্যবহার করে ০৮-১০ জনের সদস্য সম্বলিত কৃষক পরিবার বৎসরে প্রায় ৩০০ কেজি মানব মল জৈব সার সংগ্রহ করতে পারেন, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩০০০ টাকা। অপরদিকে একটি একক পরিবারের সংগৃহীত প্রস্রাব সার হিসাবে কৃষিতে ব্যবহারের ফলে ৫০ কেজি পরিমাণ রাসায়নিক সারের চাহিদা পূরণ সম্ভব। তাই ইকোটয়লেট-কে গ্রামীণ ভূমিহীন পরিবারের একটি বাড়তি আয়ের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৫) দেশের সারের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান :

ইকোটয়লেট ব্যবহারকারী কৃষকরা জানিয়েছেন সারা বাংলাদেশে যদি ইকোটয়লেট ছড়িয়ে দেয়া যায় তাহলে মোট সারের চাহিদার ৪০% পূরণে সক্ষম। কুমিল্লা অঞ্চলের কৃষি মেলায় (২০০৮ সালে) ইকোটয়লেট উৎপাদিত মানব মল সারকে পরীক্ষামূলকভাবে বিক্রির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এতে দেখা যায় ১০ টাকা কেজি দরে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে ৫০ কেজি সার বিক্রি হয়ে যায় এবং এ সারের প্রতি মানুষের খুবই আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় । অনেকে ৪০/৫০ কেজির চাহিদা দিয়েছিলেন কিন্তু কৃষকরা বিক্রি করতে রাজী হয় নাই। এসব তারা নিজেদের জমিতে ব্যবহার করছেন।

চিত্র-১৬: কৃষি মেলায় মানব মল সার বিক্রি

বাংলাদেশের প্রায় ১৪ কোটি জনগোষ্ঠী যদি ইকোটয়লেট ব্যবহার করে তাহলে মানব মল এবং প্রস্রাব থেকে যে পরিমাণ সার উৎপাদিত হবে তার একটি চিত্র তুলে ধরা হল।

মানব মল ও প্রস্রাব থেকে বাংলাদেশে আনুমানিক সার উৎপাদনঃ

From Urine (ton/year)	In Urine (g/l)	From Faeces (ton/year)	In Faeces (g/kg)
Urea , 77000	N= 1.27	Urea= 17000	N= 4.0
TSP, 10000	P= 0.07	TSP= 50000	P = 5.6
MP, 34000,	K= 0.61	Mp = 60000	K= 22.92

৬) খাদ্য নিরাপত্তা :

ইকোটয়লেট পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কৃষকরা ইকোটয়লেট উৎপাদিত সার ব্যবহার করে (মানব মল ও প্রস্রাব) ভাল উৎপাদন পাচ্ছেন, তাদের রাসায়নিক সারের চাহিদা কমে আসছে ফলে জমির উর্বরতা শক্তিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়টি সংহত হচ্ছে।

৭) চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস:

ইকোটয়লেট ব্যবহারের ফলে পরিবারের চিকিৎসা ব্যয় কমে আসছে বলেও জানিয়েছেন কৃষকরা। কারন ইকোটয়লেট দুর্গন্ধ ও জীবানুমুক্ত বিধায় এর মাধ্যমে রোগব্যধি ছড়ানোর সম্ভাবনা খুবই কম।

উপসংহার :

বাংলাদেশে মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি বড় ধরনের সমস্যা। বর্তমান স্যানিটেশন ব্যবস্থায় মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঠিক কোন নির্দেশনা নেই। অন্যদিকে বর্তমান স্যানিটেশন ব্যবস্থায় পরিবেশ দূষণ, পানি দূষণ, স্থানের সমস্যা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। বন্যার সময় মানব বর্জ্য পানির সাথে মিশে একাকার হয়ে যায় যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দেয়। প্রতি বৎসর আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ শিশু ও নারী পুরুষ পানি বাহিত রোগ বিশেষ করে কলেরা এবং ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয় এবং অনেকে মারা যায়।

অপরদিকে বাংলাদেশে কৃষিতে জমিতে প্রতিনিয়ত রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা শক্তি এবং উৎপাদন কমে আসছে। আমাদের দেশে জৈব যোগানোর উৎসও কমে আসছে। বার্ড কর্তৃক উদ্ভাবিত ইকোটয়লেট কার্যক্রম বর্তমানে বিভিন্ন NGO কর্তৃক দেশের জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশে টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ইকোটয়লেটকে একটি বড় ধরনের পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

বার্ড কর্তৃক পরিচালিত ইকোটয়লেট কার্যক্রম ইতোমধ্যে সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে এবং এর স্বীকৃতি স্বরূপ একার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রকল্পের টীম লিডার ড. মাসুদুল হক চৌধুরী, পরিচালক, বার্ডকে রোটারী ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ RID 280 Gold Medal Award 2010-2011 এ ভূষিত করে। তিনি বিগত ১৬ই এপ্রিল ২০১১ ইং তারিখ মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব জিল্লুর রহমান এর নিকট থেকে এ পদক গ্রহণ করেন।

৩.২ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) মডেল:

৩.২.১. ভূমিকা:

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরবর্তী দু-দশকে গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলা- এ তিন পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন, সংগঠন সৃষ্টি ও তার ব্যবহারে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। বলাবাহুল্য গ্রামীণ সংগঠন সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ জাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিবর্তনের ধারা অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে সরকারের জাতিগঠনমূলক বিভাগসমূহের পাশাপাশি বেশ কিছু বিদেশী সাহায্য-নির্ভর দেশীয় বেসরকারী সংস্থা এবং বিদেশী সংস্থাসমূহ পল্লী এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সম্প্রসারণ কর্মীগণ এক ধরনের সমন্বয়হীন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সংগঠন, দল ও সুফলভোগী সৃষ্টি করছে। ফলে বর্তমানে গ্রামবাসীরা উৎপাদন ও আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য নিজস্ব সম্পদ আহরণ ও ক্ষমতার সদ্ব্যবহার না করে দিন দিন সরকারী ও বেসরকারী সাহায্যের মুখাপেক্ষী হচ্ছে। তাছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম সংগঠন বা দলসমূহ তাদের সকল শক্তি ও সামর্থকে একত্রিত করে বৃহত্তর কোন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারছে না। অন্যদিকে, পল্লী উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ খাতে সরকারী ব্যয় দিন দিন বাড়ছে। সরকারের বিভিন্ন সময়ে ঋণ মওকুফের ঘোষণা দিতে হচ্ছে এবং বহুবিধ উন্নয়ন কর্মসূচির দাবী মেটাতে হচ্ছে।

উল্লিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বার্ড ভূমিহীন, শ্রমিক, বিত্তহীন ও দুঃস্থ লোকদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্তির কথা স্মরণ রেখে এবং সেই সাথে গ্রামে সকল শ্রেণী ও পেশার লোকের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামো সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে পল্লী উন্নয়নে কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবনে গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা চালায়। যে কর্মসূচির মাধ্যমে সুশৃংখল পল্লী উন্নয়ন অবকাঠামো তৈরীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই নাম সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)। যা বর্তমানে পল্লী উন্নয়নের সফল মডেল হিসেবে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ৪টি সংস্থা যথাক্রমে বার্ড, আরডিএ, বিআরডিবি ও সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার ৬৬টি উপজেলায় ৪২৭৫টি গ্রামে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৩.২.২. কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রাম ভিত্তিক একক সমবায় সংগঠনের আওতায় গ্রামের ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী নির্বিশেষে সকল পেশা ও শ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা।

এ কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমুহ নিম্নরুপ :

১. একটি গ্রামে একটি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গঠন এবং সমিতিতে গ্রামের সকল পেশা ও শ্রেণীর লোকের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালনাসহ সমবায়ের সকল নীতির কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরী;

২. বস্তুনিষ্ঠ জরীপের মাধ্যমে প্রণীত গ্রাম তথ্য বইয়ের ভিত্তিতে গ্রামবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে সংশ্লিষ্ট গ্রামের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অংশগ্রহণভিত্তিক বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ;

৩. প্রতিটি সমিতির নিজস্ব প্রশিক্ষিত বিষয় ভিত্তিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মী সৃজন এবং তাদের মাধ্যমে সরকারী সেবা দৃশ্যযোগ্য ভাবে গ্রামে পৌঁছানো নিশ্চিত করা। গ্রাম সংগঠনের প্রশিক্ষিত প্রতিশ্রুতিশীল বিষয় ভিত্তিক গ্রাম কর্মীগণ সরকারী সম্প্রসারণ কর্মীর পাশাপাশি সেবা সরবরাহের একটি পরিপূরক পরিকাঠামো তৈরী করবে। অপরদিকে গ্রাম ভিত্তিক এসব সমিতিকে বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক বিভাগ স্ব-স্ব বিভাগীয় সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্লাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করবে; ইউনিয়ন পরিষদের বিরাজমান প্রশাসনিক কাঠামো ও বিভিন্ন বিভাগের কর্মরত লোকবলের সম্মিলিত সেবা গ্রামে পৌঁছানো নিশ্চিত করা;

৪. ইউনিয়ন পরিষদের বিরাজমান প্রশাসনিক কাঠামো ও বিভিন্ন বিভাগের কর্মরত লোকবলের সম্মিলিত সেবা গ্রামে পৌঁছানো নিশ্চিত করা;

৫. কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, পরিবার কল্যাণ, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী ও পশু পালন প্রভৃতিসহ গ্রামবাসীদের নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী যে কোন দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে নিরন্তর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রামে দক্ষমানব সম্পদ উন্নয়ন এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন ও নেতৃত্বের বিকাশ সাধন;

৬. স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার, নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগ এবং সরকারী ও বেসরকারী অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় গ্রামকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠা এবং

৭. সর্বোপরি একটি কার্যকর 'বটম আপ প্লানিং' এর অবকাঠামো সৃজনের লক্ষ্যে গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনাকে পর্যায়ক্রমে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় সাধন।

৩.২.৩. সিভিডিপি'র উপাদানসমূহ:

প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ :

ঋণ নয়, প্রশিক্ষণই সিভিডিপি সমিতির মূলনীতি। প্রশিক্ষণ যে কোন ব্যক্তির জ্ঞান বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরে সাহায্য করে। ফলে প্রশিক্ষণ শেষে তার দৃষ্টি-ভঙ্গিগত ও মানসিক পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠে। সে সাথে কার্যকর উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংগঠনের লক্ষ্যে অর্জনে সদস্যদের অনুপ্রাণিত করে। এভাবে গ্রামভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠন ও তার প্রসারে প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে। ষাটের দশকে ডঃ আখতার হামিদ খাঁন এক মার্কিন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন সমবায় মানে হ'ল "..... training, training and training" (রহমান, ২০০৮)। স্বাভাবিকভাবেই সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ফলে সমবায়ীদের সার্বিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে ও প্রযুক্তি হস্তান্তরে প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি-২য় পর্যায়ে প্রশিক্ষণের মেয়াদকালের ভিত্তিতে ০৩ ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। যথাঃ

ক) অবহিতকরণ কোর্স (০১ দিনের)

খ) বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স (০৩ দিনের)

গ) ট্রেড ভিত্তিক আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কোর্স (২১ দিনের)

স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণে সমবায় ব্যবস্থাপনা ও হিসাব রক্ষণ, হাঁস-মুরগী ও গরু ছাগল পালন, মৎস্য চাষ, শাকসবজি উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। অপরপক্ষে দীর্ঘমেয়াদী তথা আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণে সেলাই প্রশিক্ষণ, ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়ারিং, বেসিক ইলেক্ট্রনিক্স (মোবাইল, রেডিও, টেলিভিশন মেরামত), প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিং, সৌরশক্তি ইত্যাদি বিষয়ে ২১ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এসব প্রশিক্ষণে আরডিএ (বগুড়া), কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বার্ড (কুমিল্লা), বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (গোপালগঞ্জ), বিআরডিটিআই, সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ এ ধরনের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। সময়ের চাহিদা মেটাতে প্রশিক্ষণের মেয়াদ ও বিষয়বস্তুতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োজন হতে পারে। উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে সমিতির দরিদ্র সদস্যদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে উপজেলা পর্যায়ে জাতিগঠনমূলক দপ্তর ও বিশেষায়িত কোন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সর্বাত্মক সহায়তা গ্রহণ করা হবে।

উন্মুক্ত সদস্যপদ :

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতিতে সকলেই সদস্য হতে পারে। আঠার ও তদুর্ধ বয়সের সকলের পূর্ণাঙ্গ সদস্য পদ পাবার সুযোগ রয়েছে। তারা সমবায় আইন অনুযায়ী কমপক্ষে একটি শেয়ার ক্রয় করে সমিতির মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। শুধু তা-ই নয়, ৬ বছরের উর্ধ্বে ও ১৮ বছরের নিচে যে কোন বয়সের কিশোর-কিশোরী সহযোগী সদস্য পদ পেতে পারেন। তাদেরকে ক্ষুদে সদস্যও বলা হয়। তারা কোন শেয়ার ক্রয় করতে পারে না, ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে না। তবে পূর্ণাঙ্গ সদস্যদের মত নিয়মিত সঞ্চয় করতে পারে। এ সকল ক্ষুদে সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব তৈরী হয় ও ধীরে ধীরে নেতৃত্ব গড়ে উঠে।

প্রশিক্ষিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মী :

একটি প্রশিক্ষিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মীদল উন্নয়ন প্রকল্পের লক্ষ্যে অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সংগঠিত সমিতিসমূহে বিষয়ভিত্তিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মী তৈরী করা হবে। যেমন-কৃষি উন্নয়ন কর্মী, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কর্মী, পরিবার পরিকল্পনা কর্মী, মৎস্য উন্নয়ন কর্মী, প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্মী প্রভৃতি। তারা প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে গ্রামবাসীদের পরামর্শ দিবে ও স্ব-কর্মে নিয়োজিত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। তাদের অন্যতম আর একটি কাজ হল সরকারের উপজেলা বিশেষ করে ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে সংযোগ রক্ষা করা ও গ্রামবাসীদের সেবা পৌঁছানোর প্রণোদনা দেয়া। সাধারণত তারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এ দায়িত্ব পালন করেন। তবে কোন কোন সমিতি নিজস্ব তহবিল থেকে তাদের সম্মানী ভাতা প্রদান করতে পারে।

মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ :

প্রকল্পের আওতাভুক্ত সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতিগুলো নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখে। তাই সমিতিগুলোকে পুঁজি গঠনের উপর সবিশেষ জোর দিতে হবে। তাদের দীক্ষা দিতে হবে এই বলে যে, ''আমরা ঋণমুখী বা রিলিফমুখী না হয়ে কর্মমুখী হবো।'' এ মূলধন বিনিয়োগ করা হবে সমিতির নিজস্ব প্রকল্পে অথবা সদস্যদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে। এ থেকে অর্জিত আয় পুনর্বিনিয়োগ করা হবে এবং বছর শেষে মুনাফা নিরূপিত হবে। বিনিয়োগ ও আয়বৃদ্ধিমূলক উল্লেখযোগ্য খাতসমূহ হলঃ গবাদি প্রাণী ও হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন, আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ, গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন এবং অন্যান্য কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি ক্রয়, রিক্সা/ভ্যান ক্রয়, ক্ষুদ্র ব্যবসা; মজুদ ব্যবসা; উদ্যান নার্সারী স্থাপন, মাশরুম চাষ, সেলাই ও ব্লক-বাটিক, রেডিও, টেলিভিশন ও মোবাইল মেরামত, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির দোকান, ডেকোরেটর, কুটির শিল্প প্রভৃতি।

ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম :

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গঠিত সমবায় সমিতিগুলো একটি অর্থনৈতিক সংগঠন। তাই সিভিডিপিতে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সমিতির সংগৃহীত নিজস্ব পুঁজি থেকে ঋণ বিতরণকে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করে। সাধারণভাবে বাইরের উৎস থেকে সিভিডিপি সমিতিগুলো ঋণ গ্রহণ করবে না।

সিভিডিপি ঋণের বৈশিষ্ট্য :

(ক) সহজ শর্তে সদস্যদের চাহিদা মোতাবেক নিজস্ব তহবিল হতে ঋণ প্রদান;

(খ) ঋণ বিতরণ ও আদায়ে সমিতির কর্তৃত্ব বা ক্ষমতায়ন;

(গ) ঋণের সার্ভিস চার্জ মুনাফা আকারে সমিতির হিসাবে জমা হওয়া ও বছর অন্তে এর লভ্যাংশ সদস্যরা ভোগ করবে;

(ঘ) গ্রামের সম্পদ শহরে স্থানান্তর রোধ হবে; এবং

(ঙ) গ্রাম্য ঋণ মহাজন ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের চড়া সুদে ঋণের চক্র থেকে গ্রামবাসীদের বের করার সক্ষমতা। সর্বোপরি দীর্ঘমেয়াদে বাইরের উৎসের উপর ঋণ নির্ভরশীলতা শূণ্যের কোঠায় নিয়ে আসা।

স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন :

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি 'Community driven' এ্যাপ্রোচে কাজ করে থাকে। সেজন্য এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত সমবায় সংগঠনের সদস্যদের ভাবনা-চিন্তা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব দেয়া হয়। ধারণা করা হয় যে, সদস্যরাই হল উন্নয়নের প্রকৃত মালিক ও অংশীদার। সিভিডিপি'র মৌলিকত্ব এখানেই। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতিগুলো বার্ষিক সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করে। এর দু'টো অংশ-একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (budgetory/economic plan) ও অপরটি গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা (village development plan)। প্রথম আর্থিক পরিকল্পনার আওতায় সমিতির আয়-ব্যয়, বাজেট ও আয়বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানমূলক দিক আলোকপাত করে। আর গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রামের সকল কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এসকল পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। এভাবে ক্রমে ক্রমে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতিগুলো নিজেদের ও গ্রামের সামগ্রিক উন্নয়নের ইতিবাচক পরিবেশ তৈরী করে।

সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম :

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচির একটি অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হ'ল সদস্যদের আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জনের সাথে সাথে সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির মাধ্যমে যে সকল সমাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হবে তা নিম্নরূপ:

ক) **কৃষি উন্নয়ন:** সমবায় সমিতি সংশ্লিষ্ট গ্রাম উন্নয়নকর্মী কৃষি ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/উদ্যোক্তা সংস্থা/ কেন্দ্রীয় সংস্থা/অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে কৃষি কাজ করার জন্য সমিতির সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সদস্যরা যাতে ধান, শাক-সবজি বা অন্য যে কোন ফসল উৎপাদনের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে পারে সে ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হবে।

খ) **হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু পালন:** সমবায় সমিতি মাধ্যমে সদস্যদের গবাদি পশু উন্নয়নের জন্য কৃত্রিম প্রজনন ও উন্নত জাতের হাঁস-মুরগি পালনে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্মী উদ্যোক্তা সংস্থা, উপজেলা ও জেলা পশু সম্পদ বিভাগের সহায়তায় কৃত্রিম প্রজনন ও নিয়মিতভাবে টীকা ইনজেকশন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

গ) **মৎস্য চাষ:** সমবায় সমিতি যৌথভাবে সমিতিভুক্ত এলাকার পুকুরগুলোতে উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষের ব্যবস্থা নিতে পারে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্মী উপজেলা ও জেলা মৎস্য বিভাগের সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিবে।

ঘ) **পরিবার পরিকল্পনা:** সমবায় সমিতিভুক্ত এলাকায় জনসংখ্যা সীমিত রাখা ও জনবলের সঠিক ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সমিতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সরকারী/বেসরকারী ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সাথে সমন্বয়ের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট গ্রাম উন্নয়ন কর্মীকে পরিবার পরিকল্পনা সেবাসমূহ সদস্যদের মাঝে নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিতে হবে।

ঙ) **শিক্ষা কার্যক্রম:** সমবায় সমিতি উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সদস্যদের কিংবা অভিভাবকদের ছেলে মেয়েদের স্কুলে/মাদ্রাসায় প্রেরণ করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবে। সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্মী এ ব্যাপারে তৎপর থাকবেন। তাছাড়া সমিতিসমূহ প্রয়োজন অনুসারে নিজস্ব উদ্যোগে বেসরকারী স্কুল/প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

চ) **স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম:** সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতিকে সমিতি এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও জলাবদ্ধ/সেনিটারী পায়খানা ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। সমিতির সংশ্লিষ্ট কর্মী সরকারী বিভাগের সাথে যোগাযোগ স্থাপনপূর্বক সমিতি এলাকায় পানীয় জলের নলকূপ স্থাপনের উদ্যোগ নিবেন। সদস্যরা যাতে জলাবদ্ধ/সেনিটারী পায়খানা ব্যবহারে উৎসাহিত হয় সে লক্ষ্যে সমিতির পক্ষ থেকে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচিটি পরিচালনা করা যেতে পারে। প্রয়োজনে জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপনকল্পে সমিতি কর্তৃক রিং স্লাব তৈরী করে স্বল্পমূল্যে তা সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা যেতে পারে।

ছ) **সম্প্রসারিত টীকাদান কর্মসূচি:** সমবায় সমিতি/সংগঠনভূক্ত এলাকার শিশুদের প্রাণ সংহারক ৬টি রোগ থেকে মুক্তির জন্য সরকারী ইপিআই কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমিতি পর্যায় থেকে সদস্যগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সমিতির সংশ্লিষ্ট কর্মী ও সরকারী/বেসরকারী স্বাস্থ্য কর্মীগণ এ ব্যাপারে পুরুষ/মহিলাদের সাপ্তাহিক সভায় আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিবেন।

জ) **পরিবেশ উন্নয়ন ও সামাজিক বনায়ন:** পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকল্পে সদস্যদের বৃক্ষ রোপনে উৎসাহিত করার জন্য সমিতি পর্যায় থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্মী, সরকার/বেসরকারী বিভাগের সহায়তায় বৃক্ষরোপন কার্যক্রম পরিচালনা করতে সহযোগিতা করবেন।

ঝ) **নারী উন্নয়ন:** ক্ষমতায়নের মাধ্যমে মহিলাদের উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য সমিতি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিবে। সমিতি মহিলা কর্মীর মাধ্যমে নিম্নোক্ত উপায়ে মহিলাদের উন্নয়ন করতে পারে:

- পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদেরকে সংগঠিত করে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে অবস্থার উন্নয়ন করতে হবে।
- মহিলাদেরকে পরিবারের আয়বৃদ্ধিকারী সক্রিয় সদস্য হিসেবে পরিণত করার উদ্যোগ নিতে হবে।
- মহিলাদের আধুনিক ও উৎপাদনমুখী প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

উপর্যুক্ত উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যতিরেকে সমবায় সমিতি/সংগঠন তাদের পছন্দ কিংবা বিনিয়োগকারী/উদ্যোক্তার আগ্রহ অনুযায়ী যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে।

সমাজ কল্যাণমূলক কর্মকান্ডঃ

(ক) সমাজসেবামূলক কার্যক্রমঃ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি এলাকার অস্বচ্ছল পরিবারের ছেলে মেয়েদের বিবাহ প্রদান, দুঃস্থ সদস্যদের সাহায্য, গরীব ও মেধাবী ছেলেমেয়েদের বৃত্তি প্রদান এবং বিধবা নারীদের কল্যাণে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনে বিবাহ কল্যাণ তহবিল, দুঃস্থ কল্যাণ তহবিল, বৃত্তি প্রদান তহবিল ইত্যাদি গঠন করা যেতে পারে।

(খ) শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষাঃ প্রতিটি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি এলাকার আইন শৃংখলা রক্ষা ও চুরি ডাকাতি রোধকল্পে কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবক গ্রুপ কিংবা ভিফেন্স পার্টি গঠন করতে পারে। যারা ইউনিয়ন পরিষদের চৌকিদারের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এলাকার শান্তি বজায় রাখার লক্ষ্যে কাজ করবে।

(গ) অবকাঠামো সংস্কার ও সংরক্ষণঃ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি এলাকার রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট সংস্কার ও মেরামত, জঙ্গল, ঝোপ-ঝাড়, খাল-বিল, হাওড় ও হাজামাজা পুকুর পরিস্কারকরণের লক্ষ্যে প্রয়াস ও অভিযান পরিচালনা করতে পারে।

(ঘ) সামাজিক অনাচার প্রতিরোধঃ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি এলাকায় ধূমপান বিরোধ অভিযান, যৌতুক প্রথা রোধ, বহু বিবাহ, অনভিপ্রেত তালাক ও বাল্যবিবাহ রোধ, ইভটিজিং রোধ, গণশিক্ষা কার্যক্রম, নারী ও শিশু নির্যাতন রোধকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও অভিযান পরিচালনা করবে।

(ঙ) ধর্মীয় ও সংস্কৃতিমূলক কর্মকান্ডঃ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি এলাকার যুবকদের নৈতিক চরিত্র গঠন, সাংগঠনিক শৃংখলাবোধ, সমবায়ী মূল্যবোধ সৃষ্টি ও তাদেরকে কর্মমুখী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করতে পারে। সমিতির অস্বচ্ছল সদস্য কিংবা তাঁদের পোষ্যদের মৃত্যু পরবর্তী সৎকারের দায়িত্বও সমিতি গ্রহণ করতে পারে।

(চ) বিরোধ নিষ্পত্তিঃ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি এলাকার ঝগড়া-বিবাদ, পারস্পরিক বিরোধ নিষ্পত্তি কল্পে বিচার/সালিশ কমিটি গঠন করে স্থানীয়ভাবে বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে পারে। যাতে কোনক্রমেই কোন সদস্য মামলা মোকাদ্দমায় জড়িয়ে না পড়ে।

মাসিক যৌথ সভা:

গ্রাম পর্যায়ে অনুষ্ঠিত মাসিক যৌথ ও ইউনিয়ন সমন্বয় সভা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচির অন্যতম একটি বাস্তবায়ন কৌশল। প্রতি মাসে ক্লাস্টারভিত্তিক ১টি করে সভা পর্যায়ক্রমে প্রতি সমিতিতে অনুষ্ঠিত হবে। এটি হবে একটি 'হোষ্ট' সমিতিতে। এখানে ক্লাস্টারভুক্ত ২০/২৫ টি সমবায় সমিতির ০৩ জন করে সমবায়ী একত্রিত হবে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, ওয়ার্ড সদস্য ও সরকারী বিভাগের উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করবেন। এভাবে সকল সমিতির যাবতীয় কর্মকান্ড পর্যালোচনা করা ও ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ তুলে ধরা হবে এবং সে সংগে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দেয়া হবে। এভাবে 'trial and error' এর মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করে ধীরে ধীরে সমিতিগুলো এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করবে। এখানে চিহ্নিত সমস্যা ও সম্ভাবনা আবার ইউনিয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভায় পর্যালোচনা করা হবে। অসমাধানযোগ্য ২/১টি ইস্যু উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে উত্থাপিত হতে পারে। এভাবে গ্রামকে উপজেলার সাথে কর্মসম্পর্কযুক্ত করা হবে । মাসিক যৌথ সভা হবে 'মাসিক মিলন মেলা'।

সহকারী প্রকল্প পরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত যৌথসভায় প্রথমেই একজন সভাপতি নির্বাচন করতে হবে। তারপর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর সভাকে দু'টি সেশনে ভাগ করে নিতে হবে। মাসিক যৌথ সভার কার্যক্রমকে অর্থবহ করার জন্য প্রথম সেশনে কয়েকটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। কমিটিগুলো হল:

১) পরিবার জরিপ দল; ২) ব্যবস্থাপনা জরিপ দল; ৩) হিসাব সংরক্ষণ দল; ৪) সামাজিক উন্নয়নমূলক দল; ৫) মা ও শিশু স্বাস্থ্য দল; ও ৬) সমস্যা ও সম্ভাবনা নিরুপণ দল। উপজেলা কমিটিগুলো সাধারণতঃ ১০-১৫ জন নিয়ে গঠিত হবে এবং প্রতিটি কমিটির একজন দলনেতা থাকবে। কমিটি গঠিত হওয়ার সাথে সাথে সভার কাজ শুরু হবে।

দ্বিতীয় সেশনে আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতিতে প্রতিটি কমিটিকে আলাদা আলাদাভাবে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তাদের বিশ্লেষণধর্মী সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন যৌথসভায় উপস্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে কারো কোন প্রশ্ন থাকলে তা উত্থাপন করতে হবে। সংক্ষিপ্ত মুক্ত আলোচনা শেষে যৌথসভায় আমন্ত্রিত অতিথিদের দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে সভা শেষ হবে।

যৌথ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ রেজুলেশন আকারে এক কপি করে প্রতি সমিতিতে পাঠাতে হবে। অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সহকারী প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক বরাবরে পাঠাতে হবে। পরবর্তী যৌথ সভায় পূর্ববর্তী যৌথ সভার সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথ ভাবে ফলোআপ করতে হবে।

৩.২.৪. কর্মসূচি বাস্তবায়নের কৌশল/নীতিসমুহ :

১) গ্রাম ভিত্তিক একক সমবায় সংগঠন তৈরী করা;

২) গ্রামের নারী-পুরুষ ও ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল জনগোষ্ঠীকে সংগঠনভুক্ত করা;

৩) স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিত করে তার পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করা;

৪) গ্রাম তথ্য বই প্রণয়ন ও তার ব্যবহার করা;

৫) নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সদস্যদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা তথা প্রযুক্তি হস্তান্তর করা;

৬) উপজেলা পর্যায়ের জাতিগঠনমূলক বিভাগসমূহের সাথে সমবায় সমিতির কর্ম-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা।

৭) সদস্যদের সংগৃহীত পুঁজির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা;

৮) সমিতির নিজস্ব পুঁজি থেকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সদস্যদের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;

৯) গ্রাম পর্যায়ে মাসিক যৌথ সভা আয়োজন করে বিভিন্ন সমিতির সদস্য, হোষ্ট সমিতির সদস্য, জনপ্রতিনিধি ও মাঠ পর্যায়ের কর্মরত সরকারী কর্মচারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সমিতির সবল-দুর্বল দিক তুলে ধরে সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন।

৩.৩ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) কর্তৃক উদ্ভাবিত মডেলসমূহ :

ভূগর্ভস্থ সেচ নালা :

বাংলাদেশে ৮০'র দশকের পূর্বে স্থাপনকৃত একটি ২ কিউসেক (২ লক্ষ লিটার প্রতি ঘন্টা) ক্ষমতা সম্পন্ন গভীর নলকূপের মাধ্যমে যেখানে মাত্র ৪০ একর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা সম্ভব ছিল; সেখানে আরডিএ উদ্ভাবিত ভূগর্ভস্থ সেচ নালার মাধ্যমে বোরো মৌসুমে একই ক্ষমতা সম্পন্ন গভীর নলকূপ দ্বারা ১৬৬ একর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। এ প্রযুক্তি গ্রহণের ফলে পানির অপচয় ৬০% থেকে ৫%-এ আনা সম্ভব হয়েছে পাশাপাশি দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা সাশ্রয় করা সম্ভব হচ্ছে।

কম খরচে গভীর নলকূপ ও বহুমুখী ব্যবহার :

দেশে প্রচলিত প্রযুক্তিতে ঘন্টায় ২ লক্ষ লিটার পানি উত্তোলন ক্ষমতাসম্পন্ন নলকূপ স্থাপন করতে গভীরতা অনুযায়ী ব্যয় হয় ১৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। গভীর নলকূপ স্থাপনার ব্যয় কমানো সম্ভব না হলে গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য গভীর নলকূপ কোন সুফল বয়ে আনতে পারবে না। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে গভীর নলকূপ বসানোর খরচ কমানোর জন্য বর্তমানে একাডেমি নিজস্ব প্রযুক্তি এবং দেশীয় মালামাল ব্যবহার করে গভীরতা ও পানি উত্তোলন ক্ষমতা অনুযায়ী ০.৬০ লক্ষ থেকে ৫.২৫ লক্ষ টাকায় একটি গভীর নলকূপ বসাতে সক্ষম হয়েছে।

আমাদের দেশে সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে শুধুমাত্র তিন মাস গভীর নলকূপ ব্যবহার হয়ে থাকে। একাডেমি এ গভীর নলকূপগুলিকে লাভজনক করার লক্ষ্যে এর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে বছরব্যাপী ব্যবহার নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। গভীর নলকূপের ব্যবহার কেবলমাত্র সেচের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এর পাশাপাশি ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ করে পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করে আসছে। এছাড়াও পানি বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কর্মকান্ডে ব্যবহারের মাধ্যমে গভীর নলকূপগুলির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের অধিকতর সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর একদিকে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে অপর দিকে তাঁদের জীবন জীবিকার মানোন্নয়নসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আর্সেনিক ও আয়রণমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ মডেল :

বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতির কারণে ভয়াবহ সমস্যার উদ্ভব হয়। এ সমস্যা মোকাবেলায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমির গবেষকবৃন্দ ১৯৯৮ সন থেকে আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহের উপর বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করে দুইটি পন্থা উদ্ভাবন করেছে (১) ভূ-গর্ভস্থ পানি পরীক্ষাকরণের মাধ্যমে আর্সেনিকমুক্ত স্তর প্রাপ্তিসাপেক্ষে গভীর নলকূপ স্থাপন করে আর্সেনিকমুক্ত পানি উত্তোলন এবং (২) যে সকল এলাকায় মাটির নীচে কোন আর্সেনিকমুক্ত পানির লেয়ারের সন্ধান না পাওয়া যায় সে সকল এলাকার জন্য স্বল্প ব্যয়ে পানি ফিল্ট্রেশন প্লান্ট স্থাপন করে আর্সেনিক ও আয়রণমুক্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। পানীয় জলের সমস্যা কবলিত এসকল এলাকায় নিরাপদ পানি পাওয়ায় গ্রামের মানুষ শহরের ন্যায় সুবিধা ভোগ করার সুযোগ পেয়েছে এবং পানি বাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব বহুলাংশে লোপ পেয়েছে ফলে গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

সুবার জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ মডেল :

সরকারের ভর্তুকী ব্যতিরেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় খাবার পানি সরবরাহ মডেল গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ মডেল দেশের ১২৬টি এলাকায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ২৫,২০০ পরিবারের মাঝে নিরবিচ্ছিন্নভাবে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ হচ্ছে। এছাড়াও দেশের দক্ষিণাঞ্চলের খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় ৮১টি ইউনিয়নের ৩৬টি গ্রামে প্রায় ১৮,০০০ পরিবারের মাঝে নিরবিচ্ছিন্ন মিঠা পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

শিল্প কারখানায় পানি সরবরাহের একাডেমি মডেল :

যমুনা নদীতে শুষ্ক মৌসুমে পানির স্বল্পতার কারণে ''যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেডে'' ইউরিয়া সার উৎপাদন ব্যহত হতো। সারা বছর নিরবিচ্ছিন্ন সার উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখার স্বার্থে আরডিএ, বগুড়া'র মাধ্যমে তৎকালীন সরকার অর্থাৎ বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সাতটি গভীর নলকূপসহ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (অটোমেটিক) এর মাধ্যমে ঘন্টায় ৭২০ মেঃ টন পানি পরিশোধনপূর্বক ইউরিয়া সার উৎপাদন ও খাবার পানির গ্রহণযোগ্য মানে সরবরাহের মাধ্যমে সারা বছর ইউরিয়া সার উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। উক্ত কাজ বিদেশিদের মাধ্যমে ৭২.০০ কোটি টাকায় করার কথা থাকলেও আরডিএ, বগুড়া দেশীয় প্রযুক্তিতে মাত্র ৩.২৫ কোটি টাকায় সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে।

কর্ণফুলি ইপিজেড, চট্টগ্রামে শিল্প কারখানাসমূহের পানির তীব্র সংকট নিরসনে সরকার বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে টাকা ৬১.০০ কোটি ব্যয় কর্ণফুলি নদীর পানি পরিশোধনপূর্বক ইপিজেড এলাকায় সরবরাহের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। আরডিএ, বগুড়া মাত্র ১৯.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে Reverse Osmosis প্রক্রিয়ায় কর্ণফুলির লবণাক্ত পানি পরিশোধন করে দৈনিক ২০ লক্ষ গ্যালন খাবার ও কারখানায় ব্যবহার উপযোগী মানে ২০০৮ইং সন হতে কর্ণফুলি ইপিজেড, চট্টগ্রাম এলাকায় সরবরাহ করে যাচ্ছে। প্রকল্পটি বর্তমানে সাফল্যজনকভাবে চলমান রয়েছে।

পরিবেশ বান্ধব চামড়া শিল্প নগরী স্থাপনের লক্ষ্যে অতি সম্প্রতি স্থানান্তরিত বিসিক চামড়া শিল্প নগরী সাভার এলাকায় আরডিএ, বগুড়া উক্ত ট্যানারী শিল্প নগরীতে ধলেশ্বরী নদী/ভূ-গর্ভস্থ পানি Pressurized পদ্ধতিতে (দেশে সর্বপ্রথম Overhead Tank ছাড়া) ঘন্টায় এক লক্ষ লিটার পানি (ট্যানারী ও খাবার পানি গুনগতমানে) সরবরাহ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্প আরডিএ'র প্রকৌশলীদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করায় প্রাক্কলিত ব্যয়ের মাত্র এক তৃতীয়াংশ ব্যয়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

কমিউনিটি বায়োগ্যাস মডেল :

দেশের জ্বালানী শক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানী শক্তির বিকল্প ব্যবহারের লক্ষ্যে কমিউনিটি ভিত্তিক বায়োগ্যাস মডেলের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বায়োগ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থ-সমাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছে। পাশাপাশি বায়োগ্যাস প্লান্টে ব্যবহৃত গোবর ও বর্জ্য থেকে উৎকৃষ্টমানের জৈব সার প্রস্তুত করে জমিতে ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির ফলে খাদ্য উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও পরিবেশ বান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হওয়ায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

বহুতল কৃষিতে প্রযুক্তি ও সৌর শক্তি নির্ভর সেচ প্রযুক্তি :

সৌরশক্তিকে সরাসরি ব্যবহারের মাধ্যমে দিনের বেলায় সেচ পাম্প চালু রেখে ১৬-২০ একর (প্রায় ৫০-৬০ বিঘা) জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব হয়েছে। এক মৌসুমে ধানের জমিতে ধান/ধান জাতীয় ফসলের উৎপাদন ব্যহত না করে একই সাথে একই জমিতে মাচায় লাউ চাষের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি অতিরিক্ত ১,১১,২৫০ টাকা আয় করা সম্ভব হয়েছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে খুব সহজেই ফসলের নিবিড়তাকে দুই-তিন গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এতে জমির অপচয় রোধসহ বেড পদ্ধতিতে ফসল চাষের ফলে উৎপাদনের উপকরণ সাশ্রয় করে অতিরিক্ত ১১%-১৪% উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

পল্লী ফসল ক্লিনিক (ফসলের ডাক্তার) :

দেশের কৃষকেরা রোগ-বালাই এবং পোকা মাকড়ের হাত থেকে গাছপালা ও ফসলকে রক্ষার জন্য একমাত্র উপায় হিসাবে বিষাক্ত রাসায়নিক বালাইনাশকের (Toxic Chemical Pesticide) উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঠিক পরামর্শের অভাবে অনুমান নির্ভর মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক বালাইনাশক বিষ ব্যবহার করেন পরিবেশ বিপর্যয়ের পাশাপাশি কৃষকের উৎপাদন ব্যয় বহুগুণে বেড়ে যায়। এ অবস্থা নিরসনে আরডিএ বগুড়া'র 'পল্লী ফসল ক্লিনিক' তথা ফসলের স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক স্থানীয় পরামর্শ কেন্দ্র কৃষকের মাঝে ফসলে স্বাস্থ্য তথ্য সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

গ্রামীণ নারীর বীজ ব্যবসা(ওয়াইজ মডেল) :

গ্রামীণ নারীদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বীজ সেক্টরে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে সুযোগ সৃষ্টি করে গ্রামীণ নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করতে আরডিএ বগুড়া'র গ্রামীণ নারীর বীজ ব্যবহার মডেল দেশের উত্তরাঞ্চলে কার্যকর অবদান রেখে যাচ্ছে।

পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ম্যাজিক পাইপ ও রেইজড বেড মডেল :

ম্যাজিক পাইপ ও রেইজড বেড পদ্ধতিতে চাষাবাদ দেশের জন্য একটি আধুনিক প্রযুক্তি। বাংলাদেশে ১ কেজি ধান উৎপাদনে ৩০০০-৪০০০ লিঃ সেচ পানি প্রয়োজন। সর্বমোট পানির ৯৭ ভাগ পানি সেচ কার্যে ব্যবহার হয় এবং মোট জমির শতকরা ৪৬ ভাগ সেচের আওতাভূক্ত। কিন্তু দেশের ৭৫ ভাগ সেচ ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীল। প্রতিবছর গভীর ও অগভীর নলকূপের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে প্রতিনিয়ত পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে। এ সকল নানা প্রতিকূলতা থেকে উত্তরণে ম্যাজিক পাইপ ও রেইজড বেড পদ্ধিতে চাষাবাদ প্রচলন বৃদ্ধি একাডেমি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে ধান চাষে ১০-৩০% পানি সাশ্রয় এবং ২১-২৭% সেচের খরচ কমানো সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও রেইজড বেড পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে ৪৩% সেচ পানি, ইউরিয়া সার ব্যবহার সাশ্রয়সহ ও ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি হ্রাসে এ মডেলে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

পল্লী জীবিকায়নে আরডিএ ঋণ মডেল :

দেশের পৌর এলাকায় সরকারীভাবে ভর্তূকী প্রদানের মাধ্যমে পানি সরবরাহ সম্ভব হলেও পল্লী এলাকায় সরকারীভাবে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর পানির বিল/চার্জ পরিশোধের ক্ষমতা/মানসিকতা নেই। এ লক্ষ্যে পল্লীর মানুষের জীবন জীবিকা উন্নয়নের জন্য আরডিএ উদ্ভাবিত পানির বহুমুখী ব্যবহার কর্মকান্ডের সাথে আরডিএ ঋণ কার্যক্রম একটি যুগপোযোগী পদক্ষেপ। গ্রামের মানুষের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণোত্তর সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে তাদের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও বাড়তি আয় নিশ্চিত হওয়ায় পানির বিল/চার্জ পরিশোধের ক্ষমতা ও মানসিকতার পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

৩.৪ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক উদ্ভাবিত মডেল :

লিংক মডেল-বিআরডিবি উদ্ভাবিত একটি পল্লী উন্নয়নের বিকল্প পন্থা। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ও জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা (জাইকা) এর সহায়তায় উদ্ভাবিত উন্নয়নের একটি মডেল হচ্ছে 'লিংক মডেল'।

লিংক মডেলের অনুসৃত কর্মকৌশল হচ্ছে :

উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামের মধ্যে রৈখিক (Vertical) যোগাযোগ এবং ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, গ্রাম কমিটির প্রতিনিধি, জাতি গঠনমূলক বিভাগ ও জনপ্রতিনিধিগণের মধ্যে সমান্তরাল (Horizontal) যোগাযোগ সৃষ্টি ও সমন্বয় সহ তথ্য প্রবাহ সৃষ্টি।

লিংক মডেলের প্রধান অংগসমূহ (Component of Link Model) :

১। ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি (ইউসিসি) এবং এর মাসিক সভা (ইউসিসিএম)। (ইউসিসিএম এ ইউনিয়নের সকল কর্মকান্ড আলোচিত হয়। ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, মেম্বার, ইউপি সচিব, ইউনিয়নে কর্মরত সকল জাতিগঠনমূলক বিভাগ, এনজিও প্রতিনিধি এবং গ্রাম কমিটির প্রতিনিধিগণ ইউসিসি'র সদস্য)।

২। সকল স্তরের জনগণকে নিয়ে গঠিত হয় গ্রাম কমিটি (জিসি)। জিসি প্রতিমাসে এর সভায় (জিসিএম) গ্রামের উন্নয়নে সকল বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জিসি সভাপতি/সেক্রেটারী ইউসিসিএম এ উপস্থিত থাকেন এবং গ্রামের প্রয়োজনীয় বিষয় তুলে ধরেন।

৩। ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউডিও মূল সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন।

মডেলের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য (Inherent objectives) :

(ক) সাংগঠনিক যোগাযোগ, সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় সুশাসন নিশ্চিত করণ।

(খ) সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীর মধ্যে অন্ত: ও বহির্মুখী যোগাযোগ সৃষ্টি ও জোরদারকরণ।

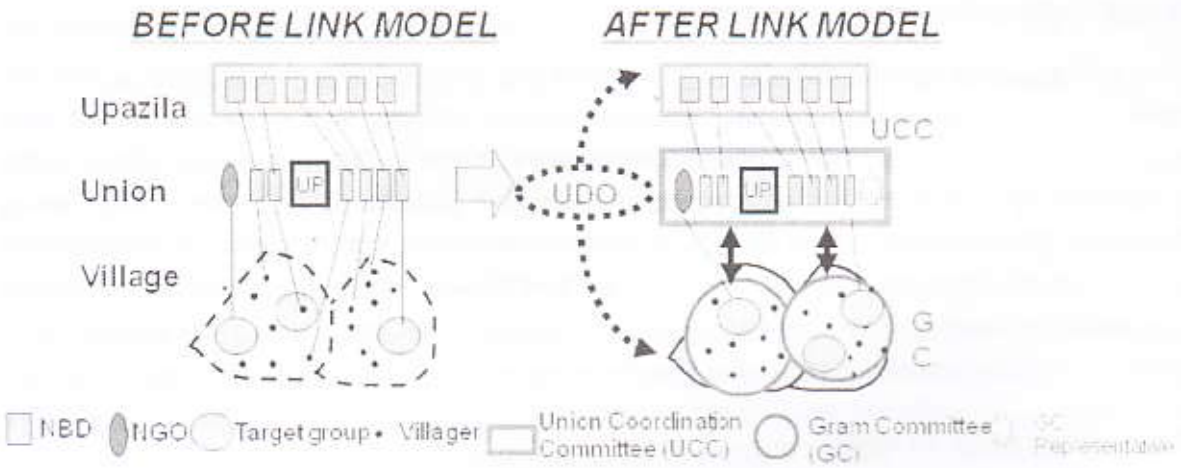

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক উদ্ভাবিত লিংক মডেল বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার ৮৫টি উপজেলার ২০০ টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের শুরু থেকে ২০১২-১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রকল্পের লক্ষ মাত্রার বিপরীতে কম্পোনেন্ট ভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্র: নং	অঙ্গসমূহ	টিএপিপিএর লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা ২০১২-১৩	অগ্রগতি ২০১২-১৩	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
০১.	জেলা কভারেজ	৬৪	-	-	৬৪
০২.	উপজেলা কভারেজ	৮৫	-	-	৮৫
০৩.	ইউনিয়ন কভারেজ	২০০	-	-	২০০
০৪.	ইউসিসি গঠন (সংখ্যা)	২০০	-	-	২০০
০৫.	ইউসিসিএম (সংখ্যা)	৫,৪০০	২,১০০	২,১২৭	৪,৬৭১
০৬.	জিসি গঠন (সংখ্যা)	১,১৩০	৪০০	৪০৮	১,১৪২
০৭.	জিসিএম(সংখ্যা)	২০,৩৮৩	১০,১০০	১১,১০২	২৭,৪৭৪
০৮.	প্রশিক্ষণ(সংখ্যা)	১,৮২,১৪০	৯০,০০০	১,২৮,২৭০	৩,০৯,৫৬৯
০৯.	নোটিশ বোর্ড (সংখ্যা)	-	-	-	-
১০.	বিল্ডিং (সংখ্যা)	-	-	-	-
১১.	জিসি স্কীম (সংখ্যা)	২,৮১০	৮২৮	৮২৯	২,৫৯৬

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
এবং এর অধীনস্থ
দপ্তর/সংস্থার ২০১২-১৩ সময়ের
কার্যক্রমের বিবরণ

৪. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা :

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের যেমন নিজস্ব উন্নয়ন কার্যক্রম রয়েছে তেমনি উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে আরো কয়েকটি সংস্থা। এগুলো হলো- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি); সমবায় অধিদপ্তর; বাংলাদেশ পল্লী একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), কোটালীপাড়া, পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন ও ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন। এছাড়া কিছু আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে, এগুলো হলো-বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, খাদিমনগর, সিলেট; বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ; নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নোয়াখালী; টাংগাইল পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টাংগাইল; বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কুমিল্লা; আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, মুক্তাগাছা; আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, মৌলভীবাজার; আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, ফেনী; আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, রংপুর; আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, খুলনা; আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর; আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, বরিশাল; আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নওগা এবং আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া। নিম্নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং তার অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের তথ্যভিত্তিক সচিত্র বিবরণ দেয়া হল:

৪.১ একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প:

ভূমিকা:

বর্তমান সরকার কর্তৃক ঘোষিত "দিন বদলের সনদ" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের অগ্রাধিকারভুক্ত নির্বাচনী অঙ্গীকারের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন অন্যতম। নির্বাচনী ইস্তেহার এবং রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনাসহ "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ার বিষয়ে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ অঙ্গীকারের আলোকে বর্তমান সরকার স্থানীয় সম্পদ, সময় ও মানবশক্তি/সত্ত্বার সর্বোত্তম ব্যবহার তথা জীবিকায়নের মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে "একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহন করেছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় ১০ লক্ষাধিক গরিব মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। তাদের আয়বৃদ্ধিসহ দারিদ্রামুক্তি ঘটতে শুরু করেছে।

অভীষ্ট জনগোষ্ঠী:

বাংলাদেশে সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠী এ প্রকল্পের মূল উপকারভোগী। ভূমিহীন অর্থাৎ শূন্য হতে সর্বোচ্চ ৫০ শতক জমির মালিক, চরাঞ্চল/অনগ্রসর এলাকায় সর্বোচ্চ ১.০০ একর জমির মালিক, সর্বোপরি দরিদ্র বলে সর্বজনস্বীকৃত মানুষকে এ প্রকল্পের আওতায় এনে তাদের জীবিকায়ন নিশ্চিতের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রধান লক্ষ্য। বর্তমানে ৬৪ জেলার ৪৮৩টি উপজেলার ১৯৩২টি ইউনিয়নের ১৭৩০০টি ওয়ার্ডে প্রতি সমিতিতে ৬০ জন সদস্য নিয়ে ১০ লক্ষ ৩৮ হাজার পরিবার সরাসরি এ প্রকল্পের আওতায় উপকৃত হচ্ছে। জুলাই ২০১৩ হতে ৪৮৫ টি উপজেলার ২৩১৩৯টি ওয়ার্ডে ২৩১৩৯ টি গ্রামের আরও ১৩ লক্ষ ৮৮ হাজার ৩৪০ টি পরিবারকে এ প্রকল্পের আওতায় আনার কার্যক্রম চলছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল গ্রামের ১ কোটি পরিবার অর্থাৎ কমবেশী ৫ কোটি দরিদ্র মানুষ এ প্রকল্পের প্রত্যক্ষ সুবিধার আওতায় আসবে। গ্রামের অনিবাসী আগ্রহী ভূমি মালিকরা উপদেষ্টা সদস্য হিসেবে (সর্বোচ্চ ০৩ জন) এবং গ্রামের পরোপকারী ও সমাজকর্মে আগ্রহী জনহিতৈষী ব্যক্তিবর্গ সম্মানিত সদস্য (সর্বোচ্চ ০৩ জন) হিসেবে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য হতে পারবেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলার দাড়িয়ারকূল গ্রাম উন্নয়ন সমিতির উপদেষ্টা সদস্যপদ গ্রহণ করেন।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

প্রাথমিক পর্যায়ঃ

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পটি জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১০/১১/২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং প্রকল্প ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ১১৯৭.০০ কোটি টাকা। প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের ৪৮২টি উপজেলার ১৯২৮টি ইউনিয়নের ৯৬৪০টি গ্রামের ৫,৭৮,৪০০টি পরিবারে জীবিকায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ শুরু করা হয়। ২০১০-২০১১ অর্থবছর পর্যন্ত ১,৯৭,৬৬০ পরিবারে সম্পদ হস্তান্তর করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৪৭৮০০ পরিবারে গবাদিপশু, ৪১৯৮০ পরিবারে ডেউটিন, ১৩৬০০ পরিবারে হাঁস-মুরগি, ৫৫৯৮০ পরিবারে সবজি বীজ এবং ৩৮৩০০ পরিবারে গাছের চারা বিতরণ করা হয়। এছাড়াও ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল হিসেবে প্রতিটি গ্রাম সংগঠনকে ৩৬৩৫০/- টাকা প্রদান করা হয়।

বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলায় একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের উপকারভোগীদের মাঝে সম্পদ হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন প্রকল্প পরিচালক ড. প্রশান্ত কুমার রায় (যুগ্মসচিব)।

সংশোধিত পর্যায়:

সম্পদ বিতরণে বৈষম্যের নেতিবাচক প্রভাব দূরীকরণে প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশলে পরিবর্তন এনে জুলাই ২০১২ হতে সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (আরডিপিপি) অনুযায়ী সম্পদ বিতরণের পরিবর্তে সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে উৎসাহ বোনাস প্রদানের মাধ্যমে কাজ শুরু করা হয় এবং প্রকল্প ব্যয় ১১৯৭.০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৪৯২.০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়। সর্বশেষ ৩০-০৭-২০১৩ তারিখের একনেক সভার অনুমোদনক্রমে বর্তমানে ৪৫০৩ টি ইউনিয়নের ৪০৫২৭ টি গ্রামে সম্প্রসারিত আকারে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৩১৬২ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ২৫ লক্ষ পরিবার উপকৃত হবে।

সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য হচ্ছে:

ক) প্রতি গ্রাম থেকে ৬০টি দরিদ্র পরিবার বাছাই করে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করা।

খ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয়মুখি করে তাদের পুঁজি গঠনের জন্য প্রতিটি দরিদ্র পরিবারকে তাদের নিজস্ব সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রকল্প থেকে মাসে ২০০ টাকা হিসেবে বছরে ২৪০০ টাকা অনুদান প্রদান করা।

গ) সমিতি প্রতি বছরে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা সুদবিহীন ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল প্রদান করা।

ঘ) ব্যক্তি সঞ্চয়, প্রকল্প হতে প্রদানকৃত উৎসাহ বোনাস এবং ঘূর্ণায়মান স্থায়ী তহবিল মিলে দুই বছরে প্রতিটি গ্রাম সমিতিতে ৯.০০ লক্ষ টাকার স্থায়ী তহবিল গড়ে তোলা।

ঙ) সমিতির সভাপতি/ম্যানেজার/সদস্যদের প্রয়োজনানুযায়ী বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

চ) উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ঘূর্ণায়মান স্থায়ী তহবিল ব্যবহার করে নিজেদের প্রয়োজনানুসারে প্রকল্প গ্রহণ করে মৎস্যচাষ, পশুপালন, নার্সারি, হাঁস-মুরগি পালনসহ লাগসই পেশাভিত্তিক জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা।

ছ) এলাকার অনিবাসী ভূমি মালিকের অব্যবহৃত/পড়ে থাকা জমিজমা সমিতির আওতায় চাষাবাদ ও তা সংরক্ষণ করা।

শতভাগ সাফল্য (৩০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত):

বর্ণিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য এ পর্যন্ত প্রকল্প অফিস, বিআরডিবি এবং মাঠ প্রশাসন আন্তরিকভাবে কাজ করে আসছে। সর্বোপরি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং করা হয়েছে যার ফলে প্রকল্পের কাজে শতভাগ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে যা নিম্নরূপ:

ক) গ্রাম সমিতি গঠিত হয়েছে ১৭,০০০ যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৯ %।

খ) উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়েছে ১০,৩৮,০০০ (৯৯%)।

গ) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ১,০৪,২৯৪ জনকে (৯৯%)।

ঘ) সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় (মাসে ২০০ টাকা) ৩৫৫ কোটি টাকার বিপরীতে প্রকল্প হতে উৎসাহ সঞ্চয় প্রদান ৩৫৫ কোটি টাকা (১০০%)।

ঙ) সমিতি প্রতি প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা (ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল) বিতরণ ৪৯০ কোটি টাকা (১০০%)।

চ) ১৭৩০০নগ্রাম সমিতির সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয়, প্রকল্প হতে প্রদানকৃত উৎসাহ সঞ্চয় ও ঘূর্ণায়মান স্থায়ী তহবিল মিলে জুন, ২০১৩ মাস পর্যন্ত মোট তহবিল ১২০০ কোটি টাকা।

ছ) উঠান বৈঠকের মাধ্যমে জীবিকাভিত্তিক ঋণ প্রকল্প গ্রহণ কার্যক্রম চলছে। লক্ষ্যমাত্রা সমিতি প্রতি ৪০ টি অর্থাৎ মোট ৬,৮০,০০০। জুন' ২০১৩ পর্যন্ত ৬,৬০,০০০ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে বিনিয়োগ হয়েছে ৭৫০ কোটি টাকা। জীবিকায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত এ সকল প্রকল্পের ট্রেড/প্রকৃতি ভিত্তিক বিভাজন নিম্নরূপ:

ক্র. নং	ট্রেডসমূহের নাম	বিনিয়োগের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	ক্ষুদ্র প্রকল্প (সংখ্যা)	শতকরা হার	মন্তব্য
১	মৎস্য চাষ	১০৬০০.০০	৯০১০০	১৪	
২	হাঁস-মুরগি পালন	১৯৮০০.০০	১৭৫৮০০	২৬	
৩	গবাদিপ্রাণি পালন	২১০০০.০০	১৭৮৬০০	২৭	
৪	নার্সারি	৪৪০০.০০	৪৩৬০০	৭	
৫	সবজি বাগান	৫২০০.০০	৪৮৪০০	৭	
৬	অন্যান্য	১৪০০০.০০	১২৩৫০০	১৯	
সর্বমোট		৭৫০০০.০০	৬৬০০০০	১০০	

যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার সাঞ্জাডাঙ্গা গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্য জয়ন্তী দাশ বাঁশ বেত দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরী করে তা বিক্রির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

কাঁকড়া চাষে স্বাবলম্বী বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলার গাববুনিয়া গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্য নাছিমা বেগম।

বছরভিত্তিক ব্যয় বিবরণী:

২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের ৯০ ভাগ ব্যয় হয়েছে। সে তুলনায় ২০১০-১১ অর্থবছরে মাত্র ৬৭ ভাগ অর্থ ব্যয় হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালায় পরিবর্তন করে ডিপিপি সংশোধনই এর অন্যতম কারন। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রকল্প বরাদ্দের প্রায় ১০০ ভাগ অর্থ ব্যয় হয়েছে। একইভাবে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রকল্প বরাদ্দের ৯৬ ভাগ অর্থ ব্যয় হয়েছে। ৩০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত প্রকল্প আরম্ভ থেকে প্রাপ্ত মোট বরাদ্দের ৯১.২৯ ভাগ অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে।

প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক ব্যয় বিবরণী:

প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)				
ক্রঃ নং	বছর	বরাদ্দ	ব্যয়	হার (%)
১	২০০৯-২০১০	৮০০.০০	৭১৯.২১	৯০
২	২০১০-২০১১	২৬৯৩৬.০০	১৮১৭৯.২২	৬৭
৩	২০১১-২০১২	৪৪২১০.৭৫	৪৪০৩৩.০৫	১০০
৪	২০১২-২০১৩	৫৩৮০০.০০	৫১৬৫৯.৩১	৯৬
মোট		১২৫৭৪৯.৭৬	১১৪৭৯৪.৯০	৯১.২৯

সফলতার নতুন অধ্যায়ঃ ইলেক্ট্রনিক অর্থ ব্যবস্থাপনা ও মোবাইল ব্যাংকিং :

প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন আরও এক ধাপ এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রকল্পের সকল আর্থিক ব্যবস্থাপনা মোবাইল ব্যাংকিং/অনলাইন নির্ভর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রাম সমিতির সদস্যগণ যাতে তাদের সঞ্চয় ইউনিয়ন তথ্যসেবাকেন্দ্র হতে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে ও মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে জমা দিতে পারেন এবং প্রকল্প হতে সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রদত্ত উৎসাহ সঞ্চয় প্রাপ্তির তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে এসএমএস এর মাধ্যমে জানতে পারেন তার ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ব্যাংক এশিয়া বিগত ১০ মে ২০১২ তারিখ থেকে মুন্সিগঞ্জ জেলায় এবং পরবর্তীতে ইউসিবিএল ও বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করেছে। ইতোমধ্যে ৪০টি জেলায় অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ পর্যায় গ্রাম সমিতির গরিব সদস্যগণ ১৭৩ কোটি ৬০ লাখ টাকা অনলাইনে লেনদেন করেছেন। আশা করা যায় খুব শীঘ্রই সকল জেলায় অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে প্রকল্পের সকল আর্থিক লেনদেন শুরু করা সম্ভব হবে।

একটি বাড়ি একটি খামার

Summary | Member Entry | Samitee Trend | Member Deposit Trend | Project Trend | Repayment Trend

Samitee & Member Information

No of Samitee	17,668
No of Samitee(Target)	17568
No of Member	906,927
No of Member(Target)	1,054,080
Total Member Deposit	604,967,217
No of Total Transaction	2,431,722

Loan Information

No of Loan Disbursment	123,639
Total Loan Disbursement	1,209,842,210
Total Loan Repayment	261,869,672
Principle Due	438,522,389
Service Charge Due	34,112,790
Total Due	472,619,079
No of Due Account	78,550

Asset Information

No of Bank Account	17,668
Bank Balance	1,020,915,577
Loan Outstanding	947,972,538
Total Asset	1,968,888,115

Government Grants Information

Govt. Grants To Member	449,579,187
Govt. Grants To Samitee	501,908,233

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের অনলাইন ব্যাংকিং এর ড্যাশ বোর্ড

প্রকল্পের বিশেষত্ব:

ক) **কর্মসুযোগ সৃষ্টি:** প্রতিবছরে সরকারী ও নিজস্ব সঞ্চয় মিলে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং দু বছরে ৯.০০ লক্ষ টাকা সমিতির সদস্যদের স্থায়ী আমানত। উঠান বৈঠকের মাধ্যমে নিজেদের প্রয়োজনে এ অর্থ হতে ঋণ গ্রহণ করে তারা সৃষ্টি করেছেন কর্মসুযোগ বা জীবিকা। এভাবে বর্তমানে প্রায় ৮ লক্ষ পরিবার নিজেদের কর্মসংস্থান করেছে।

খ) **উঠান বৈঠক:** গ্রাম উন্নয়ন সমিতির আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়ন, যৌথ পরিকল্পনা, কর্মজাতব্য, একতা ও স্বচ্ছতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সমিতি পর্যায়ে গ্রামের কোন বাড়িতে সাপ্তাহিক/মাসিক ভিত্তিতে উঠান বৈঠক নামে সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে/মাসে অন্ততঃ একটি উঠান বৈঠকে সমিতির সকল সদস্য একত্রিত হন। উঠান বৈঠকই সমিতির উন্নয়ন কর্মকান্ড গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মিনি পার্লামেন্ট। এই বৈঠকে সদস্যদের সঞ্চয় আদায়, ঋণের প্রকল্প গ্রহণ, কিস্তি আদায়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, কুটিরশিল্প উন্নয়ন, উৎপাদিত পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা, গবাদি পশুপালন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাছাড়াও এ বৈঠকে গণতন্ত্র, ভোটাধিকার, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, শিশু অধিকার, বয়স্ক শিক্ষাসহ আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও করণীয় নির্ধারণ করা হয়। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির এ বৈঠকে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উপস্থিত থেকে তাদেরকে উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে থাকেন। প্রয়োজনে উপজেলা পর্যায়ের জাতিগঠনমূলক বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তাগণকে এ বৈঠকে উপস্থিত রাখারও ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এ উঠান বৈঠকই প্রকল্প কার্যক্রমের মূল চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় গঠিত গ্রাম উন্নয়ন সমিতিতে সাপ্তাহিক/মাসিকভিত্তিতে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও প্রকল্প কার্যালয় হতে প্রতি সমিতিতে যাতে মাসে অন্ততঃ একটি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রেখে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ২০১১ সালের অক্টোবর মাসে প্রকল্পের প্রথম সংশোধিত আরডিপিপি অনুযায়ী সমিতিতে উঠান বৈঠকের প্রচলন করা হয়। জুন' ২০১৩ পর্যন্ত সারাদেশে ১৭৩০০ সমিতিতে ৩১৩৬৬৭টি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে যার গড় প্রতি সমিতিতে ১৮.১৩টি। অর্থাৎ কোন কোন সমিতিতে মাসে একাধিক উঠান বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মুন্সীগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় চুড়াইন গ্রাম উন্নয়ন সমিতির উঠান বৈঠকে উপস্থিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, প্রকল্প পরিচালক ড. প্রশান্ত কুমার রায় (যুগ্মসচিব) ও দাতাগোষ্ঠীর প্রতিনিধিগণ।

খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার হরিণটানা গ্রাম উন্নয়ন সমিতির উঠান বৈঠকে উপস্থিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব জনাব শেখ মোঃ ওয়াহিদ উজ জামান, প্রকল্প পরিচালক ড. প্রশান্ত কুমার রায় (যুগ্মসচিব) ও জেলা প্রশাসক জনাব মেজবাহ উদ্দিন।

গ) **ব্যয়ের চেয়ে সঞ্চিত তহবিল অধিক:** অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, দেশের প্রায় ৯০ ভাগ প্রকল্পে প্রকল্প ব্যয় বা বরাদ্দ থেকে উপকারভোগীর কাছে পৌঁছায় ২৫-৫০ ভাগ। সরকারের বিশেষায়িত এ প্রকল্পের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে প্রকল্প ব্যয়ের চেয়ে প্রকল্প শেষে সঞ্চয়ের পরিমাণ ২৫% বেশি। প্রকল্প ব্যয় ১১৪৬ কোটি টাকা কিন্তু দুই বছর অন্তে ১৭,৩০০ সমিতির তহবিলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩৩২ কোটি টাকা। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মূলধনের জন্য সুদখোর মহাজন বা এনজিওদের নিকট যেতে হবে না এবং ঋণের বোঝাও বইতে হবে না।

ঘ) **বাজারজাতকরণ ও ই-মার্কেটিং কর্মকান্ড:**

গ্রাম পর্যায়ে উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরন, কৃষিপণ্য প্রসেসিং ও সংরক্ষণ এবং বাজারগুলোর মধ্য নেটওয়ার্কিং সৃষ্টির লক্ষ্যে ই- মার্কেটিং চালুর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাজার সংক্রান্ত তথ্য আদান প্রদান, প্রশিক্ষণ এই কর্মকান্ডের আওতাভুক্ত। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বাজারজাতকরণ/ বিপণন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ইতোমধ্যে ২২৯ টি সমবায়ভিত্তিক বাজার গড়ে তোলা হয়েছে। অবশিষ্ট জেলা ও উপজেলায় পর্যায়ক্রমে বাজার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ বাজারগুলোর সাথে যৌথ ব্যবস্থাপনায় একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় ই-মার্কেটিং চালুর ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতার হয়রানি কম হবে, উৎপাদক নিজেই বিক্রেতা হিসেবে সরাসরি বাজারমূল্য পাবে, মধ্যস্বত্বভোগীর দৌরাত্ম্য থাকবেনা, উপকারভোগীর উৎপাদিত পণ্য নিজ এলাকার বাইরে এমনকি বিদেশে রপ্তানির সুযোগ হবে, ভোক্তা নিজের ঘরে বসে পছন্দমত পণ্য কেনাবেচা করতে পারবেন এবং যাচিত পণ্য ঘরে বসে সরবরাহ পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

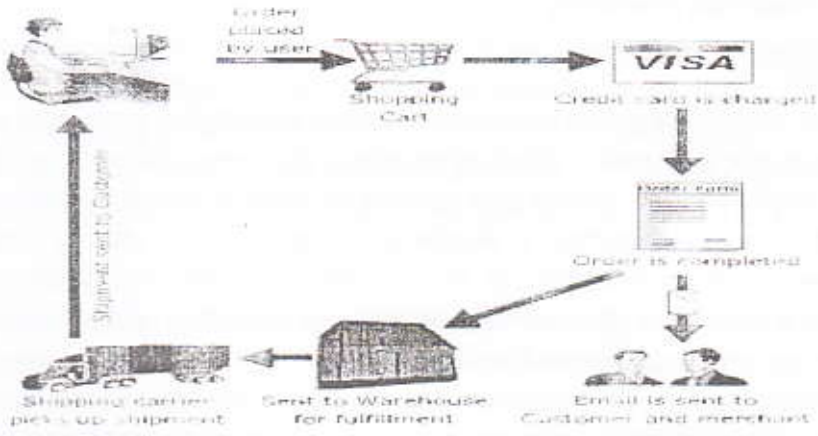

ই-মার্কেটিং কাজ করার পদ্ধতি

ঙ) ফাইবার গ্লাস বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন :

প্রকল্পের সদস্যদের গৃহস্থালি কাজে ব্যবহারের গ্যাস সরবরাহ ও বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনেরও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ফাইবার গ্লাস ব্যবহার করে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনে অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান গ্রিন এনার্জির মাধ্যমে এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্প সদস্যদের পালিত গরু, ছাগল ও মুরগির বর্জ্য, রান্নাঘরের উচ্ছিষ্ট ব্যবহার করে এ প্ল্যান্ট স্থাপন করা হচ্ছে। এ ধরনের প্ল্যান্ট স্থাপনের খরচ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম। প্রচলিত বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের তিন ভাগের এক ভাগ মূল্যে ফাইবার গ্লাস দিয়ে প্রস্তুতকৃত প্ল্যান্ট সরবরাহ করা হচ্ছে। এ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট শুধু জ্বালানি বা বিদ্যুৎ নয় একটি আয়বর্ধক কার্যক্রম হিসেবে ভূমিকা রাখবে। এ প্ল্যান্টে মাসে গড়ে ৪-৫ হাজার টাকার জৈবসার তৈরি হবে যা তার আয়বৃদ্ধি করবে। এমনকি গৃহীত ঋণের কিস্তি জমা দিতে সহায়ক হবে।

গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলা সূর্য্যনারায়নপুর-রাউৎকোনা গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য জুলেখা পারভীনের নিজ গৃহে স্থাপিত বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট উদ্বোধন করছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব এম এ কাদের সরকার।

উপসংহার:

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের অন্তর্নিহিত যে চিন্তা ও চেতনা রয়েছে তা জনগণ ইতোমধ্যে অত্যন্ত প্রশংসার সাথে গ্রহণ করেছে। সরকারের প্রতি বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জনগণের অসীম শ্রদ্ধা ও আস্থার সৃষ্টি হয়েছে। দেশের সকল গ্রামে এ কার্যক্রম চালু করা হলে একদিকে যেমন সরকার তথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস বাড়বে অন্যদিকে দরিদ্র জনগোষ্ঠী মাইক্রোক্রেডিট নামক ঋণের অত্যাচার থেকে চিরতরে মুক্তি পাবে। জাতীয় জীবনে সৃষ্টি হবে এক নতুন বিপ্লব ইতিহাস হয়ে রবে জীবিকায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ মহান দর্শন- একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প।

৪.২ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) :

পটভূমি:

ষাটের দশকে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্ভাবিত কুমিল্লা মডেল তথা ''দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায়'' পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষি আধুনিকায়ন ও কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য ঘাটতি দূরীকরণের লক্ষ্যে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে আইআরডিপি এক অধ্যাদেশ বলে ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এ রূপান্তরিত এবং সরকারের নীতি ও কৌশলের সাথে সংগতি রেখে এর কার্যপরিধি সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে বিআরডিবি পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের কাজে নিয়োজিত সরকারের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। পল্লী এলাকার কৃষক, মহিলা ও দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে আনুষ্ঠানিক সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক দলের মাধ্যমে সংগঠিত করে নেতৃত্বের বিকাশ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগে সক্ষমতা বৃদ্ধি, দক্ষতা ও মানবিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, বিভিন্ন উপকরণ ও ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে পল্লী জনগণের অধিকতর মর্যাদাশীল স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিআরডিবি'র কাজে গতিশীলতা ও ব্যাপক সফলতা অর্জিত হয়েছে।

❖ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-এর ভাবাদর্শ (Vision) :

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে আত্ম-নির্ভরশীল, ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন।

❖ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-এর কর্মপ্রয়াস (Mission) :

- গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সংগঠন তথা সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক দলের আওতায় সংগঠিত করে গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা;
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক ও কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান ও উপকরণ সরবরাহ করা;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে পশ্চাৎপদ মহিলা জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে উৎপাদন ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ;
- কৃষি উৎপাদন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প/ কর্মসূচি গ্রহণ;
- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিজস্ব পুঁজিগঠন ও বিনিয়োগে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড সহজশর্তে ও জামানতবিহীন ঋণ সুবিধা প্রদান;
- দক্ষতা ও মানবিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- সম্প্রসারণমূলক কর্মকান্ড- তথা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি , নিরাপদ পানি , স্যানিটেশন, পরিবার পরিকল্পনা, গণশিক্ষা, উন্নত চুল্লি ব্যবহার, এইচআইভি/ এইডস্ প্রতিরোধ, যৌতুক ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সরবরাহ করা;
- বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করা, ইত্যাদি।

❖ ব্যবস্থাপনা :

বিআরডিবি'র নীতিনির্ধারণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ণ, বাস্তবায়ন, কার্যক্রম, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এর নেতৃত্বে ২১ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব ও বিআরডিবির মহাপরিচালক যথাক্রমে উক্ত পর্ষদের সহ-সভাপতি ও প্রধান নির্বাহী/ সদস্য সচিব। বোর্ডের কাঠামো অনুযায়ী ৫টি বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবির উন্নয়ন কর্মকান্ড- বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বিভাগসমূহ ১) প্রশাসন ২) অর্থ ও হিসাব ৩)পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ ৪)সরেজমিন ও ৫)প্রশিক্ষণ বিভাগ । বর্তমানে বিআরডিবি'র আওতায় যথাক্রমে ৫৮টি জেলাদপ্তর ও ৪৮২টি উপজেলা দপ্তরের উপপরিচালক ও উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার তত্বাবধানে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

প্রশাসনিক কার্যক্রম:

বিআরডিবির বর্তমান রাজস্বহ বাজেটভুক্ত মোট জনবল ২৮৩৮ । দীর্ঘদিন যাবৎ জনবলের ঘাটতি ও পদোন্নতির অভাবে বিআরডিবির কার্যক্রম প্রায় স্থবির হয়ে পড়ে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর জনবল সংকট নিরসনে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং ইতোমধ্যে ৫২৭ জন জনবল নিয়োগ দেয়া হয়। অবশিষ্ট শূন্য পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন । দীর্ঘদিনের পদোন্নতির জট নিরসন করে ইতোমধ্যে ৬৭৩জনকে পদোন্নতি প্রদান এবং ৫৫৪জনকে সিলেকশন গ্রেড/ টাইম স্কেল প্রদান করা হয়। বিআরডিবি'তে কর্মরত ৭২ জন মুক্তিযোদ্ধা ও মুজিবনগর কর্মচারীর চাকুরীর বয়সসীমা ৬০ বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

মূল কর্মসূচি:

দ্বি-স্তর সমবায় ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় পল্লীর ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের সংগঠিত করে তাদেরকে নিবিড় প্রশিক্ষণ, মূলধন গঠন এবং অব্যাহত ঋণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশে স্থায়ী খাদ্য নিরাপত্তা সৃষ্টিতে অবদান রাখা বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচির মুখ্য উদ্দেশ্য । দেশের ৬৪টি জেলার ৪৭৬ টি উপজেলায় বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে । এ পর্যন্ত ৪৫৯টি উপজেলায় উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (ইউসিসিএ) এবং ৭০৯৭৫টি গ্রামভিত্তিক কৃষক সমবায় সমিতি (কেএসএস) গঠনের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত পল্লীতে বিশাল এক সমবায়ভিত্তিক সাংগঠনিক নেটওর্য়াক তৈরী করা হয়েছে। মূল কর্মসূচির আওতায় ২০১২-২০১৩ সনে অর্জিত কর্ম অগ্রগতি নিম্নের সারণিতে প্রদর্শিত হলো:

সারণি: মূল কর্মসূচির কার্যক্রম অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমনং	কার্যক্রম	২০১২- ১৩সনের		ক্রমপুঞ্জিত (৩০/৬/২০১৩)
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১।	সাংগঠনিক			
১.১	ইউসিসিএ গঠন (সংখ্যা)	২৭	০৩	৪৫৫
১.২	কৃষক সমবায় সমিতি গঠন (সংখ্যা)	১৪৩০	৪১৫	৫৫,৭৩৩
১.৩	সদস্য ভর্তি (কে এস এস) (সংখ্যা)	৩১,৩৭৯	১১,৯৪৯	১৯,৩৮,৫৪২
২।	পুঁজি গঠনঃ শেয়ার জমা	২৫৬.২১	২৫০.২৯	৫৭৪৭.৬৫
	সঞ্চয় জমা	৬৪৬.৭২	৫১৫.৪০	৮৮৭৬.৬৯
৩।	ঋণ কার্যক্রম			
৩.১	কৃষি ঋণ বিতরণ (শস্য ও মেয়াদী)	১৮১২৬.০০	১৭০০৯.০৮	২১৮৭১৫.১২
৩.২	কৃষি ঋণ আদায় (শস্য ও মেয়াদী)	২৩১৯৮.১৪	১৬৪০৩.৬৯	১৯৪২৪৮.৬৫
৩.৩	কৃষি ঋণ (শস্য ও মেয়াদী) আদায়ের হার	২৩১৯৮.১৪	৭১%	৯৭%
৪।	সেচ যন্ত্র বিতরণ (সংখ্যা)			
৪.১	গভীর নলকূপ	-	-	১৮৪৬০
৪.২	অগভীর নলকূপ	-	-	৪৪৫২৩
৪.৩	শক্তিচালিত পাম্প	-	-	১৯৪০৫
৪.৪	হস্তচালিত নলকূপ	-	-	২৭৩০০০
৪.৫	পাওয়ার টিলার	-	-	৯৫
৪.৬	ট্রাক্টর	-	-	৫

আয় ও স্ব - কর্মসংসহান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও গ্রামীন জনগোষ্ঠীর আত্ম-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন:

আইআরডিপি সহ সরকারের অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ কৃষি প্রবৃদ্ধি অর্জনে উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়ক হলেও দারিদ্র্যতার ঝুঁকি হ্রাস কিংবা দরিদ্র জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধে তা ততোটা সফল হয়নি। সরকারি উন্নয়ন কৌশলের সাথে সঙ্গতি রেখে বিআরডিবি কর্তৃক আশির দশকের শুরুতে দরিদ্রদের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (আরপিপি) চালু করা হয় এবং দশকের শেষার্ধে ব্যাপকভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ করা হয় । বিআরডিবি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প/ কর্মসূচির মধ্যে আরডি - ১২, আরডি - ৯, আরডি - ৫, পল্লীজীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ) পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক) , সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক), পল্লী প্রগতি এবং নোয়াখালী পল্লীদরিদ্র সমবায় সহায়তা প্রকল্পসমূহ অন্যতম । বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলার ৪৭৬টি উপজেলায় বিআরডিবি'র দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম অব্যাহতভাবে চলছে। ক্ষুদ্র ঋণ তথা দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমের আওতায় ২০১২ ও ২০১৩ সনের অর্জিত অগ্রগতি নিম্নের সারণিতে উল্লেখ করা হলো:

সারণিঃ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির কার্যক্রম অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)

কার্যক্রম		২০১২-২০১৩ সনের		ক্রমপুঞ্জিত (৩০/৬/১১পর্যন্ত)
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১।	সাংগঠনিক কার্যক্রমঃ			
১.১	উপজেলা ভিত্তিহীন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি গঠন (সংখ্যা)	-	-	১৮৯
১.২	সমিতি/দল গঠন (সংখ্যা)	৪৯০৯	৩৫৬৩	৮২৭০৭
২.	সদস্য অন্তর্ভুক্তি(সংখ্যা)	১৭৪৯৫৫	১২০০৮৪	২৪০৮৫৭৬
৩.	মূলধন গঠন (শেয়ার+সঞ্চয়)	২৬৫৪.২১	২৩৭১.০১	৪১৮৭৮.২৬
৪.	ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম			
৪.১	ঋণ বিতরণ	৬৫৬৩৪.৪৯	৫৪৯৮৯.০৭	৬৮৬৪৩৬.৩১
৪.২	ঋণ আদায়	৭৩৯৬৮.৩০	৫৩৮৬৪.৩৭	১৯০২১৯২.৩৯

নারীর ক্ষমতায়ন:

নারী সমাজকে উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় যুক্ত করে বিআরডিবি ১৯৭৫ সালে জাতীয় ভিত্তিক একটি মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচির কর্মকৌশল ছিল পল্লীর মহিলাদের উৎপাদনশীল কাজের মাধ্যমে পল্লী গ্রামের অর্থব্যবস্থায় অবদান রাখার সক্ষমতা সৃষ্টি করা। এ কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের নিজস্ব সংগঠন সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ, ঋণ বিতরনের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান। এখানে উল্লেখ্য যে, এই কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশে প্রথম মহিলাদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ আদলে ঋণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে রাজস্ব বাজেটভূক্ত বিআডিবি'র মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগের ২০১২-২০১৩ সনের অর্জিত অগ্রগতি নিম্নের সারণিতে প্রদর্শিত হলো:

চিত্র-:-মহিলা উন্নয়ন মূল কার্যক্রম

সারণি: **মহিলা উন্নয়ন মূল কার্যক্রমের অগ্রগতি** (লক্ষ টাকায়)

কার্যক্রম		২০১২-২০১৩ সনের		ক্রমপুঞ্জিত (৩০/৬/১৩পর্যন্ত)
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১.	উপজেলা অন্তর্ভুক্তি(সংখ্যা)	০	০	১৫২
২.	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	১০০	৭২	৮৯১৭
৩.	সদস্য ভর্তি (সংখ্যা)	৫০০০	৫২০৮	৩২০২৪৭
৪.	শেয়ার জমা	১১০.০০	১৩৫.৪৯	১৮১৯.৪৮
৫.	সঞ্চয় জমা	২০০.০০	৩১১.৮০	৩৭৪৬.৭৪
৬.	ঋণ বিতরণ	৮০০০.০০	৮১০৫.৩৫	৭৪৪৯৫.৬৫
৭.	ঋণ আদায়	৬৭৪৮.৪৯	৭৩২৭.৩৩	৬৬৯৬৯.১৪
৯.	প্রশিক্ষণ (জন)	১০০০০	১৯৩৬১	৪৮৭৩০২

প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানঃ

বিআরডিবি'র আওতায় সংগঠিত সুবিধাভোগীদের কৃষি, তথ্য ও প্রযুক্তি এবং আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান দান, দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আয়বর্ধক কর্মকান্ড ও মানবিক উন্নয়ন, পুষ্টি, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান ও অবহিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলা পল্লীভবনে একটি করে প্রশিক্ষণ কক্ষের সংস্থান রাখা হয়েছে। এছাড়া বিআরডিবি'র আওতায় উপজেলা পর্যায়ে ২৩টি ইউটিইউ, টাংগাইল ও নোয়াখালীতে ২টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জাতীয় পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স, গোপালগঞ্জে এবং বিআরডিটিআই, সিলেটে-এ ২টি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট রয়েছে। বিআরডিবি'র আওতায় প্রশিক্ষণের তথ্য নিম্নে দেয়া হলো :

কার্যক্রম		২০১২ ও ২০১৩ সনের		ক্রমপুঞ্জিত (৩০/৬/১৩পর্যন্ত)
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১.	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম/মানব সম্পদ উন্নয়ন			
১.১	দক্ষতা উন্নয়ন	১১৯৬২	৫১৬২	১১৫৫৫১
১.২	মানব সম্পদ উন্নয়ন	৫৫০২৫	১১৯৬৪	১৬০৫৫১৫
১.৩	স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা	৫২৫	-	৬২৬৪৪৮
	সর্ব মোট	৬৭৫১২	১৭১২৬	৩৩৮৭৫১৪

বিআরডিবি'র বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ:

ক) বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (BPATC), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প:

বাংলাদেশ সরকারের অর্থ সহায়তায় "বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (BPATC), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন। প্রকল্পের মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৩০৩১.২৩ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প মেয়াদ মার্চ, ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

১) সম্প্রসারিত এলাকায় প্রদর্শনী খামার স্থাপনের মাধ্যমে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ, প্রায়োগিক গবেষণা এবং উন্নত কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ।

২) ভৌত/অবকাঠামোগত সুবিধাদি আধুনিকায়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের মান উন্নত করে মানবসম্পদকে মানবিক মূলধনে পরিণত করা ।

৩) পল্লী উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে নিয়োজিত সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন করা ।

৪) প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত মৌলিক / বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা।

৫) দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কৃষি, শিক্ষা ও আর্থ সামাজিক বিষয়ে প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা ।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

(১) বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (BPATC), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর পুরাতন অবকাঠামো সংস্কার ও যন্ত্রাংশ মেরামত ,

(২) নতুন অবকাঠামো নির্মাণ

(৩) প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি;

(৪) গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রদর্শনী খামার (শস্য, মৎস্য ও পশুসম্পদ) স্থাপন ইত্যাদি।

বাস্তবায়ন কৌশলঃ:

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর গবেষণা পরিচালনা ও গবেষণা লব্ধ জ্ঞান / বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরডিবি'র সুবিধাভোগীদের মধ্য থেকে চাহিদা/ যোগ্যতার ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেডের জন্য প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনপূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সকল নির্মাণ ও মেরামত কাজের জন্য প্রথমে Annual Procurement Plan প্রণয়ন করা হয়। অতঃপর মেরামত / সংস্কার কাজ জরিপপূর্বক প্রাক্কলন প্রস্তুত করে টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগ করে কাজ সম্পাদন করা হয়। অপরদিকে নতুন অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রথমে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জরিপ কার্য সম্পাদন, মৃত্তিকা পরীক্ষা, টেন্ডার ডকুমেন্ট ও প্রাক্কলন তৈরি করা হয়। পরিশেষে প্রকল্প কর্তৃক ঠিকাদার নিয়োগ করতঃ উল্লিখিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ তদারকিপূর্বক সম্পন্ন করা হয়।

প্রকল্পের অনুকূলে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ পাওয়া যায় ৬৯৭.০০ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৬৯৬.২৩ লক্ষ টাকা । অব্যয়িত ০.৭৭ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে ।

প্রকল্পটি " বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বর্তমানে বাপার্ড) কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ , সংস্কার ও আধুনিকায়ন (সংশোধিত) " প্রকল্প শিরোনামে গত ০২/০৪/১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় সংশোধিত হয়েছে এবং ৬/৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। সংশোধিত প্রকল্পের মেয়াদ হয়েছে ২২৭৪৮.৬৬ লক্ষ টাকা। সংশোধিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে" বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি" (বাপার্ড) এর অধীনে।

২০১২-১৩ সনের কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপ (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কর্মকান্ড	ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা		২০১২-১৩ লক্ষ্যমাত্রা		২০১২-১৩ অগ্রগতি		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	জনবল	৫১ জন	২৪৭.২৩	১১জন	১৫.৯০	৯জন	১৫.৭০	১২ জন	৩৯.৬৭
২	যানবাহন। (জীপ-১টি,মাইক্রোবাস-১টি, মটর সাইকেল-২টি)	৪টি	৭০.০০	-	-	-	১০.৫৯	৪টি	৬৮.০০
৩	সরবরাহ ও সেবা	-	১২৩.০০	-	১৩৯৩	-	১০.৫৯	-	৬৭.৬১
৪	প্রশিক্ষন	২১৬০ জন	৭৫.০০	৪০৮	৭.০০	২৬৬	৬.৯৫	২০১৮ জন	৬৪.০১
৫	মেরামত, সংরক্ষন এবং পুনঃবাসন(পুরাতন অবকাঠামো ও যন্ত্রাংশ)	৮৬৯০ (বাঃমিঃ)	১৯১.৫০	-	৩.১৭	-	৩.১৭	৮৬৯০ (বাঃমিঃ)	১৮০.৮৪
৬	মেশিনারী ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	১০০৫	২৯৩.৫০	৪০টি	৯.০০	৪০টি	৭.৯৭	২৯০টি	৮৯.০৮
৭	ভূমি অধিগ্রহন / ক্রয়	২০একর	৪৫০.০০	-	-	-	-	২০.০০ একর	৪৫০.০০
৮	ভূমি উন্নয়ন	২০একর	৪০০.০০	-	-	-	-	২০.০০ একর	৩৯৯.২৪
৯	নতুন অবকাঠামো নির্মাণ (১টি ল্যাবরেটরী স্কুল,ফ্যাকাল্টি ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারন, কার্প হ্যাচারী, এগ্রিকালচার সেড, পোল্ট্রি সেড ও ডেইরী সেড নির্মাণ , ১টি সাধারন ও ১টি অফিসার হোষ্টেল নির্মাণ, রিটেনিং ওয়াল, রাস্তা নির্মাণ, পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা উন্নতকরণ।	১৭০৫৩ (বাঃমিঃ)	১৩৯০.০০	-	-	-	-	৬৮৩ একর	৪৮৯.০৬
১১	বিবিধ থোক ও বিবিধ মূলধন ব্যয়	৬৯টি	১৯১.০০	৬১	১১.০০	৬০	১০.১৯	৬০	২৪.১২
	সর্বমোট	-	৩০৩১.২৩	-	৬০.০০	-	৫৪.৫৭	-	১৪৭২.৩৯

খ) পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ):

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে ইতোপূর্বে গৃহীত পল্লী দারিদ্র্য সমবায় প্রকল্পটি (আরপিসিপি) কে ১৯৯৮ সনে পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্পে (পজীপ) রূপান্তর করা হয়। আরপিসিপির সাফল্যের উপর ভিত্তি করে প্রকল্পটি বর্তমানে বৃহত্তর ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, পাবনা ও যশোহর জেলার ১৫২টি উপজেলায় সম্প্রসারিত আকারে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের মোট বিনিয়োগের পরিমান ৩৪৫০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৪৪৯৩.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ২০০০৭.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে অর্থ ছাড় হয় ৩১৬৪০.১৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয় ৩১৬৪০.১৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি ২য় পর্যায়ে এর মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৩১৪২.০৭ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে জিওবি ১৯০৮৫.৪৫ লক্ষ এবং ইউবিসিসিএ'র ১৪০৫৬.৬২ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য:

কৃষি এবং অকৃষি খাতে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সারণিঃ **পজীপের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি** (লক্ষ টাকায়)

কার্যক্রম		২০১২ ও ২০১৩ সনের		ক্রমপুঞ্জিত (৩০/৬/ ১৩পর্যন্ত)
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১.	ইউবিসিসিএ গঠন (সংখ্যা)	-	-	১৫২
২.	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	১০০০	৩০	১৭১০২
৩.	সদস্যভূক্তি (সংখ্যা)	৫১৬০০	৭৪১৬	৫৯৬১৯৯
৪.	শেয়ার জমা	৪৭.০০	৭৩.৮৬	২৬৪২.৯৬
৫.	সঞ্চয় জমা	১২১.০০	৪২২.০০	১২৫৪৫.০১
৬.	ঋণ বিতরণ	১৩০০০.০০	১০৭৩৯.০১	২০৩০১৫.৫৮
৭.	ঋণ আদায়	১২৫০০.০০	১১০৩১.১৮	১৮৭৫০৪.৩০
৮	সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণ(সংখ্যা)	২৩২০০	২১৫০০	৩৫৫৮৮৫.০০
৯.	কর্মী প্রশিক্ষণ (সংখ্যা)			

(গ) অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ (পিআরডিপি-২):

জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এপ্রিল ২০০০ হতে মে ২০০৪ মেয়াদে বাস্তবায়িত পিআরডিপি-১ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে একই সংস্থার অর্থায়নে ৫ বছর মেয়াদী (জুন ২০০৫ হতে মে ২০১০) পিআরডিপিও২ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ, জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজস্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বিদ্যমান সরকারি/বেসরকারী সরবরাহ ও সেবার সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে কমিউনিটিভুক্ত সকল শ্রেণী/ পেশার জনগণের সার্বিক জীবনমানের উন্নয়ন প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রকল্পটি বর্তমানে কালিহাতি (টাংগাইল), তিতাস (কুমিল্লা) এবং মেহেরপুর সদর (মেহেরপুর) উপজেলার ২০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। পিআরডিপি-২ প্রকল্পের সাফল্যের ভিত্তিতে পিআরডিপিও২ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের আরটিপিপি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে, ফলে সম্প্রসারিত প্রকল্পটি মে/২০০৫ থেকে জুন,২০১৪ মেয়াদে দেশের ৬৪টি জেলার ৮৫টি উপজেলায় ২০০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। জেডিসিএফ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্পে মোট ১৪৩ জন জনবলের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৮.২২ কোটি টাকা। ৩০ জুন, ২০১১ পর্যন্ত মোট অবমুক্তি ২৫.৫৮ কোটি টাকা এবং ব্যয় ২৫.৩৯ কোটি টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

(১) যোগাযোগ সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, (২) ইউনিয়ন পরিষদকে ওয়ান স্টপ সার্ভিস ডেলিভেরী স্টেশনে রূপান্তর করা, (৩) স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু আহরণ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং সামাজিক পুঁজি (Social capital) গঠনে সহায়তা প্রদান, (৪) সরকারি ও বেসরকারী সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা এবং স্থানীয় পর্যায়ে সেবা গ্রহণকারী পক্ষসমূহের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় বৃদ্ধি এবং তা জোরদারকরণ, (৫) নিজস্ব উদ্যোগে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ব্যক্তিগত ও আর্থিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন।

BEFORE

AFTER

২০১২-২০১৩ সালের কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

ক্রঃ নং	প্রকাসমূহ	টিএপিপি এর লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা ২০১২ ও ২০১৩	অগ্রগতি ২০১২ও ২০১৩	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন/২০১৩ পর্যন্ত
১.	জেলা কভারেজ	৬৪	-		৬৪
২.	উপজেলা কভারেজ	৮৫			৮৫
৩.	ইউনিয়ন কভারেজ	২০০			২০০
৪.	ইউসিসি গঠন (সংখ্যা)	২০০			২০০
৫.	ইউসিসিএম গঠন (সংখ্যা)	৫,৪০০	২,১০০	২,১২৭	৪,৬৭১
৬.	জিসি গঠন (সংখ্যা)	১,১৩০	৪০০	৪০৮	১,১৪২
৭.	জিসিএম (সংখ্যা)	২০,৩৮৩	১০,১০০	১১,১০২	২৭,৪৭৪
৮.	প্রশিক্ষণ (সংখ্যা)	১,৮২,১৪০	৯০,০০০	১,২৮,২৭০	৩,০৯,৫৬৯
৯.	নোটিশ বোর্ড (সংখ্যা)				
১০.	বিল্ডিং (সংখ্যা)				
১১.	জিসি স্কীম (সংখ্যা)	২,৮১০	৮২৮	৮২৯	২,৫৯৬

লিংক মডেল-বিআরডিবি উদ্ভাবিত পল্লী উন্নয়নের মডেল:

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ও জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা (জাইকা) এর সহায়তায় উদ্ভাবিত উন্নয়নের একটি মডেল হচ্ছে 'লিংক মডেল'। লিংক মডেলের অনুসৃত কর্মকৌশল হচ্ছে-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামের মধ্যে রৈখিক (Vertical) যোগাযোগ এবং ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, গ্রাম কমিটির প্রতিনিধি, জাতি গঠনমূলক বিভাগ ও জনপ্রতিনিধিগণের মধ্যে সমান্তরাল (Horizontal) যোগাযোগ সৃষ্টি ও সমন্বয়সহ তথ্য প্রবাহ সৃষ্টি।

লিংক মডেলের প্রধান অংগসমূহ (Component of Link Model) :

১। ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি (ইউসিসি) এবং এর মাসিক সভা (ইউসিসিএম)। (ইউসিসিএম এ ইউনিয়নের সকল কর্মকান্ড আলোচিত হয়। ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, মেম্বার, ইউপি সচিব, ইউনিয়নের কর্মরত সকল জাতিগঠনমূলক বিভাগ, এনজিও প্রতিনিধি এবং গ্রাম কমিটির প্রতিনিধিগণ ইউসিসি'র সদস্য)।

২। সকল স্তরের জনগণকে নিয়ে গঠিত হয় গ্রাম কমিটি (জিসি) । জিসি প্রতিমাসে এর সভায় (জিসিএম) গ্রামের উন্নয়নে সকল বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জিসি সভাপতি/সেক্রেটারী ইউসিসিএম এ উপস্থিত থাকেন এবং গ্রামের প্রয়োজনীয় বিষয় তুলে ধরেন।

৩। ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউডিও মূল সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন।

(ঘ) দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (IRESPPW):

দরিদ্র্য, অসহায়, দুস্থ মহিলাদের সংগঠিত করে ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করতঃ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারার একটি কার্যকরী শক্তি হিসাবে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি দেশের বরিশাল ও খুলনা বিভাগের ৫৯ টি উপজেলায় জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের বরাদ্দকৃত মোট অর্থ ৭৪৫৪.৮৩ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

* দরিদ্র মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন;
* স্থানীয় সম্পদ পুঞ্জিভূতকরণের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ব্যবহার;
* ব্যক্তিগত ও সামগ্রীক স্বার্থ রক্ষায় গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিতকরণ।

২০১১-২০১২ অর্থ বছরের অগ্রগতি: (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কর্মকান্ড	২০১১-২০১২		ক্রমপুঞ্জিত জুন/২০১৩
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫
০১	দল গঠন	৫৩০	৭৩১	১৬৪৬
০২	সদস্য অন্তর্ভুক্তি (মহিলা)	১৫৯০০	১৯০৪৯	৪৮৬৩০
০৩	শেয়ার জমা	১৫.০০	১৪.২৬	৭২.২৮
০৪	সঞ্চয় জমা	৩০.০০	২৯.৫০	১৯৯.০০০
০৫	ঋণ বিতরণ	৬০০.০০	৬৬৫.৮০	৮৪৫২.১৮
০৬	ঋণ আদায়	৬৫০.০০	৬৩৬.২০	৭৭১৬.৪৬
০৭	ঋণ গ্রহিতা	৪১০০	৪১৩২	৩৩৯৭১
০৮	সুবিধাভোগীর প্রশিক্ষণ	১৪৩৩১	১৪৩৩১	১৫৮৩৬

(ঙ) দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়) :

অপ্রধান শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, সঠিক সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনের বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিশেষজ্ঞ ও কারিগরি সহায়তায় ৩ বছর মেয়াদী (জুলাই ২০০৫- জুন ২০০৯) কর্মসূচিটি দেশের ২৬ টি জেলার ২০৪ উপজেলার বিআরডিবি'র আওতায় বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পের প্রায়োগিক বাস্তবতা এবং উপকারভোগী সদস্যদের চাহিদার গুরুত্ব বিবেচনায় অপ্রধান শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অভিষ্ট জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাদ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাসের বহুমূখী কার্যএ সৃষ্টির অঙ্গীকার থেকে সরকার পুনরায় ২য় পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে দেশের ৬৪ জেলার ২৫৬ টি উপজেলায় ৩ বছর মেয়াদে ২০১১-২০১২ থেকে ২০১৩-২০১৪ পর্যন্ত এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। বাংলাদেশের সরকারি অর্থায়নে, মোট বরাদ্দ ৫২ কোটি ৫৮ লক্ষ ০২ হাজার টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী কৃষকদের সংগঠনভুক্ত করে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণে উদ্বুদ্ধকরণ;
- আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অপ্রধান শস্যের গুরুত্ব ও অর্থনৈতিক মূল্য সম্পর্কে সমাজের সকল পর্যায়ের জনগণকে সচেতন করা;
- অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ কাজে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত মহিলা জনগোষ্ঠীকে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করা;
- অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ কাজে যুক্ত সকলকে সচেতনতা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও মানব সম্পদ উন্নয়ন।
- উপকারভোগী সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে পুঁজি গঠন ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়তাকরণ।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের অগ্রগতি: (লক্ষ টাকায়)

ক্র:নং	কর্মকান্ড	২০১২-২০১৩			ক্রমপুঞ্জিত জুন/২০১৩
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	হার (%)	
১	২	২৫৬০	২৪৪২		২৬৩৩
১	দল গঠন (সংখ্যা)	৭৬৮০০	৬৫৪৬৬		৭১২৯১
২	সদস্য অন্তর্ভুক্তি (সংখ্যা)	২০০,০০	৩৯.৫৩		৪২.৫৩
৫	প্রশিক্ষণ	৮৫০৪	৮৫০৪		১২৫০৪
৬	প্রদর্শনী খামার	২০০টি	২০০টি		২০০টি

(চ) উত্তরাঞ্চলের হত দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উহদকনিক) :

বাংলাদেশ সরকারের অর্থ সহায়তায় "উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উহদকনিক)" শীর্ষক প্রকল্পটি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দরিদ্র অসহায় নারী ও পুরুষদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রকল্প হিসেবে মৌসুমি অভাব পীড়িত রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলার ৩৫টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির সংশোধিত মেয়াদকাল জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত । প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৬৪৬.৯১ লক্ষ টাকা (জিওবি)। ২০১২ ও ২০১৩ অর্থ বৎসরে অর্থ বরাদ্দ ও অবমুক্ত হয় ১৪৫৪.৫৪ লক্ষ টাকা । তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১৪১৩.৬৪ লক্ষ টাকা (৯৭%)। শুরু থেকে ৩০ জুন ২০১৩ইং পর্যন্ত মোট অর্থ ছাড়ের পরিমাণ ৪৫৭০.৪৫ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় ৪৫২৪.৫৬ লক্ষ টাকা (৯৯%)।

প্রকল্প এলাকার অবহেলিত পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, সংখ্যালঘু হতদরিদ্র মহিলা ও পুরুষদের (১) সেলাই (২) এমব্রয়ডারী (৩) পাটজাত পণ্য তৈরি (৪) তাঁত ও শতরঞ্জি বুনন (৫) গ্রামীন ইলেকট্রিশিয়ান, (৬) মোবাইল সার্ভিসিং, (৭) গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ড বাটিক/বুটিক এই ৭টি ট্রেডের বিপরীতে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রকল্পভুক্ত ৩৫টি উপজেলার ৪টি করে ইউনিয়ন থেকে মোট হতদরিদ্র ও দরিদ্র বাছাই করে প্রকল্প এলাকায় সর্বমোট ২৮,৫১২ জনকে ট্রেডভিত্তিক কর্মমুখী প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ২৮,৬২০ জনকে। প্রতি ট্রেডে ১৬ জন করে ৪টি ট্রেডে মোট ৬৪ জনের ১টি ব্যাচ গঠন করে ৬০ কর্মদিবস প্রকল্পে নিয়োজিত অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক কর্তৃক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। ১৮টি উপজেলায় ১টি প্রশিক্ষণ কাম ডিসপ্লে সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে, যা প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রতি উপজেলায় ৪টি ট্রেডে ৪ জন দক্ষ প্রশিক্ষক (কর্ম নাই মজুরি নাই ভিত্তিতে), ১ জন প্রডাকশন ম্যানেজার এবং ১ জন এমএলএসএস কর্মরত আছেন। উপজেলা পল্লীউন্নয়ন অফিসারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সংশিষ্ট উপপরিচালক জেলার কার্যক্রম তদারকি করেন। ১ জন প্রকল্প পরিচালক ও ১ জন সহকারী পরিচালক প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকি ও পরিচালনা করেন। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লীউন্নয়ন বোর্ড যথাক্রমে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনপূর্বক প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। প্রশিক্ষণকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে দৈনিক ১৫০/- টাকা ভাতা প্রদান করা হয় ,এতে করে সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীর ৬০ দিনের অস্থায়ী কর্মসংস্থান হয় এবং পরিবারের নূন্যতম খাদ্য চাহিদা পূরন হয়। বর্তমানে ৩৫টি উপজেলার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শতরঞ্জি, শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা, এমব্রয়ডারী (সূঁচী শিল্প) করা জামা, ব্লাউজ, ছোটদের জামা, চটব্যাগ, থলে, ভ্যানিটি ব্যাগ, ওয়ালমেট, পাপোশ, ডাইনিং টেবিলমেট, মোবাইল ব্যাগ ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে এসবের মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা গ্রহন করা হচ্ছে। স্থানীয় পর্যায়ে এসব পণ্য বাজারজাত করা হচ্ছে। উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে বিআরডিবি'র কারু পল্লীসহ অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতা নেয়া হচ্ছে। বাজারজাতকরন ও ন্যায্যমূল্যে কাঁচামাল প্রাপ্তির নিশ্চয়তার জন্য বিভাগীয় শহর রংপুর এ প্রকল্পের পক্ষ থেকে ১ টি ''প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্র'' স্থাপন করা হয়েছে। গ্রামীণ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উৎপাদনকারীরা তাদের কাঁচামাল ক্রয়সহ উৎপাদিত পন্য বিক্রয়ের জন্য এ কেন্দ্র থেকে সার্বিক সহায়তা পেয়ে থাকেন। প্রকল্পের আওতায় ৩৫ টি উপজেলায় সর্বমোট ৪৫৮টি দল গঠন করা হয়েছে। উৎপাদন ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত দরিদ্র সুফলভোগীদেরকে মাত্র ৬% সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে বিনা জামানতে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এজন্য প্রকল্প ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে এবং জুন,২০১৩ পর্যন্ত ৪ কোটি ৯৯ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। আদায়যোগ্য ঋণের আদায়ের হার ১০০%।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) এর নেতৃত্বে পরিকল্পনা কমিশন, আই এমইডি এবং বিআরডিবি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি মে, ২০১৩ সারে সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে ২য় মেয়াদে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের সুপারিশ করে। এডিপি সভার সিদ্ধান্ত অনুসরণে প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে ডিপিপি দাখিল করা হয়েছে যা ২০১৩-১২১৪ বছরের উন্নয়ন প্রকল্পের সবুজ পাতায় ১ নম্বর অগ্রাধিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২০১২-২০১৩ সনে প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপ:-

সারণি-৫.১৩: প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রঃ নং	কর্মকান্ড	ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা	২০১২-১৩		ক্রমবর্ধিত অগ্রগতি জুন/২০১৩ পর্যন্ত
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১	জনবল নিয়োগ (জন)	৮২			৮২ (১০০%)
২	প্রশিক্ষক নিয়োগ (জন)	১৪০			১৪০ (১০০%)
৩	প্রশিক্ষণার্থী জরীপ/নির্বাচন (সংখ্যা)	১৫৩ ইউনিয়ন)			১৫৩ (১০০%)
৪	প্রশিক্ষণ প্রদান (সংখ্যা)	২৮৫১২ জন	৬৬০৯	৬৭২৮	২৮৬২০ (১০০%)
৫	প্রশিক্ষণ হল নির্মাণ (সংখ্যা)	১৮			১৮ (১০০%)

(ছ) উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি):

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড পরিচালিত উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি) ১৯৮৬ ও ৮৭ সাল হতে কাজ করছে। প্রাথমিক পর্যায়ে মাত্র ৬টি উপজেলায় কার্যক্রম শুরু হলেও বর্তমানে ৫টি জেলার ২৭টি উপজেলায় এর কার্যক্রম বিস্তৃত। জেলাসমূহ হল ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ ও শরীয়তপুর। ১৯৮৬-৮৭ সাল হতে ২০০২ ও ২০০৩ সাল পর্যন্ত সিডা ও সরকারি অর্থে পরিচালিত হলেও ২০০৩ সালের ১ জুলাই হতে কর্মসূচিটি সম্পূর্ণ নিজস্ব আয় দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পটির মোট অর্থ বরাদ্দের পরিমান(৩য় পর্যায়) ছিল ৯০৪১.৭৮ লক্ষ টাকা। উক্ত বরাদ্দ হতে অবমুক্তির পরিমাণ ৮৭৪২.২৬ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের পরিমান ৮৭৭৯.২৬ লক্ষ টাকা। অতিরিক্ত ৩৭.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্পের নিজস্ব আয় থেকে নির্বাহ করা হয়েছে। কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করে পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষন শেষে ঋণ সুবিধা প্রদান, নিয়মিত সঞ্চয় জমার মাধ্যমে পুঁজি গঠন করে সদস্যদের আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করা । আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রায় ২,৭৯২ জন সদস্য ইতোমধ্যেই আত্মনির্ভরশীল হয়েছে, যাকে দারিদ্র্য বিমোচনের ভাষায় ''গ্রাজুয়েট সদস্য'' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারা এখন অন্যের প্রতিষ্ঠান কিংবা বাড়ীতে কাজ না করে নিজের প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী/কর্মী রেখে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে।

পিইপি'তে কর্মকর্তা, মাঠকর্মী এবং কর্মচারী মিলিয়ে বর্তমানে ৬৭০ জন কর্মরত। সকলে সরকারি বেতন স্কেলের আর্থিক সুবিধা ভোগ করছে। সাম্প্রতিককালে প্রতিষ্ঠানটি আয় থেকে বেতন ভাতা ও পরিচালনা খাতে প্রায় ১৩ কোটি ৫৪ লক্ষ ৮২হাজার টাকা ব্যয় করার পরও ২৪ লক্ষ টাকা নীট মুনাফা অর্জন করেছে, যা প্রতিষ্ঠানটিকে আরও শক্তিশালী করেছে। নিম্নে পিইপি'র সাংগঠনিক এবং সামগ্রিক কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরা হলো:

চিত্র-:- বাঁশের ঝুড়ি তৈরীর কার্যক্রম, গৌরনদী, বরিশাল

সাংগঠনিক ও ঋণ কার্যক্রম :

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃনং	কর্মকান্ডের নাম	২০১২ ও১৩ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা	২০১২ ও ১৩ অর্থ বছরের অগ্রগতি	শুরু থেকে জুন'১৩পর্যন্ত অগ্রগতি
১.	দল গঠন (সংখ্যা)	১৫০	১৬৭	১২৮১৯
২.	সদস্য ভর্তি (সংখ্যা)	৯০০	১১০৬০	৩৯৪৪৩০
৩.	সঞ্চয় জমা	৯০০.০০	৯৬৭.৮২	৯৬২৭.৬৯
৪.	ঋণ বিতরণ	১৫৫০০.০০	১৫৭৫০.৯৬	১৫৮০২৭.৬৫
৫.	ঋণ আদায়	১৫৯৩২.৮৪	১৫৩৮৯.৪৬	১৪৯০৭৬.৩৩
৬.	আদায়ের হার	-	৯৭%	৯৯%
৭.	প্রশিক্ষণ	১০০	৫৯	১৬৪৬৪
৭.১	কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ	১৩৫০০	১৩৩২০	৬৭৭০৯২
৭.২	সুবিধাভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণ			
৮.	অন্যান্য কার্যক্রম			
৮.১	হস্তচালিত নলকূপ সরবরাহ			
৮.২	জলাবদ্ধ পায়খানা বিতরণ			
৮.৩	নার্সারী স্থাপন			

পিইপি'র আইসিটি কার্যক্রম:

পিইপি'র সদস্যদের ঋণ বিতরণ ও আদায়ের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, ঋণ সংক্রান্ত ব্যাপক কর্মকান্ডের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং মাঠ সংগঠক, উপজেলা দপ্তর ও জেলা দপ্তর সমূহের ঋণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের জন্য ২০০১-২০০২ সাল থেকে পিইপিতে কম্পিউটারাইজড ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে। কর্মসূচির অধীনে ২৭টি উপজেলা, ৫টি জেলা এবং কর্মসূচির সদর দপ্তরে কম্পিউটার ব্যবহারের ব্যবস্থা রয়েছে। কর্মসূচির ঋন ও সঞ্চয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিজস্ব কতিপয় সফটওয়্যার রয়েছে, যার মাধ্যমে সকল প্রকার হিসাব নিকাশ সম্পাদিত হয়। তাছাড়া পিইপির সদর দপ্তরে রক্ষিত সার্ভারের মাধ্যমে প্রত্যেক উপজেলা ও জেলা দপ্তরের সাথে কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। উক্ত নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে পিইপি'র আওতাভুক্ত সকল জেলা, উপজেলা ও সদর দপ্তরের তথ্য আদান প্রদান করা হয়।

অন্যান্য কর্মকান্ড (২০১২-২০১৩)

ক) হস্তচালিত নলকূপ বিতরণঃ ৪৫৬টি

খ) লেট্রিন বিতরণঃ ২১৬৬টি

(জ) পল্লী প্রগতি প্রকল্প (পিপিপি) :

পল্লী প্রগতি প্রকল্প বিআরডিবি'র অন্যতম একটি বৃহৎ দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প। মোট ১৪৯৬৭.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয় নির্ধারণ করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ জুলাই,২০০০ এ শুরু হয়ে সমাপ্ত হয় ২০০৮ এ। বর্তমানে নিজস্ব ব্যবস্থাধীনে ও অর্থায়নে প্রকল্পটি দেশের ৪৭৬টি উপজেলায় ৪৭৬টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিত্তহীন জনগোষ্ঠী ছাড়াও পল্লীর ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী কৃষকদের অভীষ্ট করে প্রকল্পটি দারিদ্র্য বিমোচনে সুদুর প্রসারী প্রভাব রাখছে।

উদ্দেশ্য:

পল্লী অঞ্চলে ব্যবহারযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সম্পদের সমন্বিত ব্যবহার করে গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নতি সাধন করা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষিত করার পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করে দারিদ্র্য বিমোচন করা ও শহরে অভিগমনের প্রবণতা হ্রাস করা, সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পল্লীঅঞ্চলের কৃষি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা, পরিবার কল্যান, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদিসহ সকল সেবার প্রত্যাশিত মান নিশ্চিত করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার সহদেবপুর ইউনিয়নে
কর্মরত কামারগণ বটি, ছুরি, কাস্তে তৈরীর কাজে ব্যস্ত।

সারণি: পল্লী প্রগতি প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	কার্যক্রম	২০১২-২০১৩সনের		ক্রমপুঞ্জিত (৩০/৬/১৩পর্যন্ত)
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১.	দল গঠন (সংখ্যা)	১২০	৪৮	১০৫৫৫
২.	সদস্য অন্তর্ভুক্তি (সংখ্যা)	৫৪০০	২৮৬৮	২৭৬১২৮
৩.	সঞ্চয় জমা	১৪৪.০০	১৪৫.১২	২১৩৪.৯৭
৪.	ঋণ বিতরণ	৬৪৩২.০০	৪০২৪.২৬	৪৬৩৭৪.৭৬
৫.	ঋণ আদায়	৯৭২৫.৪১	৩৭১৬.৪৪	৩৬৩২৯.১৫
৬.	প্রশিক্ষণ (জন)			৯৪৩৪৩
৭.	নির্মাণ			
৭.১	উপজেলা পল্লীভবন মেরামত/সংস্কার(সংখ্যা)			৩৩৯
৭.২	গ্রামীণ বৈঠকখানা নির্মাণ (সংখ্যা)			১৬

(ঝ) সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক):

দরিদ্র নিরসনে সরকারি প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিআরডিবি ১ জুলাই, ২০০৩ থেকে ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষী উন্নয়ন কর্মসূচি, সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) এবং দারিদ্র্য বিমোচনে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি (দাবিমআক) নামক ৩টি কর্মসূচির বাস্তবায়ন কাজ শুরু করে। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ জুলাই, ২০০৬ সালে উল্লেখিত ৩টি কর্মসূচি একীভূত করে সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) হাতে নেয়া হয়। কর্মসূচিটি বর্তমানে দেশের ৪৪৯টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

উদ্দেশ্য:

পল্লী এলাকায় বিত্তহীন জনগোষ্ঠীকে (পুরুষ ও মহিলা) অনানুষ্ঠানিক দলে সংগঠিত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবনযাত্রার গুণগত মান উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও নিজস্ব সঞ্চয় জমার মাধ্যমে সহায়ক পুঁজি গঠন, আয়বর্ধক কর্মকান্ড ভিত্তিক ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, মহিলাদের সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি করা কর্মসূচির মুখ্য উদ্দেশ্য। এছাড়া বিআরডিবি'র সমাপ্ত সকল প্রকল্প পর্যায়ক্রমে সদাবিকের সাথে একীভূত করে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধারাবাহিক সেবা অব্যাহত রাখা সদাবিক গঠনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

মাগুরার সদর উপজেলার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বেগম শরিফা বিস্কুট তৈরীতে ব্যস্ত।

সারণিঃ কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	২০১২-২০১৩সনের		ক্রমপুঞ্জিত (৩০/৬/১৩পর্যন্ত)
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১.	দল গঠন (সংখ্যা)	০	০	১৯৭৫০
২.	সদস্য অন্তর্ভুক্তি (সংখ্যা)	০	৩৯৮৭	৫০১২৮৫
৩.	সঞ্চয় জমা	৩৫০.০০	১৫.৩৯	৫৫৮২.৪৬
৪.	ঋণ বিতরণ	১৩৩০০.০০	৯৩৩৭.৯৪	৯৭৪৪৫.০৮
৫.	ঋণ আদায়	১৭৭৭৪.১৩	৮৫৭৭.৭৭	৭৭০০২.০৭
৬.	আদায়ের হার			৯০%

(ঞ) অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ ও আত্ম কর্মসংস্থান কর্মসূচি:

বাংলাদেশ সরকার অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে ''অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি'' বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে। কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এর মধ্যে বিগত ৩ অক্টোবর,২০০২ সালে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। তদানুযায়ী মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত 'ক্ষুদ্র ঋণ নীতিমালা' অনুসরণে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের মধ্যে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিআরডিবিকে ২০০৩-০৪ থেকে এ পর্যন্ত মোট ২৫ (পঁচিশ) কোটি টাকা ঋণ ছাড় করা হয়। সরকার প্রদত্ত তহবিলের সাথে ৪% প্রবৃদ্ধি হিসাবে ১০৯.৩৯ লক্ষ টাকা যুক্ত হয়ে ৩০/৬/১১ তারিখে মোট তহবিল দাঁড়িয়েছে ২৬০৯.৩৯ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের পোষ্যদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

সারণি-৫.১১: প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	কার্যক্রম	২০১২-১৩সনের		ক্রমপুঞ্জিত (৩০-৬-১৩ পর্যন্ত)
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১.	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও পোষ্য (সংখ্যা)	৫৭১২০	১৩৭	৪৩৫৮৩
২.	ঋণ গ্রহীতা সদস্য	১০০০	১০৬১	২৫৩৩৭
৩.	ঋন বিতরণ	১৬৩৫.০২	২৪৬.২৪	৪২২৬.৩১
৪.	ঋণ আদায়	১৭৭৬.৮৯	-	২১৩৪.৬১
৫.	আদায়ের হার	-		৬০%

(ট) পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পঃ

আঞ্চলিক ব্যতিক্রমধর্মীতা ও পাহাড়ী বৈশিষ্ট্যের কারণে পাবর্ত্য অঞ্চল অনেকটা ভিন্ন প্রকৃতির এবং সে কারণে এই অঞ্চল দেশের অন্য যে কোন অঞ্চলের তুলনায় পশ্চাদপদ ও অনগ্রসর। এ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের এ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নতি বিধানকল্পে বাংলাদেশ সরকার বিআরডিবি'র মাধ্যমে ''পার্বত্য চট্টগ্রাম আর্থ সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প'' জুন, ১৯৯২ থেকে জুন, ১৯৯৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করে। কর্মসূচিটি ১৫১.৩১ লক্ষ টাকা ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিলের মাধ্যমে সমাপ্তির পরেও পরিচালিত হয়ে আসছিল। পরবর্তীতে প্রকল্পটির অধিকতর সহায়তার বিষয়টি আবার আলোচনায় আসে এবং তদানুযায়ী জানুয়ারি, ১৯৯৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০০০ সাল পর্যন্ত ''পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প'' শিরোনামে ২য় দফায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে প্রকল্পের মেয়াদ পুনর্বৃদ্ধির জন্য উৎসাহিত করে। পরবর্তীতে প্রকল্প দু'টি ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে একীভূত করে ''পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প'' শিরোনামে বাস্তবায়ন শুরু হয়। বর্তমানে প্রকল্পটির মোট ঋণ তহবিলের পরিমাণ ৪২৬.৩১ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য: ভূপ্রকৃতি ও প্রাকৃতিকভাবে ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক উন্নয়ন করাই এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

সারণিঃ কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	কার্যক্রম	২০১২-১৩ সনের		ক্রমপুঞ্জিত (৩০-৬-১৩ পর্যন্ত)
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১.	দল গঠন (সংখ্যা)	০৭	০৩	৮৫৩
২.	সদস্য অন্তর্ভুক্তি (সংখ্যা)	১৬০	১২২	৮,৭৯৩
৩.	সঞ্চয় জমা	২০.০০	১৭.২০	১৮৪.৩৫
৪.	ঋণ বিতরণ	৩৬০.০০	২৮২.২৮	৩৭২১.৪০
৫.	ঋণ আদায়	৩৯৪.৩৮	২৮৪.৮৯	৩৩০৮.১১
৬.	আদায়ের হার		৬৬%	

(ঠ) পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক) :

দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে গৃহিত পল্লীদারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির ১ম পর্যায়ের (জুলাই /৯৩-জুন/৯৮) বাস্তবায়ন কাজ জুন/৯৮ এ সমাপ্ত হয়। লক্ষ্য অর্জনে ইতিবাচক অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে কর্মসূচির ২য় পর্যায়ের বাস্তবায়ন জুলাই/৯৮ থেকে শুরু হয় এবং তা জুন/২০০৫ এ সমাপ্ত হয় স্ব-ব্যবস্থাপনায় কর্মসূচিটি বর্তমানে দেশের ২২টি জেলার ১২৩টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭০৬৬.০০ লক্ষ টাকা। অর্থ অবমুক্তির পরিমাণ ১৬৯৮১.৫০ লক্ষ টাকা এবং অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ ১৬৯৭২.৩৭ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য:

পল্লীর দারিদ্র্য ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে (পুরুষ ও মহিলা) অনানুষ্ঠানিক দলে সংঘবদ্ধ করে দক্ষতা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের সার্বিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কর্মসূচির উদ্দেশ্য।

চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলায় পদাবিক প্রকল্পের আওতায় পাচি বোনা কর্মকান্ড

পদাবিক এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	২০১২ ও ২০১৩ সনের		ক্রমপুঞ্জিত (৩০/৬/১৩পর্যন্ত)
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
	সাংগঠনিক কার্যক্রম			
১.	দল গঠন/সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৫০০	১১২	১৫২৭২
২.	সদস্য/সদস্যা ভর্তি (সংখ্যা)	১৫০০০	৮০০৮	৪৪১৫৭৩
৩.	সঞ্চয় জমা	৮০০.০০	৫১৭.৪০	৮৩২১.৪০
৪.	ঋণ বিতরণ	১৫৭০০.০০	১৩২৫৪.২৭	১৫৮১৮১.৯৬
৫.	ঋণ আদায়	১৬০৭২.৫৪	১৩৩৪৪.৯৮	
	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (সংখ্যা)			
১.	সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণ			১০৫১৭৮২
২.	কর্মী প্রশিক্ষণ			৩৯৮১

সম্প্রসারণ কার্যক্রম

কৃষক ও বিত্তহীন জনগোষ্ঠীর টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচি এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে বিবিধ সম্প্রসারণমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এ সমস্ত কর্মকান্ডের মধ্যে বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, পশুপাখির টিকাদান, জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, উন্নত চুলার সম্প্রসারণ, নার্সারী প্রতিষ্ঠা, স্বাস্থ্যপুষ্টি প্রভৃতি অন্যতম। নিম্নের সারণীতে বিআরডিবি'র বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক কর্মকান্ডের বিবরণ তুলে ধরা হলো:

সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের আওতায় নার্সারী প্রতিষ্ঠা

সারণিঃ কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্রঃনং	কার্যক্রম	২০১২-১৩ এর		ক্রমপুঞ্জিত (৩০-৬-১৩ পর্যন্ত)
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১.	বৃক্ষরোপণ (গাছের চারা রোপন)	৭১.৭০লক্ষ	৫৩.২০ লক্ষ	২১৭২.১১ লক্ষ
২.	মৎস চাষ (মাছের পোনা ছাড়)	৫০.২২লক্ষ	৫২.৩৪ লক্ষ	৪৪৭৮.১৮ লক্ষ
৩.	গৃহপালিত পশুপাখির পরিচর্যা (পশুপাখির টিকাদান)	১৪.৯৭লক্ষ	৮.৬৫ লক্ষ	৩১৯৭.৭৩ লক্ষ
৪.	জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন(সংখ্যা)	১৫৩৫০০টি	১৪৪৫১২টি	১৮৬৬৯৯২টি
৫.	উন্নত চুলা তৈরী ও সম্প্রসারণ(সংখ্যা)	৩২০০টি পরিবার	২২৬৩টি পরিবার	৪৯০৯৩৬টি পরিবার

৬. বিআরডিবি'র কর্মকান্ডের কার্যকারিতা ও সাফল্যের নির্দেশক হিসেবে কয়েকটি সমীক্ষা প্রতিবেদনের মন্তব্যের উদ্ধৃতাংশ:

ক) ১৯৮০-৮১ সনে বিশ্বব্যাংক ও জিওবি'র যৌথ পরিচালিত সমীক্ষায় পল্লী উন্নয়নে আইআরডিপি'র কর্মকান্ড সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য সন্নিবেশিত হয়:

(i) Good communication system between farmers & UCCA through weekly meetings, Managing Committee & training sessions.

(ii) Ready availability of credit of both MT & ST toward irrigation equipment & other inputs.

(iii) Closer farmer supervision of UCCAs.

খ) জনাব হাসনাত আবদুল হাই তাঁর Cooperatives, Comilla & After (BRDB 1993) পুস্তকে বিআরডিবি'র কর্মকান্ড সম্পর্কে উল্লেখ করেন "it is doubtful if the HYV based, rice technology could spread as fast as widely it did in the late sixties & seventies in the absence of organizational framework of the two-tier cooperatives".

গ) সম্প্রতি বিআইডিএস কর্তৃক বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম সমীক্ষা করে নিম্নোক্ত মন্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে:

- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নেতৃত্ব এবং social mobility ক্ষেত্রে বিআরডিবি'র সাফল্য প্রশংসনীয়; শিক্ষার হার কার্যক্রম এলাকায় ৬৪% এবং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ৫২%।
- অকৃষি কার্যক্রমে যুক্ত ব্যক্তিদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃজনের বৃদ্ধিজনিত হার লক্ষ্যনীয়; কার্যক্রম এলাকায় ১৮% এবং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ৯%।
- সামাজিক সচেতনতা, নারীর ক্ষমতায়নের হার উৎসাহজনক।
- বিআরডিবি'র ভোক্তা শ্রেণীর জমির মালিকানা অর্জনের হার ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী। ইহা আয় বৃদ্ধি ও সম্পদ আহরণের অন্যতম নির্দেশক; কার্যক্রম এলাকায় ৪০% এবং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ২৭%।
- খাদ্য নিরাপত্তার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় দরিদ্র্যতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে; দিনে দুবেলা খাবার গ্রহণের হার কার্যক্রম এলাকায় ৮০% এবং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ৬৯%।
- বিআরডিবির কর্মচাঞ্চল্যের সুবাদে সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় সম্পদ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করেছে; কার্যক্রম এলাকায় ৯৫% এবং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ২৮%।
- বিআরডিবি'র দারিদ্র্য বিমোচনের কার্যক্রমের ফলে দরিদ্র্যতা নিরসন ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় উন্নয়ন ঘটেছে; কার্যক্রম এলাকায় ২৪% এবং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ৩৫.৫% (মধ্যম)। নিম্ন দারিদ্র্য রেখা কার্যক্রম এলাকায় ১৬% এবং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ২৬%।
- বিআরডিবি'র সার্বিক কর্মকান্ডের ফলে জাতীয় পর্যায়ে জিডিপিতে বিআরডিবি'র অবদানের পরিমান হচ্ছে প্রায় ১.৯৩%।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

দেশের সর্ববৃহৎ সরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কৃষি প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে পিআরএস/সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা (MDGs) অর্জনে সর্বোতভাবে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের উন্নয়ন নীতি এবং এমডিজি'র লক্ষ্যার্জনে বিআরডিবি'র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় নিম্নের বিষয়গুলোর উপর অগ্রাধিকার দেয়া হবে:

(১) সকল পর্যায়ে শৃংখলা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা তথা সু-শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিআরডিবি'র প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;

(২) প্রাথমিক পর্যায়ে Local Area Network (LAN) এবং পর্যায়ক্রমে Wide Area Networking (WAN) সম্প্রসারণের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির (IT) সম্প্রসারণ ও ফাইল সেবা এবং প্রশিক্ষনের মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা এবং উন্নত ও আধুনিক পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির সেবার মান বৃদ্ধি;

(৩) দ্বি-স্তর সমবায় তথা মূল কর্মসূচিতে বিদ্যমান সমস্যা দূর করে কর্মসূচিকে আরও সুদৃঢ় ও সুসংহতকরণ। সরকারের রাজস্ব খাতভুক্ত আবর্তক কৃষি ঋণ কর্মসূচির ক্রমাগত শক্তিশালীকরণ ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ;

(৪) ঘূর্ণিঝড় ও দারিদ্র্য প্রবণ এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য পৃথক এলাকায় নির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৫) সকল ঋণ কার্যক্রম ডিজিটালাইজডকরণ;

(৬) পরবর্তী উন্নয়ন দৃষ্টিভংগীর আদলে চলমান কার্যক্রম পরিদর্শন করা সহ ধারণা-জ্ঞান আদান প্রদানের মাধ্যমে কর্মকান্ডের গুনগত মানোন্নয়নকরণ;

(৭) সুষ্ঠু Manpower planning এর মাধ্যমে বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রতিশ্রুতিশীল মানসিকতা সৃষ্টিকরণ (Well committed);

(৮) ডিজিটালাইজড ফাইলিং সিস্টেম চালু;

(৯) সকল উন্নয়ন প্রকল্প বিশেষ করে ক্ষুদ্রঋণ/কর্মসূচি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রজেক্ট এ্যাপ্রোচ এর পরিবর্তে প্রোগ্রাম এ্যাপ্রোচে রূপান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ। এছাড়া কর্মসূচির সুদ কাঠামো ও কর্ম কৌশল সমরূপকরণ;

(১০) সকল উন্নয়ন প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য সামাজিক খাত বিশেষ করে স্বাস্থ্য পুষ্টি, নিরাপদ পানি ও সেনিটেশন, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রভৃতি সামাজিক খাতের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে নিরাপত্তা বেষ্টনীর সুরক্ষাকরণ।

বর্ণিত লক্ষ্য অর্জনে বিআরডিবি'র পক্ষ হতে ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রস্তুত ও দাখিল করা হয়েছে। অবশিষ্ট প্রকল্পসমূহ অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৮টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে যার বিবরণ নিম্নরূপ:

১) দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য "অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি" (২য় পর্যায়)

২) "দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান প্রকল্প" (IRESPPW)

৩) "Initiative for Development, Empowerment, Awareness and Livelihood (IDEAL)"

৪) "পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)"

৫) "সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প"

৬) "বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স(বর্তমানে বাপার্ড), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প"

৭) "অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ পিআরডিপি-২(২য় পর্যায় সংশোধিত)"

৮) "উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উহদকনিক)"

৪.৩ সমবায় অধিদপ্তরের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের প্রতিবেদন :

সমবায় অধিদপ্তর এর আওতায় নিবন্ধিত সমবায় সমিতিসমূহ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অর্জনে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলেছে। নিবন্ধিত মোট সমবায় সমিতি ১,৮৬,১৯৯ টি। এ সকল সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা প্রায় ৯৩.৫০ লক্ষ জন এবং মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৬৯৪৪.২০ কোটি টাকা। এ বিপুল সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলো দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। উন্নয়ন কৌশলের অংশ হিসেবে অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। উক্ত ধারাবাহিকতায় বর্তমানে সমবায় অধিদপ্তর ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, মহিলা ও কৃষকদের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। মানব সম্পদ উন্নয়নেও সমবায় অধিদপ্তর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও ১০ টি আঞ্চলিক সমবায় ইনষ্টিটিউট এর মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সমবায়ীদের বিভিন্ন বিষয়ের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আইন ও বিধির আওতায় নতুন সমবায় সমিতি সংগঠন, নিবন্ধিত সমবায় সমিতিসমূহের পরিচর্যা, সমবায় সমিতির হিসাব নিরীক্ষণ, সমবায় সমিতির নির্বাচন, বিবাদ নিষ্পত্তি ইত্যাদি।

উল্লিখিত কার্যক্রম ছাড়াও সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করে থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ন প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অংগ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সমবায় অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এ ছাড়া স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নেও সমবায় অধিদপ্তর সহযোগী সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

২০১২-১৩ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম (জুলাই'১২ হতে জুন'১৩পর্যন্ত) :

১। **নতুন সমিতি সংগঠন:** সমবায় অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব বিভিন্ন পেশার জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে নতুন নতুন সমবায় সমিতি সংগঠন। ২০১২-১৩ সালে সমবায় অধিদপ্তরে ১২,৩৪৫ টি নুতন প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং ১৬ টি নুতন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি নিবন্ধন করা হয়েছে।

২। **সমিতির নিবন্ধন বাতিল:** কিছু কিছু সমবায় সমিতি নিবন্ধনের পর এক পর্যায়ে নিষ্ক্রিয় বা অকার্যকর হয়ে যায়। তখন অবসায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অথবা সরাসরি এ সকল সমিতির নিবন্ধন বাতিল করা হয়। ২০১২-১৩ সালে মোট ১০,৬৪৪ টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং ৪ টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে। নতুন সমিতি নিবন্ধন ও অকার্যকর সমিতির নিবন্ধন বাতিলের পর ২০১২-১৩ বছর শেষে সর্বমোট সমবায় সমিতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৮৬,১৯৯ টি যার মধ্যে ১,৮৫,০৬৪ টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি, ১,১১৩ টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও ২২ টি জাতীয় সমবায় সমিতি।

৩। **সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা:** ২০১২-১৩ সালে নতুন সমিতি নিবন্ধন ও পুরনো সমিতিতে নতুন সদস্য ভর্তির মাধ্যমে সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৫,৫৯,৪২৯ জন। অপরদিকে নিবন্ধন বাতিলের ফলে সদস্য সংখ্যা হ্রাস পায় ৪,০৬,৬৫৯ জন। ফলে ছিল ৯১,৯৪,৭৮৭ জন এবং ২০১২-১৩ সালে বছরের শেষে সমবায় সদস্য ব্যক্তি সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১,৫৪,৭৭০ জন। ২০১১-১২ সালে সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা হয়েছে ৯৩,৪৯,৫৫৭ জন।

৪। **সমবায় সমিতির অডিট:** সমবায় অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ হল নিবন্ধিত সমবায় সমিতির হিসাব অডিট করা। এ অডিট কার্যক্রমের মাধ্যমে সমবায় সমিতির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। ২০১২- ১৩ সালে মোট ১,০১,১১৪ টি সমবায় সমিতির হিসাব অডিট করা হয়েছে। যার মধ্যে ৯৯,৯৯২ টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি, ১,১০১ টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও ২১ টি জাতীয় সমবায় সমিতি।

৫। **প্রশিক্ষণ:** সমবায় সমিতির সদস্য ও সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সমবায় অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে একটি জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও ১০ টি আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট কাজ করে যাচ্ছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের ২০১২-১৩ সালের প্রশিক্ষণ অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক) **বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট:** বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও ১০ টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে রিফ্রেসার্স কোর্স, নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কোর্স, সমবায় ব্যবস্থাপনা কোর্স, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যদের এবং নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

২০১২-১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের প্রশিক্ষণ অগ্রগতি নিম্নরূপ:

বছর	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি		অগ্রগতির হার (প্রশিক্ষণার্থী)
	কোর্স	প্রশিক্ষণার্থী	কোর্স	প্রশিক্ষণার্থী	
২০১২-১৩	২৪৫	৬৫৬৯	২৬৯	৬৮৫৮	১০৪%

খ) **ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ:** সমবায় ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট জেলা পর্যায়ে নির্ধারিত প্রশিক্ষন কারিকুলাম অনুসারে সমিতি পর্যায়ে সমবায়ীগণকে সমিতি পরিচালনা, হাঁস মুরগি ও গবাদি পশু পালন এবং জাতীয় কর্মসূচি যেমন বৃক্ষরোপণ, স্যানিটেশন, যৌতুক বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবসহার উন্নয়নের পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপ:-

বছর	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		অগ্রগতির হার
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
২০১২-১৩	১,৬৩,৫৩২	১,৪১,৫২৭	৮৭%

৬। **অডিট ফি ও নিবন্ধন ফি আদায়:** সমবায় অধিদপ্তর সরকারি রাজস্ব আয়ে ভূমিকা পালন করে আসছে। সমবায় সমিতি নিবন্ধনের সময় নিবন্ধন ফি আদায় করা হয়। অপরদিকে সমিতির অডিট করার পর সমিতি হতে নির্দিষ্ট হারে অডিট ফি আদায় করা হয়ে থাকে। ২০১২-১৩ সালে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধন ফি হিসাবে ২৯.৫৯ লক্ষ টাকা ও অডিট ফি হিসাবে ২৫৫.৪৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ২৮৫.০৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।

৭। **ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা:** আশ্রয়ণ প্রকল্পের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম সমবায় অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুনর্বাসিত পরিবার সমূহের সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে পুনর্বাসিত জনগোষ্ঠিকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য এদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়। ২০১২-১৩ বছরে এ কার্যক্রমের আওতায় ১২.৫৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং আদায় করা হয়েছে ১২.২৪ কোটি টাকা। এ পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত) আশ্রয়ণ প্রকল্পে সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে ৭৫.০৪ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৫০.১৫ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

৮। **আইন প্রণয়ন:** সমবায় সমিতি আইন/০১ (সংশোধিত-২০০২) প্রয়োজনীয় সংশোধন/সংযোজন করে সমবায় বান্ধব করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটি বিভিন্ন পর্যায়ে খসড়া প্রস্তুত পূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন, এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ সভায় অনুমোদিত হয়ে তা সংসদে উপস্থাপিত হয়। বিষয়টি অধিকতর পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটিতে সংসদ কর্তৃক প্রেরণ করা হয়। বিগত ০১/০১/২০১৩ তারিখে নবম জাতীয় সংসদের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে 'সমবায় সমিতি (সংশোধন) বিল, ২০১২' পরীক্ষান্তে রিপোর্ট চুড়ান্ত করণের লক্ষ্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ অনুমোদিত হয়ে ১৭/০২/১৩ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিদ্যামান সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর সংশোধন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০১৩ প্রণয়ণের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে ০৩ টি সভা এবং পরবর্তীতে সমবায় সমিতি বিধিমালার উপর সমবায়ীদের সাথে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে প্রণীতব্য এ সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০১৩ এর চুড়ান্ত করণের অপেক্ষায় আছে।

২০১২-১৩ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমের বিবরণ-

১. গারো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১২) :

উদ্দেশ্য:

১। সামাজিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে গারো সম্প্রদায়কে সচেতন করে তোলা।

২। কর্মসংস্থানসহ বিবিধ অর্থনৈতিক সুযোগ গ্রহণের লক্ষ্যে গারো সম্প্রদায়কে আত্মবিশ্বাসী ও সক্ষম করে তোলা।

৩। গারো সম্প্রদায়ের নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার সাথে সংগতিপূর্ণ পেশা যেমনঃ কৃষি, পশুপালন এবং হস্তশিল্প ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং স্থানীয় পর্যায়ে মাছ, মাংস (গরু, ছাগল, শুকর) ও শাক সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি।

৪। গারো সম্প্রদায়ের সামর্থ্য ও সম্ভাবনার উৎপাদনমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৫। গারো সম্প্রদায়ের নাজুকতা (Vulnerability) হ্রাসকরণ।

কার্যক্রম:

বৃহত্তর ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল, শেরপুর, নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহ জেলার ৬ টি গারো অধ্যুষিত উপজেলা মধুপুর, ঝিনাইগাতি, দুর্গাপুর, কলমাকান্দা, হালুয়াঘাট ও ধুবাউড়া উপজেলায় আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উল্লেখিত ৬টি উপজেলায় মোট ২৪০০ পরিবার (যাদের বাৎসারিক আয় ২৫,০০০ টাকার মধ্যে) নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটি সুবিধাভোগী নির্বাচনী জরিপ চালানো হয়। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অনুমোদনের ভিত্তিতে উপযুক্ত জনবল সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি কর্তৃক প্রণীত সুনির্দিষ্ট প্রশ্নমালার ভিত্তিতে সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয় এবং এসকল তথ্যের ভিত্তিতে সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ ও সম্পদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে সামাজিক ও তাদের জন্য উপযুক্ত আর্থিক কর্মকান্ড বিষয়ে সমবায় বিভাগসহ অন্যান্য জাতিগঠনমূলক বিভাগ এর সহায়তায় আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষিত সদস্যগণকে উপযুক্ততা অনুযায়ী নির্ধারিত আয়বর্ধক কর্মকান্ড (যেমন গরু, ছাগল, শুকর পালন, মৎস্য ও সবজি চাষ এবং হস্তশিল্প) পরিচালনার জন্য পরিবার প্রতি ২০,০০০ টাকা মূল্যমানের সম্পদ হস্তান্তর করা হয়েছে। উল্লেখিত সম্পদ আবর্তক তহবিল হিসেবে বিনা সুদে প্রদান করা হয়, তবে সমিতির নিজস্ব তহবিল গঠনের নিমিত্ত ২% সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। এছাড়া সম্পদের পরিবহন, আবাসন, চিকিৎসা, খাদ্য খরচ ও উপযুক্তক্ষেত্রে কার্যকরী মূলধন হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সুবিধাভোগীকে ৪,৬০০/- টাকার নগদ সহায়তা দেয়া হয়েছে। অভাবের কারণে যাতে সম্পদের অযত্ন বা বিক্রয়ের ঘটনা না ঘটে সে উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় রেখেই এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সম্পদের প্রকৃতি অনুযায়ী নির্ধারিত কিস্তিতে হস্তান্তরিত সম্পদের মূল্যমান অনুযায়ী টাকা আদায় করে ব্যাংক হিসাবে জমা করত উপযুক্ততার ভিত্তিতে পুনরায় বিতরণ করা হয়।

প্রকল্পটির মেয়াদ জুন, ২০১২-এ সমাপ্তির পর সম্পদ সহায়তার অর্থ আবর্তক তহবিল হিসেবে সুবিধাভোগীদের মাঝে বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।

সাফল্য:

এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের অনগ্রসর গারো সম্প্রদায়ের ২৪০০ পরিবারকে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদের পেশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্রেডে প্রশিক্ষণ ও সম্পদ সহায়তা প্রদান করে স্বাবলম্বী করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য সরকারীভাবে ইতোপূর্বে এ ধরনের প্রকল্প কখনও গ্রহণ করা হয়নি।

গারো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার উন্নয়ন প্রকল্প এর কার্যক্রমের কিছু উল্লেখযোগ্য ছবিঃ

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব প্রমোদ মানকিন, এমপি সুবিধাভোগীদের মাঝে চেক বিতরণ করছেন।

চেক হাতে দু'জন প্রবীন সদস্য

প্রাপ্ত ঋনের মাধ্যমে ক্রয়কৃত সম্পদ হাতে একজন উপোকারভোগী

একজন সুবিধাভোগী তার গৃহীত ঋণের ১ম সাইকেলের সফল সমাপ্তির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছেন।

২. সমবায় অধিদপ্তরের আইসিটি ও ই-সিটিজেন সার্ভিস উন্নয়ন প্রকল্প (মে, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪) :

উদ্দেশ্য:

১) সমবায় অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের দপ্তর এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে তথ্য-প্রযুক্তি সিস্টেমস প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও সফট্ওয়্যার ইন্সটলেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

২) একটি ডায়নামিক ওয়েবপোর্টাল চালুর মাধ্যমে সমবায় সমিতি নিবন্ধন ও সমবায় সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অন-লাইনে ডাউনলোড করার সুবিধা সম্বলিত ই-সিটিজেন সার্ভিস চালুকরণ;

৩) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সমবায় অধিদপ্তর ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহের মধ্যে একটি ডাটা-নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে অনলাইন তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা চালুকরণ;

৪) প্রধান কার্যালয়ের সাথে সকল জেলা সমবায় কার্যালয়ের সরাসরি অন-লাইন ডাটা কানেকটিভিটি স্থাপনের মাধ্যমে সমবায় সমিতির কম্পিউটার ভিত্তিক এমআইএস (সিবিএমআইএস) ব্যবস্থা উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষন এবং

৫) সমবায় অধিদপ্তরের বিদ্যমান জনবল ও সমবায়ীদেরকে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞানে সমৃদ্ধকরণ।

কার্যক্রম:

১) সমবায় অধিদপ্তরের আইসিটি সেলের জন্য ৬৪টি জেলা সমবায় কার্যালয় এবং ৫টি কম্পিউটার ল্যাবের প্রতিটিতে ১ জন করে মোট ৬৯ (৬৪+৫) জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ করা।

২) সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের দপ্তরের এর জন্য মোট ১০৬১টি কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও এক্সেসরিজ ক্রয় করা।

৩) সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ডাটাবেইজ সার্ভারের জন্য ৪ এমবিপিএস গতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হবে। জেলা সমবায় দপ্তরের ডাটা কানেকটিভিটি স্থাপন কল্পে ডাটা নেটওয়ার্ক স্থাপন। ঢাকা ব্যতীত সমবায় অধিদপ্তরের আওতাধীন ৬৩টি জেলা, ৬টি বিভাগীয় দপ্তর ও ১১টি সমবায় প্রশিক্ষন কেন্দ্রে ইন্টারনেট সংযোগ এবং ৪টি কম্পিউটার ল্যাবে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা।

৪) সমবায় অধিদপ্তরের ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মধ্যে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ডাটা আদান-প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংযোগ সেবা গ্রহণ করা।

৫) সমবায় অধিদপ্তরের সিবিএমআইএস এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন কল্পে প্রয়োজনীয় কারিগরি সেবা প্রদানের জন্য ১টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা।

১) ১টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে সমবায় সমিতির অনলাইন ইনফরমেশন ও ফর্ম ডাউনলোড সিস্টেম উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন করা হবে। সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য "ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি" উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষন কল্পে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা।

২) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের মধ্যে ডাটা কানেকটিভিটি সিস্টেম উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৩) ডাটাবেইজ ব্যবস্থাপনা ও ওয়েব ডিজাইন এর উপর ৩০ জন কর্মকর্তা ও সিবিএমআইএস অপারেশন কোর্সে ১৮০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং বেসিক কম্পিউটার অপারেশন কোর্সে ৮০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সমবায়ীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

সাফল্য:

বর্তমান সরকারের সময়কালে ভিজিটাল বাংলাদেশ এর লক্ষ্য অর্জনে সমবায় অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হিসেবে "সমবায় অধিদপ্তরের আইসিটি ও ই-সিটিজেন সার্ভিস উন্নয়ন" প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মোট ১৬৯১.১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পের মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের দপ্তরে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, সমবায় সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ ই-সিটিজেন সেবা চালুকরণ এবং দেশের সমবায় সমিতিগুলোর কম্পিউটার ভিত্তিক এমআইএস ও ডাটাবেইজ তৈরির মাধ্যমে সমিতি মনিটরিং এর বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সমবায় অধিদপ্তরের সকল বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা কার্যালয় এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়েছে। সমবায় সমিতিসমূহের কম্পিউটারভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এ ছাড়াও তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞানে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রায় ৪৬০ জন সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও ২০ সমবায়ীকে, ডাটা এন্ট্রি অপারেশন সম্পর্কিত বিষয়ে ১০০ জনকে এবং ১০ জন কর্মকর্তাকে Web design and development কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে সিবিএমআইএস ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

সমবায় অধিদপ্তরের আইসিটি ও ই-সিটিজেন সার্ভিস উন্নয়ন প্রকল্প এর কার্যক্রমের কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি:

ড. মিহির কান্তি মজুমদার, প্রাক্তন সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে সিবিএমআইএস ডাটা সেন্টার উদ্বোধনের চিত্র।

সমবায় অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত "সমবায় সেক্টরে আইসিটি উদ্যোগ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা" শীর্ষক সেমিনারের চিত্র

৩. সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪) :

উদ্দেশ্য:

১। গ্রামীণ দরিদ্র মহিলা ও বেকার যুবকদের জন্য লাভজনক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি।

২। সার্বিকভাবে দেশে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে বিদ্যমান ঘাটতি যা বছরে প্রায় ৫০০ কোটি লিটার তা পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনা।

৩। গর্ভবতী মা ও অল্পবয়স্কদের জন্য পূর্ণ ননীযুক্ত দুধ সরবরাহকরণ যা বাজারে দুষ্প্রাপ্য।

৪। প্রাথমিক সংগ্রহকেন্দ্রে কম্পিউটার ভিত্তিক দুগ্ধ বিশ্লেষনযন্ত্র প্রবর্তনের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদনকারীদের ন্যায্যমূল্য প্রদান।

৫। দুগ্ধ সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণে অনৈতিক প্রথা রোধকরণ।

৬। সমিতি পর্যায়ে গুণগত গো-খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মানসম্পন্ন দুগ্ধ সরবরাহকরণ।

৭। গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন।

৮। বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়।

৯। দেশীয় গ্রামীণ অর্থনীতি সুদৃঢ়করণ।

১০। দুগ্ধ পরিবহন ব্যয় হ্রাসকরণ।

১১। বছরব্যাপী দুধের সরবরাহ ও মূল্য স্থিতিশীলকরণ।

১২। জৈব সার ও বায়োগ্যাস উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ।

কার্যক্রম:

১। আলোচ্য প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী ১২৫ জন সদস্যের সমন্বয়ে একটি করে মোট ১,৫০০ লোককে সম্পৃক্ত করে ১২ টি সমিতি গঠন করার বিধান রাখা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের ও মিল্ক ভিটার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত জরিপ কমিটির মাধ্যমে এ সকল সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের পর সমিতির প্রত্যেক সদস্যকে ২টি করে উন্নতজাতের বকনা ক্রয়ের জন্য (৫০,০০০X২)= ১,০০,০০০/- টাকা করে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।

২। প্রত্যেক সমিতির জন্য একটি করে মাল্টিপারপাস শেড ভাড়া করা হয়েছে যা সমিতির অফিস, দুগ্ধ সংগ্রহ কেন্দ্র, গো-খাদ্য কারখানা ও সংরক্ষণাগার হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

৩। প্রতি সমিতিতে ১টি করে কম্পিউটার ভিত্তিক মিল্ক এনালাইজার সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৪। আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ মিল্ক প্রডিউসারস্ কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা) এর সাথে যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে মিল্ক ভিটা প্রয়োজনীয় পশু চিকিৎসা সহায়তা এবং দুগ্ধ শীতলীকরণ কারখানা স্থাপন করবে। মিল্ক ভিটার মাধ্যমে উৎপাদিত দুগ্ধের বাজারজাতকরণ করা হবে। এ বিষয়ে সমবায় অধিদপ্তর ও মিল্ক ভিটার সাথে সম্পাদিত এম ও ইউ তে উভয় পক্ষের দায়-দায়িত্ব উল্লেখ রয়েছে। উল্লেখ্য যে বর্তমানে মিল্ক ভিটার প্রক্রিয়াকরণ কারখানা অনেকাংশে অব্যবহৃত থাকছে।

৫। অধিকন্তু আলোচ্য প্রকল্প ছকে প্রত্যেকটি সমবায় সমিতির জন্য একজন প্যারাভেট এবং একজন ফ্যাসিলিটেটর নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে যারা সমিতির সদস্যদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করবে। প্রত্যেক সমিতি দৈনিক আনুমানিক ১৭৫০ লিটার করে দুগ্ধ উৎপাদন করবে যার মূল্য প্রায় ৬১,২৫০ টাকা। সে হিসেবে ১২টি সমিতি দৈনিক আনুমানিক ২১ হাজার লিটার দুগ্ধ উৎপাদন করবে যার মোট মূল্য দাড়াবে প্রায় ৭ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। এ হিসাব অনুযায়ী প্রতি বৎসর ২৬ কোটি ৮২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার দুগ্ধ উৎপাদিত হবে।

৬। এছাড়া প্রতি সমিতিকে ১টি করে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট সরবরাহ করা হবে। জৈব সার তৈরী ও প্যাকেটজাতকরণের ব্যবস্থাও আলোচ্য প্রকল্পে রাখা হয়েছে।

৭। সমিতির সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি দলের মাধ্যমে জৈব সার তৈরী ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যার ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

৮। ক্রয়কৃত বকনা দুধ দেয়া শুরুর পর হতে প্রতি দিন ১০০ টাকা হারে ঋণের কিস্তি আদায় শুরু হবে।

৯। কার্যক্রমের অধিকতর স্থায়ীত্বের নিমিত্তে ২% হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হবে।

১০। প্রকল্প সমাপ্তির পর সমবায় অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় তহবিলের অর্থ ব্যবহার করে দুগ্ধ খাতের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যহত রাখা হবে।

সাফল্য:

চাহিদার তুলনায় ব্যপক ঘাটতি, আমদানি নির্ভরশীলতা, লাভজনক আত্মকর্মসংস্থানের অভাব ইত্যাদি সমস্যার প্রেক্ষাপটে বর্তমান সরকার উন্নতজাতের গাভী পালনে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশের দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এরই ধারবাহিকতায় সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ প্রকল্প। মোট ২৩০১.৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় বিশেষভাবে নির্বাচিত ১,৫০০ সুবিধাভোগীকে ১২টি সমবায় সমিতির সদস্যভুক্ত করে প্রত্যেক সুবিধাভোগীকে ২টি করে উন্নত শংকর জাতের বকনা ক্রয়ের জন্য বিনা সুদে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা করে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া বকনাগুলোর ১ম গর্ভকালীন সময়ে লালন পালন খরচ বাবদ প্রত্যেক সদস্যকে ২২,০০০ (বাইশ হাজার) টাকা করে কার্যকরী মূলধন দেয়া হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১০২৩ জনকে গাভী/বকনা ক্রয়ের জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বৎসরে প্রায় ২৬ কোটি টাকা মূল্যের তরল দুধ উৎপাদিত করা সম্ভব হবে। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১২ জন ফ্যাসিলিটেটর নিয়োগ করা হয়েছে যারা সমিতির সদস্যদের/সুবিধাভোগীদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি মহিলা ও বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। প্রকল্পের কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যে স্থানীয় জনগণের মধ্যে ব্যপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে।

সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ প্রকল্প এর কার্যক্রমের কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি:

প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত বকনার সাথে আশাবাদী একজন মহিলা সুবিধাভোগী

গর্ভবতী বকনার সাথে একজন সফল সুবিধাভোগী

প্রকল্পের সুবিধাভোগী আত্মনির্ভরশীল উৎফুল্ল দম্পতি প্রতিদিন উৎপাদন করছেন ৪৪ লিটার দুধ

প্রকল্পের একজন সুবিধাভোগী গড়ে তুলেছেন ছোট একটি খামার। তার ৪টি বকনাই গর্ভবতী

৪. দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল এবং খুলনা জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৬):

উদ্দেশ্য:

১) গ্রামীণ মহিলা ও বেকার যুবকদের জন্য লাভজনক আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

২) দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে দুগ্ধের বার্ষিক উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য কমিয়ে আনা।

৩) গাভী/মহিষের জাত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা।

৪) জৈব সার তৈরী ও বাজারজাত করা।

৫) বায়োগ্যাস উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ করা।

৬) গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন করা।

কার্যক্রম:

১। প্রকল্পের আওতায় বিশেষভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে ২,৭৫০ জন সুবিধাভোগীকে ২২টি সমবায় সমিতির সদস্যভুক্ত করে প্রত্যেক সুবিধাভোগীকে ২টি করে উন্নতজাতের বকনা/গাভী/মহিষ ক্রয়ের জন্য (৫০,০০০×২)= ১,০০,০০০/- টাকা করে ঋন সহায়তা প্রদান হবে এবং প্রথম বৎসরের গাভী লালন-পালন খরচ বাবদ প্রত্যেককে ১০,০০০/- টাকা করে কার্যকরী মূলধন প্রদান করা হবে।

২। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বৎসরে প্রায় ৪৯ কোটি টাকার দুধ উৎপাদিত হবে।

৩। প্রকল্পের আওতায় ২২ জন ফ্যাসিলিটেটর নিয়োগ করা হবে যারা সমিতির সদস্যদের/সুবিধাভোগীদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করবে।

৪। প্রত্যেক সমিতির জন্য একটি করে মাল্টিপারপাস শেড ভাড়া করা হয়েছে যা সমিতির অফিস, দুগ্ধ সংগ্রহ কেন্দ্র, গো-খাদ্য কারখানা ও সংরক্ষনাগার হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

৫। প্রতি সমিতিতে ১টি করে কম্পিউটার ভিত্তিক মিল্ক এনালাইজার সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৬। প্রতি সমিতিকে ১টি করে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট সরবরাহ করা হবে। জৈব সার তৈরি ও প্যাকেটজাতকরণের ব্যবস্থাও আলোচ্য প্রকল্পে রাখা হয়েছে।

৭। সমিতির সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি দলের মাধ্যমে জৈব সার তৈরি ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যার ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

৮। ক্রয়কৃত বকনা দুধ দেয়া শুরুর পর হতে প্রতি দিন ২০০ টাকা হারে ঋণের কিস্তি আদায় শুরু হবে।

৯। কার্যক্রমের অধিকতর স্থায়ীত্বের নিমিত্তে ২% হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হবে।

১০। প্রকল্প সমাপ্তির পর সমবায় অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় তহবিলের অর্থ ব্যবহার করে দুগ্ধ খাতের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা হবে।

সাফল্য:

চাহিদার তুলনায় ব্যাপক ঘাটতি, আমদানি নির্ভরশীলতা, লাভজনক আত্মকর্মসংস্থানের অভাব ইত্যাদি সমস্যার প্রেক্ষাপটে বর্তমান সরকার উন্নতজাতের গাভী পালনে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশের দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের লক্ষ্যে "দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল এবং খুলনা জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প সম্প্রতি অনুমোদিত হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ১৮২ জন সুবিধাভোগীকে গাভী/বকনা ক্রয়ের জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২২ জন ফ্যাসিলিটেটর নিয়োগ করা হয়েছে যারা সমিতির সদস্যদের/সুবিধাভোগীদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি মহিলা ও বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। প্রকল্পের কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যে স্থানীয় জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে।

সমবায় অধিদপ্তরের প্রশাসনিক উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য:

বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগ : ২০১২-২০১৩ সময়ে সমবায় অধিদপ্তরে ১ম শ্রেণীতে- ০৪ জন, ৩য় শ্রেণী- ২৪৬ জন ও ৪র্থ শ্রেণী- ৬১ জনসহ সর্বমোট ৩১১ জন'কে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। নিয়োগের ফলে মাঠ পর্যায়ে সমবায় বিভাগীয় কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পদোন্নতি: ২০১২-২০১৩ সময়ে সমবায় অধিদপ্তরে ১ম শ্রেণীতে-০২ জন, ২য় শ্রেণীতে-০৩ জন, ৩য় শ্রেণীতে-১৪৬ জন সহ সর্বমোট ১৫১ জন'কে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। পদোন্নতির ফলে মাঠ পর্যায়ে সমবায় বিভাগীয় কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বরিশাল/সিলেট ও রংপুর বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়ের অফিস স্থাপনসহ সেটআপ অনুমোদন ও নতুন পদ সৃজন :

৩টি বিভাগে বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়ের সেটআপ অনুমোদন ও চট্টগ্রাম বিভাগের ৩টি জেলাকে এ ক্যাটাগরীতে উন্নীত করা হয়। ফলে ৭১টি নতুন পদ সৃজিত হয়েছে। এছাড়া নতুন ৩টি উপজেলা সমবায় কার্যালয় স্থাপন ও ১২টি নতুন পদ সৃজিত হয়েছে। এর ফলে মোট ৮৩টি নতুন পদ সৃজিত হয়েছে। নতুন অফিস স্থাপন ও পদ সৃজনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক কার্যক্রমসহ সমবায় সমিতির কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আইসিটি সেল গঠন : সরকারের ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জন এবং আইসিটি নীতিমালা বাস্তবায়ন কল্পে সমবায় অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ১০০টি পদ সৃজনসহ আইসিটি সেল গঠন প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে।

টিওএন্ডই অনুমোদন : সমবায় অধিদপ্তরের টিওএন্ডই'তে কম্পিউটার-২১৪টি, ফটোকপিয়ার-১২টি, ফ্যাক্স, গাড়ী (নতুন-২টি, প্রতিস্থাপন-৬টি) এর অনুমোদন পাওয়া গেছে। ফলশ্রুতিতে বিভাগীয় কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমবায় অধিদপ্তরের অন্যান্য সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের তথ্য:

কো-অপারেটিভ মার্কেটিং প্রমোশন সেল:

(ক) কো-অপারেটিভ মার্কেটিং প্রমোশন সেল ২০১১ সাল হতে কার্যক্রম শুরু করে ৩১/০৭/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ০৭টি বিভাগে যথাক্রমে সর্বমোট ৪৯১টি সমবায় বাজার চালু করা হয়েছে তন্মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৫৫টি, রাজশাহী বিভাগে ৭৫টি, খুলনা বিভাগে ৭০টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ৮৮টি, সিলেট বিভাগে ২৮টি, বরিশাল বিভাগে ৫০টি এবং রংপুর বিভাগে ২৬টি সমবায় বাজার চালু রয়েছে।

(খ) সমবায় বাজার পরিচালনা নীতিমালা ২০১৩ গত ২৮/০৭/২০১৩খ্রি: তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে। অনুমোদিত নীতিমালা পুস্তক আকারে জারির প্রক্রিয়াধীন আছে।

(গ) সমবায় বাজার কনসোর্টিয়াম লিঃ এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩৪৩টি প্রাথমিক সমিতি। তন্মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৪০টি, রাজশাহী বিভাগে ৩১টি, খুলনা বিভাগে ৩৪টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ৫৫টি, সিলেট বিভাগে ৪২টি, বরিশাল বিভাগে ৩০টি এবং রংপুর বিভাগে ১১টি সমবায় সমিতি।

(ঘ) ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে সমবায় বাজার স্থাপনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য বিভাগ ও অধিদপ্তরের মালিকানাধীন মোট ২৬টি জায়গা নির্ধারিত হয়েছে। আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভা আহবান পূর্বক জায়গা নির্ধারণ চূড়ান্ত হবে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের জায়গা সমিতির নামে বরাদ্দ প্রদানের জন্য ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে সমিতির নামের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির সাথে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের স্বাক্ষরিতব্য সমঝোতা স্মারক (MOU) এর খসড়া ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

(ঙ) নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ স্থিতিশীল রাখা এবং ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) ও সমবায় অধিদপ্তর এর মধ্যে গত ১০/০৭/২০১৩ ইং তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ভোক্তা জনসাধারণের নিকট সুলভ মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী বিক্রয়ের লক্ষ্য সমবায় বাজার কনসোর্টিয়াম লিঃ এর সদস্যভুক্ত সমিতিগুলোকে টিসিবির জামানত বিহীন ডিলারশীপ প্রদান করা হচ্ছে ।

(চ) ইতোমধ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমবায় বাজারের জন্য কমিটি গঠনের কার্যক্রম অবহিত করা হচ্ছে।

৪.৪ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা:

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) ১৯৫৯ সালের ২৭ মে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। সূচনালগ্নেই একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ড. আখতার হামিদ খানের নেতৃত্বে নিবেদিত প্রাণ কিছু গবেষক গ্রামীণ জনগণকে সাথে নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এ দেশে পল্লী উন্নয়নের উপযোগী অনেকগুলো সফল মডেল উদ্ভাবন করে।

এগুলোর মধ্যে দ্বি-স্তর সমবায়, থানা সেচ কর্মসূচি, পল্লী পূর্ত কর্মসূচি, থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি ইত্যাদি দেশের পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ বার্ডের এ সকল কর্মসূচি তাঁদের দেশের উপযোগী করে গ্রহণ করেছে। একাডেমি কর্তৃক উদ্ভাবিত এ সকল কর্মসূচি, পদ্ধতি ও ধারণাকে সমন্বিতভাবে "পল্লী উন্নয়নে কুমিল্লা পদ্ধতি" বলা হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার, বার্ড কর্তৃক পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্পটি জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই একাডেমির গবেষণালব্ধ ফলাফল সরকারের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। একাডেমি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত রয়েছে। প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে একাডেমি গ্রাম পর্যায়ে উন্নয়নের নতুন নতুন মডেল উদ্ভাবনে নিরলসভাবে নিয়োজিত রয়েছে।

একাডেমি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি অধ্যাদেশ ১৯৮৬ অনুসারে একাডেমির কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। একাডেমির নীতি নির্ধারণ করে থাকেন ২১ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এ পর্ষদের সভাপতি। মহাপরিচালক একাডেমির প্রধান নির্বাহী। একাডেমিতে ৬০ জন অনুষদ সদস্যসহ মোট ৩৬৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ রয়েছে রয়েছে। একাডেমির উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ নিম্নরূপ:-

১. পল্লী উন্নয়ন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা;

২. সরকারি কর্মকর্তা ও পল্লী উন্নয়নে সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণ প্রদান;

৩. উন্নয়নের প্রচলিত ধারণা ও মতবাদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পল্লী উন্নয়নের মডেল উদ্ভাবন;

৪. পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচি ও কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা;

৫. পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারক গোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান;

৬. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন ও পরিচালনা;

৭. দেশী ও বিদেশী ছাত্রদের গবেষণা কাজে পরামর্শ দেয়া ও কাজ তদারকী করা; এবং

৮. সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে উপদেশ ও পরামর্শমূলক সেবা প্রদান করা।

১. ২০১২-১৩ সালে বার্ডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম :

বার্ড দীর্ঘদিন থেকে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের কর্মকর্তা এবং এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলীদের জন্য ২ মাস মেয়াদী বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে। এ ছাড়াও জাতীয় কৃষি গবেষণার সিষ্টেমের কৃষি বিজ্ঞানীদের জন্য ৪ মাস মেয়াদী বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স নিয়মিতভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। এ ছাড়াও বার্ড পল্লীর দরিদ্র জনগণের উন্নয়নে এবং দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গের জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানসিকতার পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। বার্ডের প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে দক্ষতা বৃদ্ধি, পল্লী উন্নয়নের ধারণা, নারী উন্নয়ন, সুশাসন, দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং ও ইভালুয়েশন, ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাপনা, উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি। বার্ড ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরে ৮৫টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সংগঠনপূর্বক মোট ৩৮৮৩ জনকে প্রশিক্ষিত করেছে। এ সকল প্রশিক্ষণে মোট ৩০৭৫৫ মানব দিবস ব্যয়িত হয়েছে।

১.১. আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ :

প্রতিবেদনাধীন সময়কালে বার্ড সর্বমোট ০৪টি আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি/সেমিনার/কর্মশালা/অবহিতকরণ আয়োজন করেছে। প্রশিক্ষণ/কর্মশালার মধ্যে AARDO-GOB এর অর্থায়নে আয়োজিত "Governance in Microcredit Delivery System for Rural Development" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি উল্লেখযোগ্য। নিম্নে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বার্ডে আয়োজিত আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্স/কর্মশালার বিস্তারিত তথ্য দেয়া হলো:

Micro Credit Delivery System and Good Governence for Rural Development শীর্ষক আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অধিবেশনে সনদপত্র বিতরণ করছেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ মসিউর রহমান

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বার্ডে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্স সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	উদ্যোক্তা	অংশগ্রহণকারীর ধরন	কোর্সের ধরন	কোর্সের মেয়াদ (দিন)	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			প্রশিক্ষণ জন দিবস
							পুরুষ	মহিলা	মোট	
১.	International Training Workshop on Governance in Micro-credit Delivery System for Rural Development	BARD AARDO	Senior and Mid Level Officials from Govt. Autonomous Bodies, Research & Training Institution of Asia and Africa Region	Training Workshop	১২	১	১১	০৫	১৬	১৯২
২.	Programme for the Visit of the Honorable Minister, Ministry of Agriculture, Royal Government of Bhutan	BARD	Director	Orientation	১	১	০৭	-	০৭	০৭
৩.	Orientation Programme on BARD for the Distinguished Delegates from Beijing Administrative Collage, China	Beijing Chaina	Beijing Administrative Collage	Orientation	১	১	০৫	০২	০৭	০৭
৪.	Orientation Programme for the Delegates from ETFA Foundation Spain and Experience Sharing	BARD ETEA Foundation Spain	Foreign Delegates	Orientation	১	১	২৩	০১	২৪	২৪
মোটঃ					১৫	৪	৪৬	১	৫৫	২৫১

১.২. জাতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ:

বার্ড ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৮১টি জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করেছে। এ সকল কোর্সে মোট ৩৮২৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন এবং মোট ৩০,৫২৪ মানব দিবস ব্যয়িত হয়েছে।

বিসিএ (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মত বিনিময় করছেন মাননীয় মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূইয়া

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বার্ডে অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রম নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	উদ্যোক্তা	অংশগ্রহণকারীর ধরণ	কোর্সের ধরন	কোর্সের মেয়াদ (দিন)	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			প্রশিক্ষণ জন দিবস
							পুরুষ	মহিলা	মোট	
১.	Foundation Training Course for NARS Scientists (Batch-23)	BARC	NARS Scientists	Foundation©©	২০	১	৩৪	০৬	৪০	৪৮০০
২.	Special Foundation Training Course for LGED Engineers (Batch-94th)	LGED	Assistant Engineers LGED	Special Foundation	৬০	১	৩৭	০৩	৪০	২৪০০
৩.	Special Foundation Training Course for BCS (Health) Cadre Officials	DGHS	BCS Health Cadre Officials	Special Foundation	৬০	০৫	১১৯	৬৭	১৯৬	১১৭৬০
৪.	Attachment Programme on Rural Development and Poverty Reduction	BPATC	Officials of different Organization	Attachment	০৫	০৩	২১২	৬৭	২৮৯	১৪৪৫
৫.	Attachment Programme on Rural Development and Poverty Alleviation for the BCS (Health) Cadre Officials	NAPD	Officials of different Organization	Attachment	০২	১	৬৩	৩৭	১০০	১০০
৬.	নারীদের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্বের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	বমসা	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ডেনমার্ক এইড	Attachment	০২	০১	০১	১৪	১৫	৫০
৭.	CBO-এর মাধ্যমে সমবায় সমিতি গঠন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	ORBDF	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ডেনমার্ক এইড	Attachment	০২	০১	১১	০৪	১৫	৫০
৮.	Attachment Programme on Rural Development for the Student of Public Administration Department of Comilla University	Comilla University	Students of Comilla University	Attachment	০৩	০২	৭৪	১১	৯৫	২৮৫
৯.	Attachment Programme on Rural Development for the Students of Public Administration Department of Chittagong University	Chittagong University	Students of Chittagong University	Attachment	০৫	০২	১৪৫	৭৭	১২২	১১১০
১০.	Attachment Programme on Rural Development for the Students of Sociology Department of Chittagong University	Chittagong University	Students of Chittagong University	Attachment	০২	০১	১০২	১৪	১১৬	২৫২

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	উদ্যোক্তা	অংশগ্রহণকারীর ধরন	কোর্সের ধরন	কোর্সের মেয়াদ (দিন)	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			প্রশিক্ষণ জন দিবস
							পুরুষ	মহিলা	মোট	
১১.	Orientation on Rural Development Programme and Spring Live in Field Experience (LFE) for IUB Students	IUB	Students of Independent University	Attachment	১১	০১	৪৬	১৪	৭০	৭৭০
১২.	Research Methodology for Social Science Researchers for the Students of Comilla University	Comilla University	Students of Comilla University	Self Initiated	১০	০১	১৭	০৮	২৫	৩২৫
১৩.	Participatory Rural Development (PRD) Students of Anthropology Department. DU	Dhaka University	Students of Dhaka University	Self Initiated	০৪	০১	৩৩	১৩	৫৬	২২৪
১৪.	মানসম্মত শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষাদান পদ্ধতি ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	BARD	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ	Self Initiated	০৪	০১	১২	০৮	২০	৮০
১৫.	Training of Trainers (ToT) for the Officials of Different Government and Non-Government Organization	BARD	সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তাগণ	Self Initiated	০৫	০১	১২	০১	১৪	৭০
১৬.	Monitoring Evaluation of Development Project	BARD	সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তাগণ/ ছাত্র	Self Initiated	০৫	০১	১০	০১	১৪	৭০
১৭.	Development Management	BARD	সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তাগণ/ ছাত্র	Self Initiated	০৫	০১	১৩	০১	১৪	৭০
১৮.	Development Project Planning and Management	BARD	মধ্য ও জুনিয়র পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ	Self Initiated	০৫	০১	১৪	০৮	২২	১১০
১৯.	Development Communication Through ICT	BARD	মধ্য ও জুনিয়র পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ	Self Initiated	০৫	০১	১২	০১	১৩	৬৫

ক্রম নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	উদ্যোক্তা	অংশগ্রহণকারীর ধরণ	কোর্সের ধরন	কোর্সের মেয়াদ (দিন)	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			প্রশিক্ষণ জন দিবস
							পুরুষ	মহিলা	মোট	
২০.	Training Course of Upazila Resource Team (URT) under LGSP-II	LGSP-II	Upazila Resource Team (URT) Member	Professional	০৫	১৭	৫৭৯	১১	৫৯০	২৯৫০
২১.	উপজেলা পরিষদ আইন ও কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা UZGP	UNDP	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানগণ	Professional	০৩	১২	২৭৮	১১৮	৩৯৬	১১৮৮
২২.	Administrative & Financial Management for CSO/PSO under NARS (Batch-18th)	BARC	CSO/PSO পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ	Professional	১৪	১	৩১	০২	৩৮	৫৩২
২৩.	বার্ডের কার্যক্রম অবহিতকরণ কর্মসূচি	BARD	বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ	Orientation	১	১৪	৫৬৭	২২৭	৭৯৪	৭৯৪
২৪.	আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্য নারী, কিশোরী/বালিকা ও শিশুদের অধিকার উন্নয়ন এবং নির্যাতন প্রতিরোধকরণীয় কর্মশালা	WEINIP, BARD	মশিআপুউ প্রকল্পভুক্ত সুফলভোগী, স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ	Workshop	১	১	২৫	৬২	৮৭	৮৭
২৫.	46th Annual Planning Conference (2012-13)	BARD	Mid and Senior Level Officials of GO & NGO and Faculty Members of BARD	Workshop	০২	১	৫৮	০৮	৬৬	১৩২
২৬.	বিশ্ব শিশু দিবস ও কন্যা শিশুর অধিকার এবং নারী উন্নয়নে আমাদের করণীয়	WEINIP, BARD	মশিআপুউ প্রকল্পভুক্ত সুফলভোগী	Workshop	০১	০১	৭৩	১৩৩	২০৬	২০৬
২৭.	বেসিক কম্পিউটার ও ইন্টারনেট পরিচিতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	E-Parishad Project, BARD	প্রকল্পভুক্ত সুফলভোগী	Project Level	০৪	০১	২৭	০৩	৩০	১২০
২৮.	নারীদের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্বের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	WEINIP, BARD	মশিআপুউ প্রকল্পভুক্ত সুফলভোগী	Project Level	০৩	০১	০	২২	২২	৬৬
২৯.	প্রকল্পের ভাওতাভুক্ত সংগঠন ভিত্তিক বিশেষ গ্রাম সভা ও কার্যক্রম অবহিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা (গহিনঝালী মহিলা সংগঠন)	WEINIP, BARD	মশিআপুউ প্রকল্পভুক্ত সুফলভোগী	Project Level	০১	০১	১০	৩২	৪২	৪২

ক্রম নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	উদ্যোক্তা	অংশগ্রহণকারীর ধরণ	কোর্সের ধরণ	কোর্সের মেয়াদ (দিন)	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			প্রশিক্ষণ জন দিবস
							পুরুষ	মহিলা	মোট	
৩০.	প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা এবং পরিবেশ উন্নয়নে দাই/ কল্যাণকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	WEINIP, BARD	মশিআপুউ প্রকল্পভূক্ত সুফলভোগী	Project Level	০৫	০১	--	২৪	২৪	১২০
৩১.	অধিকার সুপ্রতিষ্ঠা, নির্যাতন আইনী শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	WEINIP, BARD	মশিআপুউ প্রকল্পভূক্ত সুফলভোগী	Project Level	০২	০১	--	২৪	২৪	৪৮
৩২.	নারী ও শিশু নির্যাতন, দ্বন্দ্ব সংঘাত ও সহিংসতা সংশ্লিষ্ট লোকজধর্মী সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও এডভোকেসি ক্যাম্পেইন	WEINIP, BARD	মশিআপুউ প্রকল্পভূক্ত সুফলভোগী	Project Level	০১	০১	১২	৪৬	৫৮	৫৮
৩৩.	নারীদের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্বের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা	WEINIP, BARD	মশিআপুউ প্রকল্পভূক্ত সুফলভোগী	Project Level	০১	০১	০৫	৪০	৪৫	৪৫
মোট					৩৬২	৮১	২৬৭০	১১৫৮	৩৮২৮	৩০৫২৪

বার্ডের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ২০১৩-১৪ :

Sl. No.	Name of the Course	Sponsor	Number of Course	Duration of each Course days	Total Number of days	Average Number of Participants in each Course	Total Number of Participants
1.	International Training Workshop Governance in Micro-credit Delivery System for Rural Development	AARDO, New Delhi	01	12	12	20	20
2.	Foundation Training Course for NARS Scientists	BARC	01	120	120	40	40
3.	Special Foundation Training Course for BCS Health Cadre Officials	DGHS	05	60	60	50	250
4.	Special Foundation Training Course for Assistant Engineers of LGED	LGED	03	60	60	40	120
5.	Attachment Course on Rural Development and Poverty Reduction	BPATC NAEM	04	05	05	85	200+140

Sl. No.	Name of the Course	Sponsor	Number of Course	Duration of each Course days	Total Number of days	Average Number of Participants in each Course	Total Number of Participants
6.	Attachment Course on Rural Development and Poverty Reduction	NAPD University	06	02	02	200	200+200
7.	Live in Field Experience for IUB Students	IUB	02	12	12	60	120
8.	Self-initiated Training Courses	Self Initiated	09	05-15	05-15	25	180
9.	Administrative and Financial Management for CSOs and PSOs	BARC	01	14	14	40	40
10.	Training Workshop for Primary Cooperator for e-Service	BARD	01	01	01	60	60
	Total		**33**	--	--	620	**1560**

বার্ডের গবেষণা কার্যক্রম:

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এর অন্যতম প্রধান কাজ হলো গবেষণা পরিচালনা করা। বার্ডের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো পল্লী অঞ্চলের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা, পল্লী এলাকার সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা এবং তা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে অবহিত করা। প্রধানতঃ তিনটি লক্ষ্য অর্জনে বার্ড গবেষণা পরিচালনা করে থাকেঃ (১) তন্মধ্যে গ্রামের সমস্যা, চাহিদা ও সম্ভাবনা নিরূপন করে তার ভিত্তিতে প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা (২) পরিচালিত গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বার্ডের প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোর জন্য উপকরণ প্রণয়ন ও ব্যবহার এবং (৩) জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান। তাছাড়া, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি মূল্যায়ন করাও বার্ডের একটি অন্যতম দায়িত্ব। বার্ডের অধিকাংশ গবেষণা কার্যক্রম নিজস্ব উদ্যোগে রাজস্ব অর্থে পরিচালিত হয়ে থাকে। নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা ছাড়াও দাতা/সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে বার্ড গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। পাঁচ দশকের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ বার্ডের গবেষকবৃন্দ বিভিন্ন সংস্থার অনুরোধের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচিও মূল্যায়ন করে থাকে।

২০১২-২০১৩ইং অর্থ বছরে গৃহীত গবেষণাসমূহ:

২০১২-২০১৩ইং অর্থ বছরে বার্ডের ৪৬তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের সুপারিশের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ে ১২টি গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। গৃহীত গবেষণার ক্ষেত্রসমূহ হলো- মহিলা উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে ব্যাংকের ভূমিকা, বাংলাদেশে সরকারি সেবা প্রদানে সুশাসনঃ সংসদ সদস্যদের ভূমিকা, বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পুনঃ মূল্যায়ন, বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তনের ধারা নিরূপণ এবং চট্টগ্রামের উপকূলীয় এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষকদের উদ্যোগ ইত্যাদি।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বার্ড কর্তৃক পরিচালিত গবেষণার শিরোনাম:

1. Evaluation of Integrated Community Development Project in Burichang Upazila of Comilla District in Bangladesh
2. The Role of Banks in Promoting Women Entrepreneurship in Bangladesh
3. Governance of Public Service Delivery in Bangladesh: Role of Members of Parliament
4. Performance and Opportunities of Upazila Central Cooperative Association (UCCA): An Analysis of Selected UCCAs
5. An Analysis of Water, Sanitation and Hygiene Situation in Selected Areas of Bangladesh
6. Revisiting Family Planning Activities in Bangladesh
7. Use of Union Parishad Fund: A Case of Local Governance Support Project
8. Quality Education and Gender Perspectives in Rural Schools: A Case Study of GoB Project
9. Trends of Socio-economic Change of Indigenous Fishermen Communities and their Potentialities in Selected Areas of Bangladesh
10. Farmers' Response to Natural Disasters in Chittagong Coastal Zone of Bangladesh
11. Effects of Extreme Events of Climate Change on the Livelihoods of Coastal Areas of Bangladesh
12. Cattle Rearing and Organic Farming: A Situational Analysis at Selected Areas of Comilla

২০১২ - ২০১৩ অর্থ বছরে সমাপ্ত গবেষণাসমূহ:

1. Evaluation of Integrated Community Development Project in Burichang Upazila of Comilla District in Bangladesh
2. The Role of Banks in Promoting Women Entrepreneurship in Bangladesh
3. Participatory Governance in Delivering Quality Primary Education: A Study on Selected Upazilas of Bangladesh
4. Governance in Rural Health Care Service Delivery System: A Case Study on Rendering Service by Upazila Health Complexes in Selected Upazilas of Bangladesh
5. Governance of Public Service Delivery in Bangladesh: Role of Members of Parliament
6. Culture Communication and Social Network Process of Tipra Community in Bangladesh
7. Revisiting Villages Dhanishwar: Cases of Transformation of the Rural Society

২০১২ - ২০১৩ অর্থ বছরে প্রকাশিত গবেষণাসমূহ :

1. Governance in Input Delivery: A Case of Fertilizer and Credit Distribution during Boro Paddy Cultivation in Selected Upazilas of Bangladesh
2. Governance in Rural Health Care Service Delivery System: A Case Study on Rendering Service by Upazila Health Complexes in Selected Upazilas of Bangladesh
3. Value Chain Analysis of Agricultural Commodities in Bangladesh
4. Prospects of Compulsory IT Education at Secondary Level: A Study in Selected Areas of Bangladesh
5. সমবায়ের মাধ্যমে পণ্য বিপণন
6. Proceedings of the Seminar on Research Highlights of BARD: 2012

গবেষণা পরিকল্পনা:

২০১৩-২০১৪ সালে পরিচালনার জন্য একাডেমির ৪৭তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১০টি নতুন গবেষণা প্রস্তাবনা গৃহীত হয়:

1. Adoption of Appropriate Agricultural Technologies and Food Security in the Hill Tracts Region: A Situational Analysis
2. Production and Marketing of Fruits, Vegetables and Food Safety
3. e-Services at Upazila Level: A Situational Study on Comilla District
4. Conditional Cash Transfer in Bangladesh: A Snapshot on Elite Capture
5. Impact of Remittance on Investment and Rural Livelihood
6. Impact Evaluation of National Service Programme (NSP), 2012-13 in Bangladesh
7. Identification of Sustainable e-Services at UISCs (Union Information Service Centers)
8. Endangered and Promising Fruit Species in the Changing Context of Climate for Nutrition Security and Livelihood in Coastal Areas of Bangladesh,
9. Information Service Delivery at Local Level: A Study on Selected Union Information Service Centers of Bangladesh

৩। প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম:

১. পল্লী এলাকায় উন্নত সেবা সরবরাহে ই-পরিষদ
(E-Parishad for Better Service Delivery in Rural Areas) :

বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০০৯-জুন ২০১৩

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য : এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে তাঁদের নিকট অত্যাবশ্যকীয় সেবা সরবরাহ করা তথা স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক (ICT) প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টির মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন সাধন।

প্রকল্প এলাকা : কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার পূর্ব জোড়কানন ইউনিয়ন।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্রমিক নং	প্রকল্প কার্যক্রম	জুন ২০১২-জুলাই ২০১৩	
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (%)
১.	ইউনিয়ন পরিষদের ওয়েবসাইট উন্নয়ন (www.ejorkanon.org)	০১	০১ (১০০)
২.	যুবকদের জন্য ICT প্রশিক্ষণ (জন)	৬০	৩০ (৫০)
৩.	ডাটাবেইসে ইউনিয়ন পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ রেজিষ্ট্রার সংযোজন এবং সফটওয়্যার তৈরী	১৮	১৮ (১০০)
৪.	সফটওয়্যারের আউটলাইনের প্রস্তুতি (আর্থিক ও হিসাব সংক্রান্ত)	০১	০১ (১০০)

পল্লী এলাকায় উন্নত সেবা সরবরাহে ই-পরিষদ প্রকল্পের উদ্যোগে প্রকল্প এলাকা জোড়কানন (পূর্ব) ইউনিয়নের সুবিধাভোগী যুবকদের জন্য আয়োজিত বেসিক কম্পিউটার ও ইন্টারনেট পরিচিতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম। মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন বার্ডের প্রাক্তন মহাপরিচালক জনাব মোঃ আতাউর রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মোহাম্মদ মীর কাশেম।

বার্ড কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ:

প্রকল্পের শিরোনাম	:	মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (Women's Education, Income and Nutrition Improvement Project (WEINIP)
বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০০৪ থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত
প্রকল্প ব্যয়	:	১৮.১৪ লক্ষ টাকা (২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ৩.৯৯ লক্ষ টাকা)

প্রকল্প এলাকা: মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প যা বর্তমানে কুমিল্লা সদর ও বুড়িচং থানার ২১টি গ্রামে পরিচালিত হচ্ছে। কুমিল্লা সদর ও বুড়িচং উপজেলায় ১৯৯৯ থেকে জুন ২০০৪ পর্যন্ত ১২টি গ্রাম সংগঠন এবং জুলাই ২০০৪ থেকে জুন ২০১৪ পর্যন্ত সময়কালে আরও নতুন একটি উপজেলা (বরুড়া) ও ১২টি নতুন সংগঠনসহ বর্তমানে ২৪টি গ্রামে এ প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের পটভূমি: বার্ডের প্রতিষ্ঠালগ্নের পর থেকেই মহিলাদের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালিত হয়ে আসছে। উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় মহিলাদের বিশেষ করে দরিদ্র মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং মা ও শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নসহ মৌলিক অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাস হতে কুমিল্লা সদর ও বুড়িচং উপজেলায় ২৪টি গ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা করা হচ্ছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ক) মহিলাদের বিভিন্ন দলে (আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক) সংগঠিত করে তাদের নেতৃত্বের বিকাশ সাধন;

খ) নিজস্ব পুঁজি গঠন এবং উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদান;

গ) প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মাধ্যমে তাদের জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং যথাযথ প্রযুক্তি স্থানান্তরের ব্যবস্থা নেয়া। মহিলাদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ব্যবহারিক শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ করে মেয়েদের স্কুলে অন্তর্ভুক্তি এবং অবস্থানের হার বৃদ্ধি করা;

ঘ) পুষ্টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার ও পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ে মহিলাদের প্রশিক্ষিত ও সচেতন করে তোলা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সার্ভিসের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া।

প্রকল্প কার্যক্রম:

- ❖ সাংগঠনিক
- ❖ অর্থনৈতিক
- ❖ প্রশিক্ষণ
- ❖ নিয়মিত/পাক্ষিক, বিশেষ কর্মশালা
- ❖ দক্ষতা উন্নয়ন ও সচেতনতা
- ❖ আইন ও অধিকার
- ❖ নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি
- ❖ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং প্রজনন অধিকার
- ❖ শিক্ষা উন্নয়ন (আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক)
- ❖ পরিবেশ উন্নয়নঃ বৃক্ষ রোপন, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, সেনিটেশন ও টিউবওয়েল
- ❖ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (গ্রামভিত্তিক কার্যক্রমের জন্য বার্ষিক কার্যক্রম পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন)

বাস্তবায়ন পদ্ধতি/কৌশল :

- ❖ প্রকল্প এলাকা নির্বাচন
- ❖ নারীদের সংগঠিত করে দল গঠন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্ণয়
- ❖ সাপ্তাহিক সভায় শেয়ার,সঞ্চয় ও কর্জ জমাদান
- ❖ পাক্ষিক প্রশিক্ষণ ও বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন
- ❖ সাপ্তাহিক সভায় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও অধিকার বিষয়ে আলোচনা
- ❖ ঋণ পরিকল্পনা প্রকল্প কর্মকর্তার নিকট জমাদান
- ❖ ঋণ পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও ঋণ প্রদান
- ❖ আয়-বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ
- ❖ গ্রাম কল্যাণ কর্মী ও দাই কর্মী বাছাই করে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রতিকারমূলক ও রেফারেল সার্ভিসের ব্যবস্থা করা ।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্রম নং	প্রকল্প কার্যক্রম	২০১২-২০১৩		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন ২০১৩ পর্যন্ত
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১।	মোট সংগঠনের সংখ্যা (টি)	০১	০১	২৪
২।	সদস্য ভুক্তি (জন)	১৫০	৩৪	১০২২
৩।	মোট পরিবার ভুক্তি (সংখ্যা)	১৫০	৩২	৮৫৬
৪।	নিয়মিত পাক্ষিক প্রশিক্ষণ ক্লাস (সংখ্যা/জন)	২৪	২৪	৬৩৩
৫।	বিষয় ভিত্তিক বিশেষ প্রশিক্ষণ (দর্জি বিদ্যা, ব্লক, বুটিক, মৎস্য চাষ, হিসাব রক্ষন, গবাদি পশু পালন (সংখ্যা/জন)	০৫	০৮	৪৮
৬।	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালন এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ ও র‍্যালী যোগদান (সংখ্যা/জন)	০৩	০৪	৫৬
৭।	সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা (সংখ্যা)	০৫	০৬	৫২
৮।	বার্ষিক মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা সম্মেলন (সংখ্যা)	০১	০১	১৪
৯।	নিজস্ব সঞ্চয় (টাকা)	২,৯৭	৪,৯১	২৩,৮৩
১০।	নিজস্ব শেয়ার (টাকা)	১,৮৫	১,৭৫	১৩,২৮
১১।	নিজস্ব তহবিল হতে ঋণ প্রদান	৮,০০	১০,১৩	৭৫.৮২১
১২।	নিজস্ব তহবিল হতে ঋণ আদায়	৮,০০	৪,৪৭	৭৭,২৪
১৩।	আবর্তনিক তহবিলের ঋণ প্রদান	-	-	১৩,৭৬
১৪।	আবর্তনিক তহবিলের ঋণ আদায়	-	-	১৩,৭৬

প্রকল্পের প্রভাব: মহিলাদের নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনায় সংগঠন বৃদ্ধি, সদস্য ও পরিবার অর্ন্তভুক্তি বৃদ্ধিসহ পুঁজি গঠন, আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম উন্নয়ন, শিক্ষা, সেনিটেশন, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে।

৫। PPNB প্রকল্পসমূহ:

১. কৃষি বীমা স্কীম প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প : (Applied Research on Agricultural Insurance Scheme)

বাস্তবায়ন কাল : জুলাই ২০১১- জুন ২০১৪

প্রকল্প ব্যয় : ৮৩.৪৫ লক্ষ টাকা

প্রকল্প এলাকা : কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার উপজেলার ২০টি গ্রাম

প্রকল্পের পটভূমি : প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি শস্যের ক্ষতি হতে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য কৃষি বীমা কার্যক্রম চালু করে কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রচলিত বীমা পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষকদের প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমনঃ বন্যা, খড়া, জলোচ্ছাস, সাইক্লোন ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত ফসল রক্ষার জন্য কৃষকগণকে কৃষি বীমার আওতায় আনা।

কার্যক্রম : প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল তৈরি ও প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মশালার আয়োজন এবং উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার কৃষকদেরকে কৃষি বীমার আওতায় আনয়ন করা।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি/কৌশল :

- প্রতিটি উপজেলার ২০টি গ্রাম সমিতির সদস্যদেরকে কৃষি বীমা কার্যক্রমের আওতায় আনা।
- সমবায় সমিতি হতে কৃষি ঋণ গ্রহণকারী কৃষকগণকে সরাসরি ঋণ নেয়ার সময় প্রিমিয়াম প্রদানে উৎসাহিত করা।
- ফসলের গড় ফলন ও ক্ষতি নিরূপণে সমবায় সমিতি নেতৃবৃন্দগণকে সম্পৃক্ত করা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি : ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি

প্রকল্প কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
গ্রাম সমিতি/ সংগঠন নির্বাচন করা	২০টি	২০টি
কৃষক/সমবায়ী নির্বাচন করা	৪০০ জন	৪০০ জন
ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা/মাঠকর্মীর প্রশিক্ষণ প্রদান	২০ জন	২০ জন
সমবায়ীকে প্রশিক্ষণ প্রদান	০৮ (২০০ জন)	০৮ (২০০ জন)
সমবায়ী বীমার আওতায় আনা	৪০০	৪০০
প্রিমিয়াম সংগ্রহ	-	৩৮০১২ টাকা
প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল তৈরি	-	প্রক্রিয়াধীন

২. Maintanance, Renovation & Development of Physical Facilities of BARD

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কাজে বার্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	জুলাই ২০১২- জুন ২০১৩	
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
১.	স্টাফ কোয়ার্টার নং- ১-৬ এর মেরামত, সংস্কার ও উন্নয়ন	১০০%	১০০%
২.	ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনসহ অফিস বিল্ডিং মেরামত, সংস্কার ও উন্নয়ন	১০০%	১০০%
৩.	২নং ক্যাফেটেরিয়া ও রান্না ঘরের রুম সম্প্রসারণ	১০০%	১০০%

বার্ডের নবনির্মিত ভিআইপি গেস্ট হাউস

বার্ডের নবনির্মিত ক্যাফেটেরিয়া-৩ এর শুভ উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব এম, এ, কাদের সরকার

৬। বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ :

(ক) **Strengthening of Institutional Capabilities and Rural Population for Territorial Development in Chittagong**

প্রকল্প এলাকা	:	দক্ষিণ খোসবাশ ইউনিয়ন, বরুড়া উপজেলা, কুমিল্লা
প্রকল্পের মেয়াদ	:	ফেব্রুয়ারী ২০১১ থেকে আগষ্ট ২০১২
প্রকল্পের বাজেট	:	১,১২,০০,০০০ লক্ষ টাকা।
অর্থায়নকারী সংস্থা	:	ETEA Foundation, Spain.

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

ইউনিয়ন পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিশেষ করে জেন্ডার উন্নয়নকে সমৃক্ত করে গ্রামীন জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ করা।

প্রকল্পের কার্যক্রম:

- উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলার আওতাধীন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন।
- ইউনিয়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র ও কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে তা চূড়ান্তকরণ।
- পিআরএ সম্পাদন করা।
- তথ্য সংগ্রহের জন্য তথ্য সংগ্রহকারী নির্বাচন করা ও ইউনিয়নের সকল খানার জরিপ সম্পন্ন করা।
- ওয়ার্ড তথ্য বই প্রণয়ন করা।
- ওয়ার্ড সভা আয়োজন করা।
- এনআরডিভি সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে তথ্য ভান্ডার তৈরী করা।
- ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- সুফলভোগীদের চাহিদা নিরূপণ ও সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন।

আগস্ট ২০১২ পর্যন্ত অগ্রগতি:

উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলার আওতাধীন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। ইউনিয়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র ও কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে তা চুড়ান্ত হয়েছে। পিআরএ সম্পাদন করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য তথ্য সংগ্রহকারী নির্বাচন করা ও ইউনিয়নের সকল খানার জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে। ওয়ার্ড তথ্য বই প্রণয়ন করা হয়েছে। ওয়ার্ড সভা আয়োজন করা হয়েছে। এনআরডিভি সফটওয়্যার ব্যবহার করে তথ্য ভান্ডার তৈরী করা হয়েছে। ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন। উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ। সুফলভোগীদের চাহিদা নিরুপণ ও সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

The Spanish Agency for International Development and Coopertion এর আর্থিক সহায়তায় বার্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত Strengthening of Institutional Capabilities and Rural Population for Territorial Development in Chittagong শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীকে পাওয়ার টিলার প্রদান করা হয়

The Spanish Agency for International Development and Cooperation এর আর্থিক সহায়তায় বার্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত Strengthening of Institutional Capabilities and Rural Population for Territorial Development in Chittagong শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীদের হস্ত ও কুটির শিল্পের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়

(খ) Sustainable Intensification of Rice Maize Production System in Bangladesh:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ধান-ভূট্টা চাষে অসুবিধা ও সুবিধাগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিমাপ করা, যাতে উন্নত মানের ব্যবস্থাপনার সুযোগগুলো গ্রহণ করা যায়; রবি মৌসুমে বীজ গজানোর সময় এবং দেরীতে বৃদ্ধি অবস্থায় মাটির অধিক তস (পানি) সহ্য করতে পারে এমন ভূট্টার জাত বাছাই করা; উচ্চ ফলনশীল, লাভজনক, কার্যকরভাবে সম্পদ ব্যবহার উপযোগী এবং টেকসই ধান-ভূট্টা পদ্ধতির জন্য স্থানীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য সমন্বিত ব্যবস্থাপনার সমাধান তৈরি করা; সরকারি বেসরকারি যৌথভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ধান ভূট্টা চাষ পদ্ধতির মূল ব্যবস্থাপনার সুযোগগুলো সম্প্রসারণ করা।

প্রকল্প এলাকা	: কুমিল্লা জেলার বরুড়া এবং দাউদকান্দি উপজেলা
প্রকল্পের ব্যয় বরাদ্দ	: ৩০.১৯ লক্ষ টাকা
অর্থায়নের উৎস	: IRRI-CIMMYT-ACIAR
প্রকল্পের মেয়াদ	: মার্চ ২০০৮- জুন ২০১৩ খ্রি:

IRRI CIMMYT ও বার্ড কর্তৃক যৌথভাবে বাস্তবায়িত Sustainable Intensification of Maize Production System প্রকল্পের আওতায় জমিতে বেড তৈরীর জন্য বেড প্ল্যানার ব্যবহার হচ্ছে

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

টেকসই নিবিড় ধান-ভূট্টা শস্য বহমুখীকরণ পদ্ধতি বাংলাদেশে প্রচলনের জন্য আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের চাষাবাদ পদ্ধতি কৃষকের জমিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। এগুলো হলো সংরক্ষণশীল চাষাবাদ (Conservative Agriculture), Nutrient Manager দ্বারা সার প্রয়োগ এবং Site Specific Nutrient Management গত এক বছরে ৪৬ জন কৃষকের ৪ একর ১০ শতাংশ জমিতে আউশ ধান, আমন ধান, বোরো ধান, রবি ভূট্টা ও খরিপ ভূট্টা উপরোক্ত চাষাবাদ পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণার ফলাফল প্রতিবেদন আকারে IRRI, বাংলাদেশ অফিসে পাঠানো হয়েছে। এ প্রকল্পের কৃষি সম্প্রসারণ বিষয়ক ও চলমান কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- নতুন প্রযুক্তি যেমন Conservative Agriculture সম্পর্কিত তথ্য ও মেশিনারীজ সুবিধা কৃষকদের মধ্যে প্রদান।
- বিনা মূল্যে ৫০ কেজি ভূট্টার বীজ প্রদান।
- ভূট্টা ফসলের জন্য সার ও বালাই ব্যবস্থা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান।
- বোরো ফসলের ব্রি-২৮ জাতের জন্য সার ব্যবস্থাপনার লিফলেট সহ পরামর্শ প্রদান।

CA প্লট- ৯টি, Omission Pltot-১১টি, ক) -study-২টি প্লট এর Maize planting শেষ করা এবং Varietial Experiment for Maize-৩টি প্লট এর planting করা হয়েছে। Maize Extension এর জন্য PTOS Machine দ্বারা Maize planting করা ও Free Maize Seed বিতরণ করা হয়েছে। শস্য নিবিড়তা বাড়ানোর জন্য Inter Cropping Crop হিসেবে Maize K Initiate Kiv (যেমন- আলুর সাথে ভূট্টা) হয়েছে। NM-Boro এর জন্য ১১টি প্লট, NM-Boro- K study -৪টি প্লট রোপন কাজ শেষ করা হয়েছে। Kharif Maize Experiment Plot এর জন্য কৃষক নির্বাচন ও Kharif Maize PTOS Machine দ্বারা Planting করা হয়েছে । Kharif Maize Extension এর জন্য আলু চাষীদের সাথে যোগাযোগ করা এবং PTOS Machine দ্বারা Kharif Maize Planting করা হয়েছে ।

১০টি Kharif-১ Maize এ V_4 ও V_8 Stage এ সার ও সেচ প্রদান করা হয়েছে। Rabi Maize ও Boro Rice এ প্রয়োজন অনুসারে কীটনাশক ও বালাই নাশক ব্যবহার করা হয়েছে। ১০টি NM-Boro ও ৪টি K-study Boro ধানের Flowering stage এ Plant eight, date, root depth ইত্যাদির তথ্য নেয়া হয়েছে। Final Adoption Study Survey-এর কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। রবি ভূট্টার Flowering stage এ root depth, Plant hight ইত্যাদি তথ্য নেয়া হয়েছে।

CA, SSNM Varietal study, K-study experiement Gi Plant sample, বীজ শুকানো, ভুট্টা কবের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বীজের সংখ্যা গণনা করা হয়েছে। SSNM maize Gi Plant sample, seed sample treatment অনুসারে তৈরি করা হয়েছে। Boro avbi sample তৈরি করা, ওজন নেওয়া moisture নেওয়া ইত্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। আউশ ধানের জন্য বীজ তলা পরিচর্চা করা হয়েছে। CA আউশ ধানের ০৯টি Plot transplant করা হয়েছে।

(গ) **Disseminating the Concept of TQM for Providing Quality Services in Social Service Delivery System in Public Sector**

প্রকল্পের মেয়াদ : মে ২০১৩- জুন ২০১৪ খ্রি:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- সরকারী বিভাগসমূহের সামাজিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ করা এবং সেবা গ্রহিতাদের সেবার মান সম্পর্কিত মতামত সংগ্রহ করা।
- কুমিল্লা জেলার ১৬টি উপজেলায় যে কোন ২টি বিভাগের কাইজান (Kaizen) কর্ম পরিকল্পনা সম্প্রসারণ করা।
- কর্ম উন্নয়ন দল (WIT) এবং ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) এর মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন টেকসই (Sustainable) করার উপায় উদ্ভাবন করা।

(ঘ) **জন সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প:**

বাস্তবায়ন কাল : সেপ্টেম্বর ২০০৪ - মার্চ ২০১৩

প্রকল্প ব্যয় : ৫.৫৩ লক্ষ টাকা

প্রকল্প এলাকা : কুমিল্লা জেলার সদর থানার একটি ইউনিয়নের (আমড়াতলী) দু'টি গ্রাম

প্রকল্পের পটভূমি : সিরডাপের অর্থায়নে ও বার্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত গৃহাঙ্গনে শাকসব্জি প্রকল্প (১৯৮৪-১৯৯৫) এবং পল্লী উন্নয়নে আদর্শ গ্রাম (১৯৯০-১৯৯৬) শীর্ষক দুটি প্রকল্পের অব্যয়িত টাকা ও সীড ক্যাপিটাল হিসেবে প্রাপ্ত ৫.৫৩ লক্ষ টাকা দিয়ে বার্ড এ প্রকল্পটি ১৯৯৯ সনে বাস্তবায়ন শুরু করে প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে গ্রামের আপামর জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রয়োগযোগ্য ও অনুসরণীয় পল্লী উন্নয়নের একটি মডেল উদ্ভাবন করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : গ্রামীণ দরিদ্র মহিলার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন

কার্যক্রম : ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ও সচেতনতা বৃদ্ধি

বাস্তবায়ন কৌশল : দল গঠন, সঞ্চয়

২০১২-১৩ অর্থ বছরের প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

প্রকল্প কার্যক্রম	২০১২-২০১৩	
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
ঋণ বিতরণ	১৩.৯৯ লক্ষ টাকা	১৩.৯৯ অগ্রগতি

৬) ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ:

Sl. No.	Title of Action Research
A.	**Process Under Annual Development Program (ADP)**
1.	Minimum Water and Guti Urea Uses in Rice for Increased Production & Additional Employment: An Action Research Based on Village Group Organization (ADP)
2.	Rural Livelihoods for Secured Old Age (ADP)
3.	BARD Physical Facilities Improvement Project (ADP)
4.	Ecological Farming for Sustainable Agriculture(ADP)
5.	Sustainable Housing for Rural Poor-Rural Housing Plan(ADP)
B.	**Process Under External Supported Project**
1.	Ensuring and Strengthening of e-Governance at Union and Upazila Level(A2I)
2.	Application of ICTs for Sustainable Livelihoods of Rural Community(A2I)
3.	Rural Food Security and Women Empowerment through Catfish Farming at Household Level (Fund by Forest Research Institute)
C.	**Process Under PPNB**
1.	Promoting Livelihood Security and Awareness Raising Activity among the Tripura (Tipra) Community
2.	E-Parishad for Better Information Service Delivery in Rural Areas
3.	বাংলাদেশের বন্যা প্রবণ ও ভূগর্ভস্থ পানির উচ্চস্তর বিশিষ্ট এলাকায় ইকো-টয়লেটের মাধ্যমে টেকসই মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও কৃষি উন্নয়ন
4.	জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় এবং নারী ও শিশুদের পুষ্টি উন্নয়নে ভূত ও অধিক ফলনশীল ফল বাগানকরণ
5.	নারীদের দক্ষতা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প

উপসংহার :

দীর্ঘ ৫৩ বছর ধরে বার্ড প্রাতিষ্ঠানিক, প্রশাসনিক অবকাঠামো, সমন্বয় ও উৎপাদন পদ্ধতি বিষয়ে প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে এক অনন্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বার্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প কার্যক্রমে গ্রামীণ জনগণ, গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় প্রশাসন ও সরকারী কর্মকর্তাদের সরাসরি অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। এ সকল প্রকল্প রাজস্ব বাজেট, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

৪.৫ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া :

১৯৭৪ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সময় বগুড়ায় আঞ্চলিক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি নামে প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে ১৯৯০ সালে তা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি-আরডিএ হিসেবে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে। পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

প্রশিক্ষণ :

একাডেমি ২০১২-১৩ সালের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নিজস্ব, একাডেমির বিভিন্ন প্রকল্প এবং বিভিন্ন সংস্থার অনুরোধে যৌথ উদ্যোগে মোট ২৭৬টি কোর্স পরিচালনা করে। এ সকল কোর্সে সর্বমোট ৪২০৫৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ২৫৯৭৮ জন পুরুষ এবং ১৬০৭৭ জন মহিলা। বিগত বছরে একাডেমির নিজস্ব উদ্যোগে, একাডেমির প্রকল্প ও বিভিন্ন সংস্থার অনুরোধে যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

প্রশিক্ষণ সার সংক্ষেপ (জুলাই, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৩) :

উদ্যোক্তা	কোর্স সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			প্রশিক্ষণ জনদিবস
		পুরুষ	মহিলা	মোট	
১। একাডেমির নিজস্ব উদ্যোগে আয়োজিত প্রশিক্ষণ	১৯	৪০৬	২১২	৬১৮	১৮০৪৮
২। একাডেমির প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের অর্থায়নে পরিচালিত প্রশিক্ষণ	১০০	১১০৭	১৬৪৮	২৭৫৫	৮৪৩৫
৩। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ	১৩৯	৫৭৬৯	১৬৬৪	৭৪৩৩	২৬৭১৪
৪। আন্তর্জাতিক কৃষি উপকরণাদি ও যন্ত্রপাতি প্রযুক্তি প্রদর্শনী মেলা	১	১৮০০০	১২০০০	৩০০০০	৩০০০০
৫। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রী ও সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ একাডেমির উদ্ভাবনীমূলক কর্মকান্ড পরিদর্শন	১৭	৬৯৬	৫৫৩	১২৪৯	২১৩২
মোট	২৭৬	২৫৯৭৮	১৬০৭৭	৪২০৫৫	৮৫৩২৯

গবেষণা :

একাডেমির মূল কার্যক্রমের মধ্যে গবেষণা অন্যতম। পল্লীবাসীর জীবন জীবিকার মানোন্নয়ন, পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ, নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ, কৃষি ও পরিবেশবান্ধব টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তা, গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে প্রায়োগিক গবেষণার কৌশল নির্ধারণ করা গবেষণার মূল লক্ষ্য। এছাড়া, প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরীতেও গবেষণার ফলাফল ব্যবহার করা হয়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG), দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে গবেষণা প্রকল্পসমূহ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এসব গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে শুধু পল্লী উন্নয়নই নয় পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত নীতি নির্ধারক ও গবেষকদেরকেও সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

গবেষণার বিষয়সমূহ:

- **সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goal):** চরম ক্ষুধা ও দারিদ্র দূরীকরণ, সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু মৃত্যুহার কমানো, মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি।
- **আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (Socio-economic Development):** ক্ষুদ্র ঋণ, দক্ষতা উন্নয়ন, সুশাসন, ই-গভর্ন্যান্স, জেন্ডার উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, সামাজিক ক্ষমতায়ন, নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটেশন, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, হিসাব, জন পরিসংখ্যান (Demography), লোক প্রশাসন, সমাজ বিজ্ঞান, সমাজকর্ম, এনজিও এর বিভিন্ন কর্মসূচি ও অন্যান্য।
- **কৃষি উন্নয়ন (Agricultural Development):** শস্য বহুমুখীকরণ, সেচ ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পোল্ট্রী, মৎস্য ও পশু সম্পদ, নার্সারী/হোম গার্ডেনিং, পশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, কৃষি যন্ত্রায়ন, হাইব্রিড প্রযুক্তি, বীজ প্রযুক্তি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি ব্যবসা, মৃত্তিকা ও ভূমি উন্নয়ন, প্রচলিত কৃষি, উদ্যান ফসল, কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি অর্থনীতি, ইত্যাদি।

- **পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (Environmental Protection and Development):** সামাজিক বনায়ন, নিরাপদ পানি, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, জৈব কৃষি ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, পল্লী জ্বালানী, বায়োগ্যাস প্রযুক্তি, খরাসহিষ্ণু ফসলের বিভিন্ন জাত উপযোগীকরণ ও পরীক্ষণ, দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ত এলাকায় লবণ সহিষ্ণু জাতের উপযোগীকরণ ও পরীক্ষণ, ইত্যাদি।

উল্লিখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও অনুষদ সদস্যবৃন্দ গবেষণা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে পল্লী ও কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত যুগোপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতামূলক গবেষণা পরিচালনা করে থাকেন।

একাডেমির গবেষণা কার্যক্রম:

একাডেমি প্রতিষ্ঠাকাল থেকে জুন, ২০১৩ সন পর্যন্ত মোট ৩৪৩ টি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে জুলাই, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৩ সময় পর্যন্ত ১১টি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে এবং ১৭টি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। বর্তমানে ২৩টি গবেষণা প্রকল্প চলমান আছে। এছাড়া পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন রুরাল ডেভলাপমেন্ট (PGDRD) কোর্সের আওতায় ছাত্র ও অনুষদ সদস্যবৃন্দের মতামতের আলোকে ০৮টি নতুন গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। বলাবাহুল্য গত ৩৬ বছরে (১৯৭৫-২০১০) একাডেমি কর্তৃক পরিচালিত ৩২০টি গবেষণা গবেষণা প্রকল্পের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য ১৭৮টি গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ ৩টি ভলিউমে এ বছরই (২০১৩ সনে) প্রকাশ করা হয়েছে।

Table-1: Research Reports Published in 2012-13 (No. 11)

Sl. No.	Name of the Research Projects	Researcher(s)	Sponsors
I.	Executive Summary of RDA Research Publications , Volume-I	Dr. Ranajit Chandra Adhikary Dr. Md. Munsur Rahman	RDA (Book form)
II.	Executive Summary of RDA Research Publications , Volume-II	Dr. Ranajit Chandra Adhikary Dr. Md. Munsur Rahman	RDA (Book form)
III.	Executive Summary of RDA Research Publications , Volume-III	Dr. Ranajit Chandra Adhikary Dr. Md. Munsur Rahman	RDA (Book form)
		Sub-total	03
1.	Potassium Requirements of RDA Vineyard (*Vitis vinifera* L.)	Dr. Ranajit C. Adhikary Abdullah Al Mamun	RDA Journal
2.	Effect of Different does of Chemical Fertilizers on the Growth and Yield of Breeder Level Seed Potato Production at RDA Demonstration Farm	Md. Feroz Hossain Md. Mizanur Rahman	RDA Journal
3.	RDA's Contribution on Safe Water Supply System in Bogra District of Bangladesh	Mahmud Hossain Khan Md. Abid Hossain Mirdha	RDA Journal
4.	Establishment of a Day Care Centre (Crèche) at Rural Development Academy, Bogra: Towards Ensuring Child and Mother's Welfare	Tariq Ahmed Salma Mobarek	RDA Journal
5.	Production Performance of Hybrid Pullet at RDA Demonstration Farm, Bogra	Samir Kumar Sarkar Dr. Sk. Fazlul Bari	RDA Journal
6.	Breeding and Culture of Ornamental Fish at RDA Fish Hatchery	Md. Nurul Amin Macksood Alam Khan	RDA Journal
7.	Feasibility Study on Agricultural Land Restoration through Cooperative-based Multistoried Complex	MA Matin Mahmud Hossain Khan Sarawat Rashid Afroza Choudhury	RDA (Book form)
8.	Commercial Fish Farming in Bangladesh: Challenges and Opportunities	Md. Nurul Amin Macksood Alam Khan	RDA (Book form)
		Sub-total	08
		Total	11

প্রায়োগিক গবেষণা:

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া বিগত প্রায় তিন দশক ধরে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবনের নিমিত্ত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বর্তমানে এডিপিভুক্ত ৪টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১টি কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

এডিপিভুক্ত ৫টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প:

১. গবাদিপশু পালন এবং বায়োগ্যাস বোতলজাতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক প্রায়োগিক গবেষণা (সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প;

২. সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প;

৩. পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া'র অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত);

৪. আরডিএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূ-উপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ এলাকা উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লী জীবিকায়ন উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা (সংশোধিত) প্রকল্প এবং

৫. যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরাঞ্চলের মার্কেট চ্যানেল উন্নয়ন (M4C) কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।

এডিপি বর্হিভুত ৫টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প:

১. আরডিএ ও যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলে রেইজ বেড পদ্ধতিতে পানি সাশ্রয় প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প;

২. পল্লী ফসল ক্লিনিক (ফসলের ডাক্তার);

৩. গ্রামীণ নারীর বীজ ব্যবসা (ওয়াইজ) সম্প্রসারণ প্রকল্প;

৪. ট্রাইকোডার্মা কম্পোষ্ট প্রযুক্তি সম্প্রসারন প্রকল্প;

৫. বরেন্দ্র এলাকায় ধান ভিত্তিক শস্য বিন্যাসের উন্নয়ন।

রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচি:

১. আরডিএ বগুড়ার আওতায় ক্যাটেল গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন কর্মসূচি

ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প:

১. জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্তদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং বায়োগ্যাস প্রযুক্তি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প।

এছাড়াও ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের জন্য এডিপিভুক্ত থোক বরাদ্দের আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য আরও ৫টি প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পগুলি নিম্নরূপ:-

১. কৃষি জমির অপচয়রোধে সমবায় ভিত্তিক বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্প সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (প্রস্তাবিত মেয়াদকাল: জুলাই, ২০১২ - জুন, ২০১৫);

২. আরডিএ খামার এবং ল্যাবঃ স্কুল এন্ড কলেজ আধুনিকায়ন প্রকল্প (প্রস্তাবিত প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৫);

৩. পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধানের ফলন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (প্রস্তাবিত মেয়াদঃ জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৭);

৪. চর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য টেকসই উন্নয়ন সিএলপি-১ প্রকল্প (প্রস্তাবিত মেয়াদঃ জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৭);

৫. আরডিএ উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বৃষ্টি/বন্যার পানি বিশুদ্ধ করে ঢাকা ওয়াসায় সম্পূরক পানি সরবরাহ প্রকল্প। (প্রস্তাবিত মেয়াদকাল: ১লা জুলাই, ২০১২ - ৩০ জুন, ২০১৫)।

বাস্তবায়নাধীন ৫টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

১. গবাদিপশু পালন এবং বায়োগ্যাস বোতলজাতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক প্রায়োগিক গবেষণা (সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প।

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে সেপ্টেম্বর ২০০৯ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদী একটি চলমান প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প। বর্তমানে দেশের জ্বালানী শক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানী শক্তির বিকল্প ব্যবহারের লক্ষ্যে কমিউনিটি ভিত্তিক বায়োগ্যাস স্থাপনের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও স্থানীয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন। এছাড়াও উৎপাদনকৃত বায়োগ্যাস হতে অপদ্রব্য (ময়েশ্চার, কার্বনডাইঅক্সসাইড ও হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস) পরিশোধনের মাধ্যমে বোতলজাতকরণ ও সিএনজিতে রূপান্তর করে গ্যাস সরবরাহ করে যানবাহন ও জেনারেটর চালানোর ব্যবস্থাসহ দেশে জৈব সারের চাহিদা মেটানো হচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট

প্রকল্পের বিবরণ

অর্থায়ন	:	জিওবি
সময়কাল	:	সেপ্টেম্বর, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪ (সংশোধিত)
অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়	:	৫১৫৫.৭৪ লক্ষ টাকা (সংশোধিত)
প্রকল্প এলাকা	:	১১২টি উপ-প্রকল্প এলাকা (দেশের বিভিন্ন অঞ্চল)

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

১. আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরি;

২. আরডিএ ক্রেডিট বিতরণের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড নিশ্চিত করা;

৩. পশু সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে (বায়োগ্যাস বোতলজাতকরণ, জৈব সার উৎপাদন, উদ্যান ও বসত বাড়ীর আঙ্গিনায় সব্জি চাষ) প্রশিক্ষণ দেয়া এবং

৪. প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে ক্ষুদ্র পরিসরে বিদ্যুতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ :

- কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণ (ক্যাপাসিটি ১০০-১৫০ কিউবিক মিটার) ও উৎপাদিত বায়োগ্যাস বোতলজাতকরণ;
- বিকল্প জ্বালানী শক্তি হিসেবে পরিবেশ বান্ধব বায়োগ্যাস ব্যবহার;
- প্রকল্প এলাকায় সেচ ও গৃহস্থালীর কাজে নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে কম খরচে গভীর নলকূপ ও পানি সরবরাহের নেটওয়ার্ক নির্মাণ;
- জৈব সার উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ;
- বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
- বর্গা ও ঋণের মাধ্যমে গরু মোটাতাজাকরণ কর্মসূচি পরিচালনা।

বায়োগ্যাস উপ-প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবীর নানক

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি:

- ১১২টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ৫৩টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

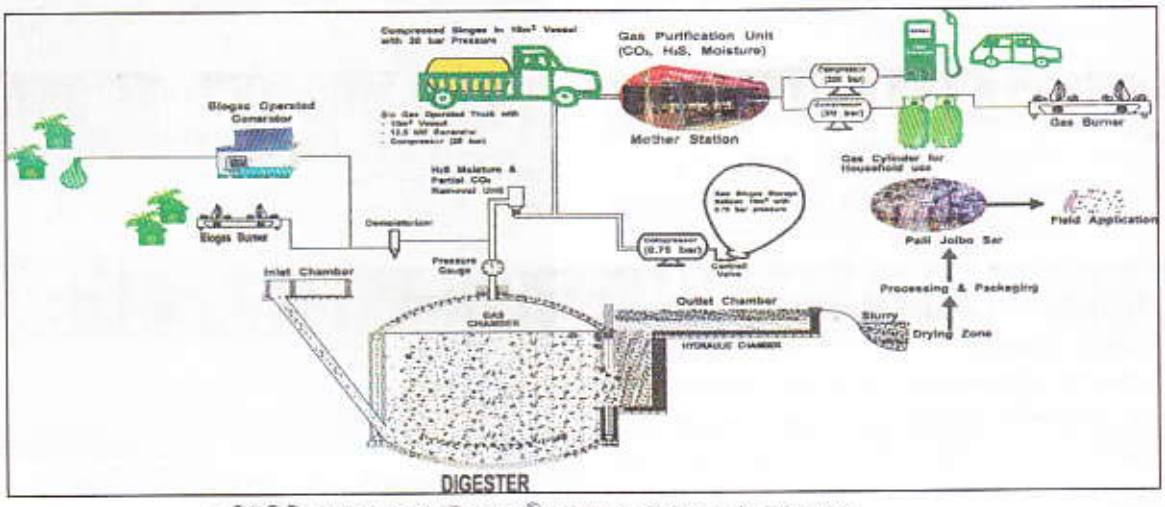

কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের বহুমুখী ব্যবহারের Schematic Diagram

- বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের সুবিধাভোগীবৃন্দের নিজ নিজ আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড (আইজিএ) নির্বাচনের মাধ্যমে মোট ৪৯টি উপ-প্রকল্প এলাকার ৫৬২৪ জনকে গরু মোটাতাজাকরণ ও গবাদি পশু পালন ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ দিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করা হয়েছে।
- এছাড়াও বাস্তবায়িত প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের মাঝে বর্গা প্রথায় গবাদি পশু পালন ও মোটাতাজাকরণ কর্মকান্ডে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ২৮টি উপ-প্রকল্পে মোট ৪২৩ টি গরু বর্গা প্রদান করা হয়েছে।
- বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের সুবিধাভোগীবৃন্দের নিজ নিজ আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড (আইজিএ) নির্বাচনের মাধ্যমে মোট ৪৯টি উপ-প্রকল্প এলাকার ৫৬২৪ জনকে গরু মোটাতাজাকরণ ও গবাদি পশু পালন ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ দিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করা হয়েছে।
- এছাড়াও বাস্তবায়িত প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের মাঝে বর্গা প্রথায় গবাদি পশু পালন ও মোটাতাজাকরণ কর্মকান্ডে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ২৮টি উপ-প্রকল্পে মোট ৪২৩ টি গরু বর্গা প্রদান করা হয়েছে।
- প্রকল্পের কর্মকান্ড দেশের উত্তরাঞ্চলে বাস্তবায়নের সুফল হিসেবে- আয় বৃদ্ধি, অতিরিক্ত কর্মসংস্থান, বিকল্প জ্বালানী শক্তির (বায়োগ্যাস) মাধ্যমে রন্ধন, আংশিকভাবে বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো, উৎপাদিত জৈব সার ব্যবহারের ফলে মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়ন, নিরাপদ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য ও গবাদি পশু উন্নয়ন ও রোগাক্রমণ কম হওয়া এবং সার্বিকভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণ রোধে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

প্রকল্পের আওতায় গবাদিপশু পালন কার্যক্রম

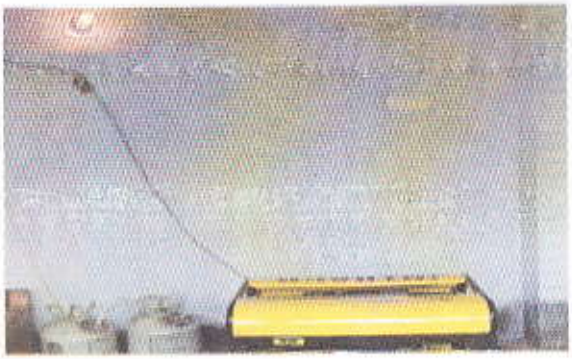

কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের বহুমুখী ব্যবহার কার্যক্রম

২. সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প:

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ মেয়াদী একটি চলমান প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প। সরকার ঘোষিত কর্মসূচির মধ্যে ''সবার জন্য সুপেয় পানি'' নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমি কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যেই প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে এবং চলতি অর্থবছরের বরাদ্দকৃত অর্থ চলতি মাসে অবমুক্তি হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় সমগ্র দেশে মোট ৭৫টি এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। যেখানে সরকারের কোন ভর্তূকি ব্যতিরেকে গ্রামীণ পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহসহ বহুমুখী ও উৎপাদনমূলক কর্মকান্ডে পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা হাতে নেয়া হয়েছে।

অর্থায়ন	:	জিওবি
সময়কাল	:	জানুয়ারি, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩
অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়	:	৫৮৯৩.৭২ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা	:	মোট ৭৫টি উপ-প্রকল্প এলাকা (দেশের বিভিন্ন অঞ্চল)

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

আরডিএ উদ্ভাবিত সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ কৃষি উৎপাদনে দক্ষ ও সাশ্রয়ী পানি সম্পদ ব্যবহার এবং প্রশিক্ষণভিত্তিক ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের পল্লী এলাকার দারিদ্র বিমোচন করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ:-

১. সেচ, খাবার পানি সরবরাহ, মৎস্য চাষ, নার্সারি উন্নয়ন, গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগি পালন, উদ্যান এবং বসতবাড়ি আঙ্গিনায় সবজি চাষ ও নন-ফার্ম কার্যক্রমে ভূ-গর্ভস্থ/ভূ-পরিস্থ পানির সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা;

২. কৃষি উৎপাদনে দক্ষ ও সাশ্রয়ী পানি সম্পদ ব্যবহার;

৩. প্রশিক্ষণ ভিত্তিক আরডিএ ক্রেডিট সহায়তার মাধ্যমে সর্বোচ্চ কৃষি উৎপাদন নিশ্চিতকরণ;

৪. সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সবার সক্রিয় অংশগ্রহনের মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান/আয়ের সুযোগ সৃষ্টি;

৫. প্রকল্পের সুফলভোগীদের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে জৈব সার উৎপাদন ও পচনশীল দ্রব্যাদির সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের মুল কর্মকান্ড :

- দেশীয় প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে গভীর নলকূপ স্থাপন;
- সেচকার্যে উন্নত পানি পরিবহন ব্যবস্থা নির্মাণ;
- গৃহস্থালী কাজে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক নির্মাণ;
- প্রয়োজনে পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন;
- বিভিন্ন আয়-বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রকল্পের সীডক্যাপিটাল হতে আরডিএ ক্রেডিট পরিচালনা;
- প্রদর্শনীমূলক ফসল উৎপাদন;
- শাক-সবজি উৎপাদন ও নার্সারি স্থাপন;
- গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি ও মৎস্য চাষ বিষয়ক খামার স্থাপন;
- কৃষি পণ্যের উপর ভিত্তি করে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন;
- কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ;
- বিকল্প সৌর বিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপন ও ব্যবহার;
- হাইজিন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও পচনশীল দ্রব্যাদির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণ।

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গ্রামীন পানি সরবরাহের জন্য ওভারহেড ট্যাংক

প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালার মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি:

(১) প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জুন ২০১৩ পর্যন্ত মোট ৩৬টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(২) স্থানীয় পর্যায়ে দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় কৃষি ভিত্তিক বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক যেমন- হাঁস- মুরগি পালন, হর্টিকালচার ও নার্সারি উন্নয়ন, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা, মৎস্য চাষ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ৫০৩৩ জন সুফলভোগী ও উপ-প্রকল্প এলাকার সেচ সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

গৃহস্থালী কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার

প্রকল্পের আওতায় আয়বর্ধনমূলক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও গভীর নলকূপের পানি সেচসহ বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে ব্যবহার করা হচ্ছে

৩. পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া'র অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) :

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদে ইহা একটি চলমান প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প। গ্রামবহুল বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন ব্যতিরেকে দেশের সার্বিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করা যায় না। একাডেমির নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার ক্রমবর্ধমান প্রশিক্ষণ ও গবেষণা চাহিদার প্রেক্ষিতে দেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত একমাত্র প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ''পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়ার'' অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা জোরদারকরণ।

অর্থায়ন	:	জিওবি
সময়কাল	:	০১ জুলাই ২০০৯ হতে ৩০ জুন ২০১৪ (সংশোধিত অনুমোদিত)
অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়	:	২৯৬৫.৩৭ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা	:	পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ:-

১. পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া'র ভৌত অবকাঠামো সুবিধাদি সম্প্রসারণ ও উন্নতকরণ;
২. পল্লী উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য প্রশিক্ষণ;
৩. গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা জোরদারকরণ;

নির্মিত সিনিয়র ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টার

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি:

- প্রকল্পের আওতায় গার্ড কোয়ার্টার, সুইপার কোয়ার্টার, টিস্যু কালচার ল্যাব, নার্সারি সেড, লাইব্রেরী ভবন উলম্ব সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এছাড়াও মডার্ন হোষ্টেল ভবন (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৭ তলা পর্যন্ত, সিনিয়র ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টার (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৫ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ চলছে, কম্পিউটার ল্যাবসহ বিভিন্ন ভবনের মেরামত কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়াও আইটি সেন্টার ভবন (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৩ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ চলছে।
- বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর এ পর্যন্ত ২০৫৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও তিন মাস মেয়াদি বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরী প্রশিক্ষণ, কোর্স ও ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে;
- এই প্রকল্পের আওতায় মোট ৫টি প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে;
- প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ২টি প্রশিক্ষণ বাস, মহাপরিচালকের জন্য ১টি জীপ সংগ্রহ করা হয়েছে;
- একাডেমির জন্য ঢাকাতে ১টি লিয়াঁজো অফিস ক্রয় করা হয়েছে।

নির্মিত মডার্ন হোস্টেল ভবন

পল্লী উন্নয়ন একাডেমির সবুজ চত্বর

৪. আরডিএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূ-উপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ এলাকা উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লী জীবিকায়ন উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা (সংশোধিত) প্রকল্প:

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১২ মেয়াদী একটি চলমান প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনজীবনে মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি হচ্ছে। অনাবৃষ্টি, অপরিমিত ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানির নিম্নগতির ফলে দেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। ভূ-পরিস্থ পানির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে বর্ধিত খাদ্য উৎপাদন, অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে গ্রামীণ জীবন জীবিকায়ন উন্নয়ন এ প্রকল্পের লক্ষ্য।

প্রকল্পের আওতায় ভূ-পরিস্থ পানি মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

১. কাঙ্খিত শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা স্থাপন করে ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

২. একুশ শতকের বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা;

৩. আরডিএ ক্রেডিট কার্যক্রমের সহায়তায় বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;

৪. বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের মাধ্যমে লোড শেডিং ও সেচ খরচ হ্রাসকরণ;

৫. ভূ-গর্ভস্থ পানি ও সেচ ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের প্রাকৃতিক পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করা।

প্রকল্পের অর্থায়ন	:	জিওবি
প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১৪ (সংশোধিত)
অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়	:	২৮২১.৫২ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা	:	বাংলাদেশের ৭টি বিভাগের সর্বমোট ২৫টি উপ-প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং দক্ষিণাঞ্চলের আরো ২০টি এলাকায় উক্ত বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহ:

ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকার নির্দিষ্ট উৎসে নিম্নলিখিত ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে-

* ভূ-উপরিস্থ পানি উত্তোলনের নিমিত্ত এলএলপি পাম্প এবং মোটর স্থাপন;
* তিন প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হেডার ট্যাংক নির্মাণ;
* ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন ও ডিস্ট্রিবিউশন স্ট্রাকচার নির্মাণ;

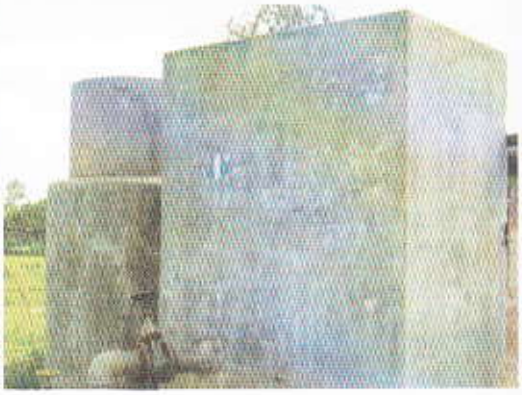

প্রকল্পের আওতায় উন্নত সেচ ব্যবস্থাপনার জন্য গ্রাইন্ড রির্জাভার ও ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা

প্রশিক্ষণ:

প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নে উপ-প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য নিম্নলিখিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে-

১. মাঠ পর্যায়ে পানির সুষ্ঠু ব্যবহার;
২. নার্সারী স্থাপন কলা-কৌশল;
৩. গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন;
৪. গরু মোটাতাজাকরণ এবং
৫. কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ।

প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রদত্ত প্রশিক্ষণ

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি:

- ২৫টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে জুন ২০১২ পর্যন্ত ২৫টি উপ-প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে;
- প্রতিটি উপ-প্রকল্প এলাকায় ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ এলাকা ৫০ একর থেকে সর্বোচ্চ ১৫০ একরে উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে;
- ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের উপর চাপ কমাতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে;
- প্রকল্পের প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ২৫০০ জন এর বিপরীতে এ পর্যন্ত মোট ২৫০০ জন (পুরুষ- ১৩৭৫ জন মহিলা- ১১২৫ জন) উপ-প্রকল্প এলাকার সেচ সংশ্লিষ্ট এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভব হয়েছে;
- সেচ এলাকা উন্নয়ন ও বিভিন্ন আয়-বর্ধনমূলক কর্মকান্ড হাতে নেয়ার ফলে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

৫. যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরাঞ্চলের মার্কেট চ্যানেল উন্নয়ন (M4C) কারিগরি সহায়তা প্রকল্প:

চরাঞ্চলগুলো নদী বেষ্টিত এবং মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় যোগাযোগ ও উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। ভৌগলিক ভাবে চরগুলো অসম, বিস্তৃর্ণ, সমতল এবং উর্বর। কিছু কিছু চর স্বল্পকালীন মূল ভূ-খন্ডের সাথে সংযুক্ত থাকলেও অধিকাংশ চরগুলো দ্বীপ সদৃশ্য। মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় চরে বসবাসীকারী বেশীরভাগ মানুষই গরীব এবং বর্ষা মৌসুমে বন্যা কবলিত, যা তাদের আবাস ভূমি, বাসস্থান, গৃহ-সরঞ্জাম, খাদ্য-দ্রব্য, বস্ত্র এবং গবাদিপশুর ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে।

চরের এই ভৌগলিক বিপর্যয় এবং মূল-ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্নতা ব্যাপক প্রভাব ফেলে যোগাযোগ, বাজার ব্যবস্থাপনা তথা চরগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর। তদুপরি, চরগুলো অনেকগুলি অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সম্ভাবনাকে আকড়ে ধরে আছে, যেমন ক) গবাদিপশু লালন-পালনে তুলনামূলক বিস্তৃর্ণ তৃণ-ভূমির সুবিধা এবং অন্যভাবে বলতে গেলে, রোগ জীবাণুর উৎস থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন; এবং খ) নদীস্রোত বা বন্যাদ্বারা সঞ্চিত পলি মাটির উর্বরতাকে বৃদ্ধি করে কিছু ফসলের জন্য বিশেষ উপযোগী করে তুলেছে, যেমন, ধান, ভুট্টা, চিনাবাদাম, পিয়াজ, কুমড়া, লাউ এবং অন্যান্য শাক-সবজি, সরিষা, মরিচ, হলুদ, গবাদি পশুর খাদ্য ইত্যাদি। যার ফলে চরগুলো শস্যভান্ডার হিসেবে খ্যাত। উৎপাদিত খাদ্য শস্যই স্থানীয় বাসিন্দাদের আয়ের অন্যতম উৎস এবং কৃষিকাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের কর্ম সংস্থানের নিরাপদ ক্ষেত্র। কিন্তু চরাঞ্চলে টেসই বাজার ব্যবস্থাপনা না থাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হচ্ছে না। ফলে চরবাসী দিন দিন দারিদ্রতা, অনিশ্চয়তা এবং বিপর্যয়সহ প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

M4C প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হলো আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের নির্দিষ্ট কিছু জেলার চরে বসবাসকারীদের দারিদ্রতা ও বিপর্যয় হ্রাস করা। Chars Livelihoods Programme (CLP)-এর সম্পদ হস্তান্তর কার্যক্রমের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে চর উৎপাদকদের কর্মকান্ডকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ:

- বাজারে চর বসবাসকারীদের প্রবেশ/যোগাযোগ উন্নত করা;
- ব্যবসা কর্মকান্ডের উন্নয়ন করা এবং দরিদ্র চর বাসিন্দাদের নির্ধারিত ক্ষেত্রে সমজাতীয় কর্মের সংস্থান সৃষ্টি করা;
- চরের উৎপাদকদের আর্থিকভাবে লাভবানের জন্য টেকসই কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- ইতিবাচক পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে চর উৎপাদকারীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে লাভজনক করা (উৎপাদন, উৎপাদন ক্ষমতা, উৎপাদিত পন্যের গুণগত মান, ন্যায্যমূল্য এবং নতুন বাজার সৃষ্টি);
- দূর্যোগ বিপর্যয় হ্রাস করণে চরে বসবাসকারীদের আচরণগত পরিবর্তন প্রণয়ন করা (বিভিন্ন রকম শুষ্ক/বন্যা প্রতিরোধক ব্যবহার, চাষের চর্চার পরিবর্তন, বন্যা/বৃষ্টি প্রতিহত করতে চাষের নমুনা পরিবর্তন);
- একই কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত ব্যক্তি/জনগনের পক্ষ থেকে চর উৎপাদক বাসিন্দা প্রচুর পরিমান ও উন্নত সেবা প্রদান করা (তথ্য, উপদেশ, প্রযুক্তিগত, উপাত্ত সরবরাহ এবং বাজার অনুপ্রবেশ)।

প্রকল্প এলাকা	:	দেশের উত্তর ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের মোট ১০টি জেলার (বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, জামালপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, নীল ফামারি, টাঙ্গাইল এবং পাবনা) চরাঞ্চল।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	৬১৫৯.৮৫ লক্ষ টাকা। (প্রকল্প সাহায্য- ৫৫৫৯.৮৫; জিওবি-৬০০.০০ লক্ষ)
জুন ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	প্রকল্পটি গত ৩০ মে ২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়।

প্রকল্পের কার্যক্রম:

- চরাঞ্চলে উৎপাদিত পণ্যের (ভূট্টা, মরিচ, পাট) উৎপাদন ও উৎকর্ষতা সাধনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে উন্নত জাত, উৎপাদন পদ্ধতি, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ।
- মূল চরাঞ্চলের যোগাযোগ সুবিধা উন্নয়নে ঘোড়ার গাড়ি প্রদানের মাধ্যমে যোগাযোগ উন্নয়নসহ কর্মসংস্থান;
- নদীর উভয় তীরে ভাসমান ঘাট সম্প্রসারনের সুযোগ সৃষ্টি ও তা উন্নয়নে স্থানীয় উদ্যোক্তা সৃষ্টি; এবং
- দ্রুতগতি সম্পন্ন নৌকা তৈরির মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জীবাকায়নসহ চরের উৎপাদিত পণ্যের বাজার নিশ্চিতকরণ।

প্রকল্পের আওতায় চরাঞ্চলের জন্য গৃহীত কার্যক্রম

এডিপি বর্হিভূত চলমান প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প:

১. আরডিএ ও যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলে রেইজ বেড পদ্ধতিতে পানি সাশ্রয় প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প:

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের গভীর নলকূপ এর মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের প্রযুক্তি পল্লী উন্নয়নের পথিকৃত বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ আকতার হামিদ খান ষাটের দশকে সর্ব প্রথম কুমিল্লা এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে সেচ পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। সেই ধারাবাহিকতায় বিএডিসি'র মাধ্যমে সারা বাংলাদেশ গভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারিত হয়। যেখানে প্রতিটি গভীর নলকূপের আওতায় সেচাধীন এলাকা ছিল মাত্র ৪০ একর। পরবর্তীতে আশির দশকে

যুক্তরাষ্ট্র কলারোডো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা প্রযুক্তি বাংলাদেশে সর্বপ্রথম এ একাডেমি সম্প্রাসারণ করে আধুনিক ও দক্ষ সেচ সুবিধা প্রবর্তনের মাধ্যমে পূর্বে স্থাপনকৃত গভীর নলকূপের সেচ এলাকার ৪০ একর হতে ১৬৬ একরে উনীত করতে সক্ষম হয়েছে। যা সমগ্র দেশব্যাপী সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে। বর্তমানে প্রতি কেজি ধান উৎপাদনে প্রায় ৪ টন সেচ পানির প্রয়োজন হয়। এই অতিরিক্ত পানি অপচয় পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

এই ধারাবাহিকতায় একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বর্তমানে একাডেমি- কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র যৌথভাবে রেইজড বেড চাষ পদ্ধতি সম্প্রসারণ করছে। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি এড়াতে ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রেইজড বেড পদ্ধতিতে শস্য চাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। পানি ও উৎপাদনের উপকরণ সাশ্রয়ী এই প্রযুক্তিতে শস্য চাষ সম্প্রসারণ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবন জীবিকার মানোন্নয়নে বিশেষ ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। উপরন্তু দেশের খরা প্রবণ এলাকায় এই পানি সাশ্রয়ী শস্য চাষ পদ্ধতি খুবই উপযোগী।

প্রকল্পের অর্থায়ন	:	কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র।
প্রকল্প বাস্তবায়ন কালঃ	:	১ জানুয়ারি, ২০১০ হতে ৩১ মে, ২০১৩।
প্রকল্প এলাকাঃ	:	বগুড়া, নওগাঁ, জয়পুরহাট এবং সিরাজগঞ্জ জেলা।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দঃ	:	১৫২.৬০ লক্ষ টাকা।
মে ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ঃ	:	১৫২.৬০ লক্ষ টাকা।

উল্লেখযোগ্য অর্জন:

- সেচ পানি ৪২ শতাংশ সাশ্রয় হয়;
- প্রচলিত পদ্ধতিতে চাষাবাদের তুলনায় রেইজড বেড পদ্ধতিতে ইউরিয়া সার কম লাগে;
- গাছের কান্ড মোটাতাজা ও শক্তিশালীসহ কুশির সংখ্যা বৃদ্ধি, শীষের সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য বাড়ে;
- ফলন ১৮-২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়;
- স্থায়ী বেডে বিনা চাষে পরবর্তী ফসল ফলানো যায় ফলে চাষের খরচ সাশ্রয় ও মৃত্তিকার পুষ্টি উপাদানের নিম্নগতিরোধ হয়;
- আর্সেনিকযুক্ত পানি দিয়ে সেচ করলে শস্যে আর্সেনিকের এ্যাকুমুলেশন তুলনামূলক কম হয়;
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে;
- রেইড বেড প্রযুক্তি প্রকল্প এলাকায় জনপ্রিয় হয়ে উঠছে;
- প্রকল্প এলাকায় ঋণের মাধ্যমে পাওয়ার ট্রিলার ও বেড ফর্মার প্রদান করা হয়েছে।
- চলতি অর্থ বছরে এ কর্মসূচির আওতায় ৩৬টি এলাকায় বেড নালা পদ্ধতিতে চাষাবাদের প্রদর্শনী করা হয়েছে; এবং
- এ কর্মসূচির আওতায় বেড নালা পদ্ধতিতে প্রকল্প এলাকায় গত মৌসুমে প্রায় ১৫০ একর জমি বিভিন্ন ফসল চাষাবাদ করা হয়েছে এবং উত্তরোত্তর এ চাহিদা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

বেড তৈরী ও বেড পদ্ধতিতে ফসল চাষাবাদ

২. পল্লী ফসল ক্লিনিক (ফসলের ডাক্তার) :

পল্লী ফসল ক্লিনিকে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বাংলাদেশের কৃষকেরা রোগ-বালাই এবং পোকা মাকড়ের হাত থেকে গাছপালা ও ফসলকে রক্ষার জন্য একমাত্র উপায় হিসাবে বিষাক্ত রাসায়নিক বালাইনাশকের (Toxic Chemical Pesticide) উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল এবং ফসলহানীর ভয়ে প্রোয়োজন ছাড়াই ঐ সব বিষ নিয়মিত ব্যবহার করে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঠিক পরামর্শের অভাবে অনুমান নির্ভর মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক বালাইনাশক বিষ ব্যবহার করেন পরিবেশ বিপর্যয়ের পাশাপাশি কৃষকের উৎপাদন ব্যয় বহুগুণে বেড়ে যায়। ফসলের স্বাস্থ্য সেবার এ অবস্থা দেশের পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য, কৃষিপণ্যের রপ্তানী প্রভৃতি বহুবিধ ক্ষেত্রে মারাত্মক হুমকি ডেকে আনছে। কীটনাশক বিষের ভয়াবহ আগ্রাসনে জলজ প্রাণী, উপকারী পোকা-মাকড়, সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতি বিলুপ্তির পথে।

ফসলের ডাক্তার গ্রাম পর্যায়ে ফসলের চিকিৎসা পত্র প্রদান করছে

সুস্থ্য থাকার জন্য চিকিৎসকরা বেশী বেশী ফলমূল, তাজা শাকসবজি খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কিন্তু অপ্রিয় সত্য হল- ফলমূল, শাক সবজির সাথে প্রতিদিনিই আমরা সামান্য হলেও রায়নিক বিষ খেয়ে ফেলছি যা Slow Poisoning এর নামান্তর। অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতির প্রধান কারিগর কৃষক ভাইয়েরা প্রায় প্রতিদিন সরাসরি গ্রহণ করছেন বিষাক্ত রাসায়নিক বালাইনাশক। কৃষক সারাদিন মাঠের কাজে ব্যস্ত থাকেন। বিকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি তার কিছুটা অবসর। ঠিক সেই সময়ই প্রাতিষ্ঠানিক সেবাদানকারীরা মাঠ থেকে বাড়ি চলে যান। তাই কৃষকের সময়ের সাথে সংগতিপূর্ণ একটি স্থানীয় পরামর্শ ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া প্রয়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী ফসল ক্লিনিক মডেল (ফসলের ডাক্তার) উদ্ভাবন করেছে যা প্রকৃত পক্ষে একটি স্থানীয় জ্ঞান কেন্দ্র (Local Knowledge Center) হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি (২০১০-১৩):

- ইতোমধ্যে বিভিন্ন গ্রামে স্থাপিত ৮ টি স্থাপন করা হয়েছে এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষনের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় ১৫০ জন ফসলের ডাক্তারকে তৈরি করা হয়েছে যার মাধ্যমে ১৫,০০০ টি সমস্যা গ্রহণ করে ১৩৮৯৩ টির মাধ্যমে স্থানীয় ভাবে দিতে সক্ষম হয়েছে। এ সময়ে ১২০০০ জন কৃষক ক্লিনিকগুলিতে সমস্যাসহ এসেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম একজন কৃষক লিখিত ব্যবস্থাপত্র (Prescription) নিয়ে সঠিক পরামর্শ অনুযায়ী ফসলের রোগ-বালাই' এর চিকিৎসা করতে পারছেন। লিখিত ব্যবস্থাপত্রের কারনে ভেজাল বালাইনাশক বিক্রির প্রবনতাও ক্লিনিক এলাকায় কমে আসছে।
- আরডিএ কর্তৃক শতাধিক অ-রাসায়নিক বালাইনাশক (Bio-Pesticide) ফর্মুলা তৈরি ও কার্যকারিতা পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর ক্লিনিকগুলিতে সরবরাহ এবং জনপ্রিয়করনণর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে ফসল ক্লিনিক এলাকায় রাসায়নিক বিষ ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষনীয়ভাবে কমে আসছে। উল্লেখ্য, অ-রাসায়নিক বালাইনাশকের ৭০,০০০ লিফলেট কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। সহজ সাবলীল ভাষায় লেখার কারণে কৃষকরা অনায়সে অনুসরণ করে নিজেরাই জৈব বালাইনাশক তৈরি ও সেগুলি ব্যবহার করতে পারছেন।

- আরডিএ উদ্ভাবিত ফেসগার্ড কৃষকদের স্বাস্থ্য-সুরক্ষায় কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।
- পল্লী ফসল ক্লিনিকে ' জৈব বালাইনাশক ' (Green Pharmacy) ও 'কৃষকের স্বাস্থ্য তথ্য সেবা' নামক দুইটি নতুন সার্ভিস অন্তর্ভুক্ত করে ফসলের ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- জনপ্রিয় জৈব বালাইনাশক সমূহ ব্যবহার করে বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার কৃষকরা বিষমুক্ত অর্গানিক সবজি চাষ করছেন এবং অনেক জৈব বালাইনাশক বাণিজ্যিক ভাবে বিক্রি করে বাড়তি আয় করছেন। এ ছাড়া জৈব বালাইনাশকে কেন্দ্র করে বিষমুক্ত অর্গানিক সবজি চাষীদের একটি নিজস্ব সংগঠন গড়ে উঠেছে।

ফসলের ডাক্তার মোবাইলের মাধ্যমে গাছের রোগ সনাক্ত করছে

- তথ্য-প্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফসলের ডাক্তারগণ নিজ উদ্যোগে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দূর-দূরান্তে কৃষকবৃন্দকে ফসলেরর স্বাস্থ্য সেবা পৌছে দিচ্ছেন। এছাড়া ফসলের স্বাস্থ্য-সেবা বিষয়ে কৃষকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর গবেষনা কেন্দ্র থেকে মোবাইল ফোনে জেনে নিতে পারছেন।
- জাতীয় এবং স্থানীয় দৈনিকে পল্লী ফসল ক্লিনিক ভিত্তিক একাধিক প্রতিবেদন গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়েছে।
- বগুড়া, জয়পুরহাট, গাইবান্দা ও দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে আরো ০৪ টি ফসল ক্লিনিক কেন্দ্র সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এছাড়া চরাঞ্চলে ১টি ক্লিনিক স্থাপিত হয়েছে।

৩. গ্রামীণ নারীর বীজ ব্যবসা (ওয়াইজ) সম্প্রসারণ প্রকল্প:

কৃষিতে উৎপাদনী সাফল্যের প্রধান উপকরণ ভালবীজ। কিন্তু কৃষি নির্ভর অর্থনীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশে ভাল বীজের মত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপকরণ বীজের সরবরাহ ও ব্যবহার প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। এদেশের কৃষিতে যে পরিমান বীজ ব্যবহার হয় গড়ে তার সর্বোচ্চ প্রায় ২০% আনুষ্ঠানিক উৎস থেকে সরবরাহ হয়। অবশিষ্ট ৮০% বীজ আসে কৃষকের বাড়িতে সংরক্ষিত উৎস থেকে। সাধারণতঃ কৃষকেরা ফসলের একটি অংশ বীজ হিসেবে সংরক্ষণ ও পরবর্তী মৌসুমে ফসল উৎপাদনের জন্য বীজ হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। পল্লী উন্নয়ন একাডেমি ও বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত একাধিক গবেষণায় এ তথ্য প্রমাণিত হয়েছে যে কৃষকের বাড়িতে সংরক্ষিত এসব বীজের মান খুবই দূর্বল যা থেকে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় না।

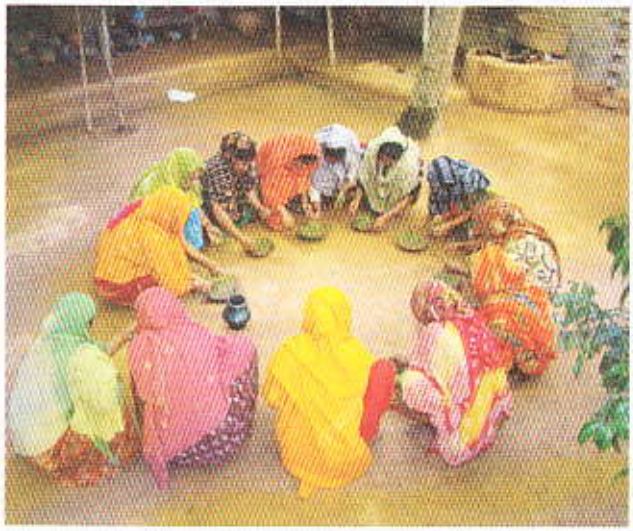

গ্রামীন নারী বীজ ব্যবসায়ীরা তাদের সংরক্ষিত বীজের দক্ষতা যাচাই করছে

ইতোপূর্বে একাডেমি পরিচালিত প্রায়োগিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে শুধুমাত্র মানসম্পন্ন বীজ এককভাবে ১৫-২০% পর্যন্ত

ফলন বৃদ্ধিতে এবং প্রায় ১০% পর্যন্ত উৎপাদনী ব্যয় কমাতে সহায়তা করতে পারে। সর্বোপরি ভালবীজ ব্যবহারে কৃষি উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও পাহাড় প্রমান বীজ ঘাটতির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে কৃষক-কৃষানীর সহায়তায় লক্ষ্য অর্জনে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া জেলার শাজাহানপুর উপজেলার মারিয়া গ্রামের কৃষক-কৃষানীদের অংশগ্রহনে দীর্ঘ দিন গবেষণার মাধ্যমে নারীদের উদ্ভাবনী ভিত্তিক 'মারিয়া বীজ প্রযুক্তি মডেল' উদ্ভাবন করে যা অত্যন্ত কার্যকর একটি কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন মডেল হিসাবে ইতোমধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংগনে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং দেশ-বিদেশে ব্যপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। গ্রামীণ এই নারীদরেকে প্রশিক্ষন সহায়তার মাধ্যমে এক ধাপ উন্নীত করে বীজ ব্যবস্থী হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটিয়ে গ্রামীণ নারীর বীজ ব্যবসা (ওয়াইজ) শিরোনামে আরও একটি মডেল আরডিএ কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়। বাংলাদেশের সকল কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে এই মডেল (ওয়াইজ) সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আইএফসি-এসিডিএফ-বিশ্বব্যাংক গ্রুপ এর সহায়তায় বাংলাদেশের ৩০ টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৩ টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চল (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-০৭, ২৫ ও ২৭) কার্যক্রম শুরু হয়েছিল যা ২য় পর্যায়ে নতুন ৪ টি কৃষি পরিবেশিক অঞ্চলে ৩য় পর্যায়ে ৪টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে বিভিন্ন গ্রামে সম্প্রসারিত হয়েছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের ৩০ টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে ওয়াইজ মডেল সম্প্রসারণের মাধ্যমে ভাল বীজ সরবরাহ বৃদ্ধি করা এবং গ্রামীণ নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করা।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি (২০১১-১৩) :

- ৩০টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে কৃষকের উৎপাদিত বীজের স্বাস্থ্য, বীজ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে বেসলাইন সার্ভে করা হয়েছে।
- প্রথম পর্যায়ে ৩ টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে ৩০ টি দলে ৬০০ জন গ্রামীণ নারীকে এবং ২য় পর্যায়ে ৩০ টি দলে ৬০০ জন এবং ৩য় পর্যায়ে ৫০ টি দলে ১০০০ জন সংগঠিত করে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষন (বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজতকরণ ও সংরক্ষণ) প্রদান করা হয়েছে।
- ভাল মানের বীজ উৎপাদনের জন্য ৪টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে ১০০০ জন গ্রামীন নারীকে উপকরণ সহায়তা ভিত্তিবীজ ও রাসায়নকি সার প্রদান করা হয়েছে।
- বিগত আমন মৌসুমে উল্লিখিত ১৬০০ জন নারী ১৭০.০ মেঃ টন ধান বীজ ও ৪.৫০ মেঃ টন সবজি বীজ উৎপাদন ও বিক্রয় করেছেন।
- গ্রামীন নারীদের উৎপাদিত বীজ বাজারজাত করনের জন্য বীজ কোম্পানী, ডিলার ও মহিলাদের মধ্যে লিংকেজ গড়ে তোলা হয়েছে।
- অংশগ্রহণমূলক বীজ প্রযুক্তি ম্যানুয়াল এবং বীজ ব্যবসা ম্যানুয়াল তৈরির কাজ চলছে যা মহিলাদের মাকে বিতরন করা হবে।

গ্রামীন নারীরা সংরক্ষিত বীজ বাজারজাত করছে

- প্রত্যেক কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে নারীদেরকে সংগঠিত করে নারী বীজ ব্যবসায়ী সমিতি (ওয়াইজ এসোসিয়েশন) গঠন করা হয়েছে।
- দেশের দক্ষিন অঞ্চলের ১৪ টি জেলার ১৯২০ জন নারীকে এলজিইডি' এর ক্ষুদ্রকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়তায় ওয়াইজ মডেল ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সম্প্রতি লাও-পিডিআর এর কৃষি গবেষণা ইনিসটিটিউট এর পরিচালক ড. চাই বোনাফাক্সে ওয়াইজ এর বিভিন্ন গ্রুপ পরিদর্শন করে সিরডাপের সহযোগিতায় মডেলটি তার দেশে সম্প্রসারনের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

প্রকল্পভুক্ত ওয়াইজ সমিতিসমূহকে প্রাইভেট সেক্টরের সাথে সংযোগ স্থাপন করায় নতুন নারী উদ্যোক্তাদের সম্প্রতি ব্যবসায়িক উদ্যোগ পেয়েছে যা নতুন মেয়াদে এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে ওয়াইজ নারীরা এসিআই, গেটকো এগ্রোভিশন এবং ওয়াল্ড ভিশন বাংলাদেশের মত স্বনামখ্যাত প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ বীজ ব্যবসা পরিচালনায় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

৪. ট্রাইকোডার্মা কম্পোষ্ট প্রযুক্তি সম্প্রসারন প্রকল্প:

ভুমিকা:

যে কোন জীবন্ত উৎস থেকে যে বস্তু পাওয়া যায়-তার নামই জৈব পদার্থ। যেমন গরু থেকে গোবর, গাছ থেকে পাতা, ধান গাছ থেকে খড় ইত্যাদি। এই সব জৈব পদার্থই মাটির জীবন। যে মাটিতে জৈব পদার্থ থাকেনা - তা মরা মাটি, সহজ কথায় মরুভূমি। মাটির জৈব পদার্থের মধ্যে বসবাস করে লক্ষ-কোটি অনুজীব যাদের খালি চোখে দেখা যায় না। এই অণুজীবেরাই মাটির প্রাণশক্তি। মাটির জৈব পদার্থের আশ্রয়ে থেকে এরা গাছের খাদ্যকে গাছের গ্রহন উপযোগী করে তৈরি করে দেয়। এর পর গাছ তা শিকড় দিয়ে শুষে নিয়ে নিজের খাদ্য তৈরি আর আমাদের জন্য তৈরী করে ফুল, ফল, শাক, সবজি দানা-শস্য সেই সাথে সকল প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান - অক্সিজেন। তাই অনুজীব ছাড়া আমাদের এবং পৃথিবীর অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না।

মাটিতে যত বেশী পরিমাণে জৈব পদার্থ যোগ হবে অনুজীবের আবাসস্থল তত বড় হবে, অনুজীবের সংখ্যাও বেড়ে যাবে আনুপাতিক হারে। ফলাফলে মাটি ফিরে পাবে প্রাণশক্তি আর পানি ধারণ ক্ষমতা, ফসলের খাদ্য তৈরি হবে বেশী, উৎপাদনও বেড়ে যাবে একই তালে। মাটির এই অবস্থার নাম উর্বরতা গাছের পরিপূর্ণ বৃদ্ধির জন্য সঠিক মাত্রায় প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান যে মাটিতে উপস্থিত থাকে সেই মাটিকে উর্বর মাটি বলে। মাটির উর্বরা শক্তির প্রধান উৎস হল জৈব পদার্থ।

আদর্শ উর্বর মাটিতে সাধারণতঃ শতকরা ৫ ভাগ জৈব পদার্থ থাকা প্রয়োজন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্রমাগত চাষাবাদ আর মাটির প্রতি অবহেলার কারণে বাংলাদেশের মাটিতে জৈব পদার্থ কমতে কমতে গড়ে শতকরা ১ ভাগের নিচে নেমে মাটির উর্বরতা হ্রাসের পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। মুমুর্ষ মাটিকে বাঁচাতে তাই দরকার জরুরি চিকিৎসা।

একাডেমি'র ট্রাইকোডর্মা ল্যাবে ছত্রাক জীবানু তৈরী করা হচ্ছে।

প্রাণশক্তিহীন মাটির চিকিৎসা একটাই। বেশী বেশী জৈব পদার্থ (বা জৈব সার) প্রয়োগ করে মাটির প্রাণ শক্তি বা উর্বরতা ফিরিয়ে আনা। কিন্তু সেখানেও রয়েছে বাধা। জনসংখ্যার চাপে গোবর, খড়-নাড়া, গাছের পাতা, ফসলের অবশিষ্টাংশ এসবের বেশিরভাগই চলে যায় জ্বালানী খাতে। গ্রাম পর্যায়ে গোয়াল ঘর আর গৃহস্থালীর আবর্জনা দীর্ঘ দিন জড় করে পাউশ হিসেবে যে জৈব সার তৈরি হয় তাকে সার না বলে অসার বলাই ভাল। খোলা আকাশের নিচে রোদ, বৃষ্টিতে আর চোয়ানীতে ক্ষয়ে শেষ পর্যন্ত ঐ পাউশে খুব একটা সার বস্তু থাকে না বললেই চলে।

তাই কৃষকের জন্য দরকার সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী কম্পোষ্ট প্রযুক্তি। ট্রাইকো- কম্পোষ্ট প্রযুক্তি তেমনই এক সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী প্রযুক্তি যা ট্রাইকোডার্মা নামক প্রকৃতিতে প্রাপ্ত বন্ধু ছত্রাকের সাহায্যে মাত্র ৪-৫ সপ্তাহে পচনশীল যে কোন বস্তু যেমন গোবর, বায়োগ্যাস স্লারি, হাঁসমুরগির বিষ্ঠা, কচুরিপানা, ছাই, কাঠের গুড়া, ধানের তুষ, গৃহস্থালী বর্জ্য, বাজারের আবর্জনা, খড়-নাড়া, ব্যবহৃত চা, আলু ও ভুট্টা গাছ, ঘাস, লতা-পাতা প্রভৃতিকে মাত্র ৪-৫ সপ্তাহের মধ্যে গন্ধহীন ভাবে পঁচিয়ে উৎকৃষ্ট মানের জৈব সার তৈরি করতে সক্ষম। ট্রাইকো কম্পোষ্ট মাটির উর্বরতা উন্নয়নে, পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে । প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ রাসায়নিক সার সাশ্রয়ী এ প্রযুক্তি ফসলের ছত্রাকজনিত রোগ দমনেও কার্যকর ভূমিকা রাখে । এ জন্য বলা হয়ে থাকে "এক প্রযুক্তির দুই লাভ, মাটির শক্তি ছত্রাক সাফ।"

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

১) ট্রাইকোডার্মা একটিভেটরের উৎপাদন ও জনপ্রিয় করণ;

২) ট্রাইকোডার্মা কম্পোষ্ট প্রযুক্তি কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া ও বাণিজ্যিকভাবে সম্প্রসারণ ঘটানোর উদ্যোগ নেয়া।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি:

- ইনোভিশন প্রাঃ লিমিটেড, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইপিএম ল্যাব এবং উন্নয়ন সহযোগী-ক্যাটালিষ্ট' এর সহযোগিতায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে ট্রাইকোডার্মা ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে।
- এই প্রকল্পের অধীনে ১৮০ জন পুরুষ ও মহিলাকে ট্রাইকোডার্মা তৈরি ও ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- কৃষকদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির ১১০ টি উঠান বৈঠক ও ২০ টি মাঠ দিবস আয়োজন করা হয়েছে। এসকল কর্মসূচিতে প্রায় ৩০০০ কৃষক-কৃষাণীকে ট্রাইপোকম্পোষ্ট প্রযুক্তি শেখানো হয়েছে।
- দেশের উত্তরাঞ্চলে ট্রাইপো-কম্পোষ্ট প্রযুক্তিকে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে ১০০টি মাঠ প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে।
- ট্রাইকো- কম্পোষ্ট প্রযুক্তি প্রচার, প্রসার ও জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে ট্রাইকো কম্পোষ্ট তৈরী ও ব্যবহারের উপর ৫০০০ বুকলেট তৈরি ও বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের সফলতার উপর একটি ২০ মিনিট দীর্ঘ ভিডিও ডকুমেন্টারীও নির্মিত হয়েছে।

৫. বরেন্দ্র এলাকায় ধান ভিত্তিক শস্য বিন্যাসের উন্নয়ন:

ইকো কম্পোস্টের প্রদর্শনী

বরেন্দ্র অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের শস্য বিন্যাস রয়েছে। এই শস্য বিন্যাসে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা যেমন, সঠিক জাতের বীজ ব্যবহার না করা, মাটি ব্যবস্থাপনা যথাযথ উন্নয়ন না করা, সেচ পানির অপচয় হওয়া ইত্যাদি বিবিধ কারণে ফসলের উৎপাদন যেমন কমে যাচ্ছে তেমনি উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন, বিএআরসি, ঢাকা এর অর্থায়নে বগুড়া জেলার শেরপুর, শাজাহানপুর, শিবগঞ্জ উপজেলা এবং আরডিএ যা কৃষকের অংশীদারিত্বে গবেষণা কার্যক্রমটি চলছে। গবেষণার মূল বিষয় হলো কৃষকের জমিতে গবেষণা প্লট ও কৃষক ব্যবস্থাপনায় প্লটের মধ্যে ফলন এবং ব্যায় পার্থক্য প্রদর্শনীর মাধ্যমে অত্র এলাকার কৃষকদের দেখানো হয় যাতে কৃষকরা উক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করে লাভবান হতে পারে। গবেষণা প্রকল্পটি পল্লী উন্নয়ন একাডেমির নেতৃত্বে সরেজমিন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট, বগুড়া ও সুরঞ্জনা সোসাল সার্ভিস এসোসিয়েশন, শাজাহানপুর, বগুড়া যৌথভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

১। প্রধান ধান ভিত্তিক ফসল যেমন- ধান, ভুট্টা, আলু ও সবজির ফলন বৃদ্ধির জন্য নির্বাচন ও যাচাই পদ্ধতির মাধ্যমে প্রযুক্তি প্যাকেজ তৈরী; এবং

২। বগুড়া জেলার তিন উপজেলায় প্রধান ধান ভিত্তিক শস্য বিন্যাসের উৎপাদন পদ্ধতির (System Productivity) বৃদ্ধি।

প্রকল্পের অর্থায়ন	:	কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ), বিএআরসি
প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	:	সেপ্টেম্বর ২০১১ - আগষ্ট ২০১৪
প্রকল্প এলাকা	:	শেরপুর, শাজাহানপুর ও শিবগঞ্জ উপজেলা এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া'র প্রদর্শনী খামার।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	৭০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের কার্যক্রম :

তিনটি উপজেলায় ৪৫ জন কৃষক তিনটি শস্যবিন্যাসের উন্নত কার্যক্রম গ্রহণ করে ফলন বৃদ্ধি করেছে এবং অন্যান্য কৃষকেরা উক্ত পদ্ধতি গ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

প্রকল্পের অর্জন :

- কৃষক তার নিজের পদ্ধতির চেয়ে গবেষণা প্লটে ব্যবহৃত পদ্ধতি অনুসরণ করে ধান ফসলে ২০%, আলুর ক্ষেত্রে ২৪%, বরবটির ক্ষেত্রে ৩০%, চিচিংগার ক্ষেত্রে ৩০% ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- পানি সাশ্রয়ী ধান জাত নেরিকা-১ ও নেরিকা-১০ এর চলমান গবেষণায় দেখা যাচ্ছে তাদের অংগজ বংশবৃদ্ধি আশাপ্রদ এবং ফলন ভাল পাওয়া যাবে মর্মে আশাবাদ যাহা কৃষকরা গ্রহণে উৎসাহিত হবে।

প্রকল্পের আওতায় ধান ও আলু ফসলের প্রদর্শনী প্লট

বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রায়োগিক গবেষণাধর্মী কর্মসূচি:

১. আরডিএ, বগুড়া'র আওতায় ক্যাটেল গবেষণা এবং উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক কর্মসূচি:

পল্লী উন্নয়ন একাডেমির, বগুড়া'র ৮০ একর জমির উপর একটি প্রদর্শনী খামার রয়েছে। বর্তমানে উক্ত খামারে ৮২টি উন্নত জাতের গাভি ও বাছুর রয়েছে। এ খামারটি দেশে সরকারী পর্যায়ের একমাত্র লাভজনক খামার হিসেবে স্বীকৃত। উক্ত খামারের সফলতা এবং অভিজ্ঞতার আলোকে উন্নত জাতের ষাঁড়, মহিষ ও গরু (জার্সি ও ফ্রিজিয়ান) নিয়ে কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবসহ কর্মসূচির প্রধান কেন্দ্র একাডেমিতে এবং নদী ও উপকূলে বাথান এলাকায় উন্নত জাতের মহিষ ও গাভীর গবেষণা ও উন্নয়নের নিমিত্ত দক্ষিণাঞ্চলের বরিশাল বিভাগে ১টি, এবং ঢাকা বিভাগে ১টি সহ ২টি উপকেন্দ্র স্থাপনের নিমিত্ত জুন ২০১১ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

আধুনিক প্রজনন প্রযুক্তি ব্যবহারে দেশি গরু ও মহিষের উন্নয়ন তথা প্রতি ল্যাকটেশনে দুধের পরিমাণসহ মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি করাই এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:-

- দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ফ্রিজিয়ান জাতের পাশাপাশি জার্সি জাতের শংকর গাভি উৎপাদন ও দুধের গুণগতমান ও পরিমাণ প্রতি দুগ্ধ প্রদানকাল (পার-ল্যাকটেশন) ২৫০ লিটারের স্থলে ৩০০০ লিটারে উন্নীতকরণ;
- চরাঞ্চল ও উপকূল এলাকায় কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দেশে মহিষের ক্ষেত্রে কৃত্রিম প্রজনন প্রয়োগ করে মহিষের প্রতি দুগ্ধ প্রদানকালে (পার-ল্যাকটেশন) দুধের পরিমাণ ২০০ লিটারের স্থলে ৩০০০ লিটারে উন্নীতকরণ;
- উন্নত জাতের মহিষ ও গরুর জন্য সুষম খাদ্য সরবরাহ;
- সবুজ ঘাসের (ফডার) উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাতের ব্যবস্থা করা;
- প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- উপরোক্ত কর্মকান্ডকে বাস্তবায়নের জন্য আরডিএ, বগুড়া'র আওতায় ক্যাটেল গবেষণা এবং উন্নয়ন কেন্দ্র এবং উপকেন্দ্র স্থাপন।

প্রকল্প এলাকা	:	পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়ায় প্রধান কেন্দ্র এবং ঢাকা ও বরিশাল বিভাগে ১টি করে ২টি উপকেন্দ্রসহ মোট ৩টি ক্যাটেল গবেষণা ও উন্নয়ন সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসুচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	৬৬০.৫০ লক্ষ টাকা।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি :

- একাডেমির প্রদর্শনী খামারে প্রধান কেন্দ্রের (ক্যাটেল গবেষণা ও উন্নয়ন) নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে।
- এছাড়াও ২টি (গোপালগঞ্জ ও পিরোজপুর) ক্যাটেল গবেষণা এবং উন্নয়ন উপকেন্দ্র ৩তলা পর্যন্ত নির্মাণ/স্থাপন (৩তলা ফাউন্ডেশন) কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।
- কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে কৃত্রিম প্রজন ও Diagnostic Lab. Equipment সমূহের অংশিক সংগ্রহ/ক্রয় করা সম্ভব হয়েছে। গরু/মহিষের ফ্রজেন সিমেন বিদেশ থেকে আমদানী ও সংশ্লিষ্ট প্রুভেন বুল নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ের কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

১১১

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া'র ক্যাটেল গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্থ স্থাপন করেন প্রফেসর ড. মোঃ রফিকুল হক, উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

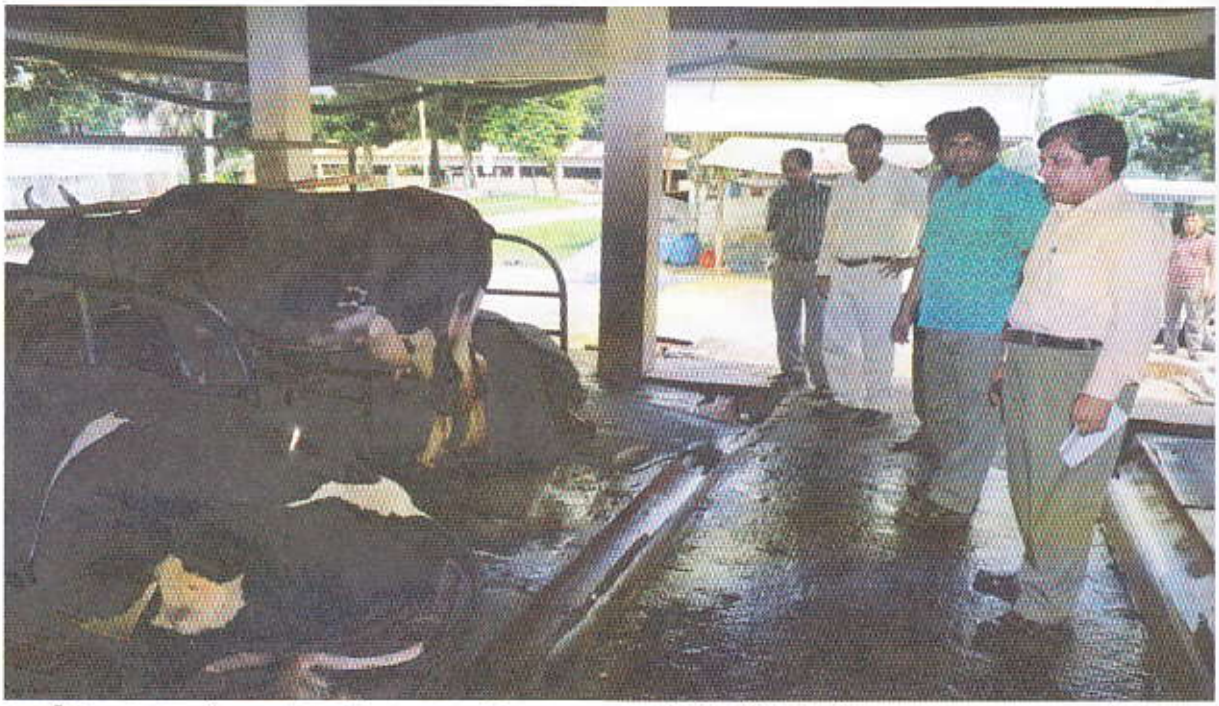

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া'র ক্যাটেল গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র এবং ডেইরী ইউনিট পরিদর্শন করছেন জনাব সুধাংশু শেখর বিশ্বাস, অতিরিক্ত সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়

ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্প:

১. জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্তদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং বায়োগ্যাস প্রযুক্তি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প:

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদী একটি চলমান প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প। জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, দুষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিবেশ বান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উন্নয়ন, উন্নত পশুপালন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড দ্বারা দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণ, এবং ক্ষুদ্র-সঞ্চয় কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণোত্তর আরডিএ-ক্রেডিট এর মাধ্যমে দারিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সমাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা হাতে নেয়া হয়েছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

আরডিএ উদ্ভাবিত সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্তদের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	বাংলাদেশের ১৩টি জেলায় মোট ১৩টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। জেলাগুলো হ'লঃ পিরোজপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, খুলনা, সাতক্ষীরা, বরগুনা, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, বগুড়া, মাদারীপুর এবং নেত্রকোনা।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	১৩৯৮.০০ লক্ষ টাকা।
জুন ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৩৮৮.৫৭ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের আওতায় ১৩টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের সুযোগ রয়েছে। জুন ২০১৩ পর্যন্ত ১০টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে প্রকল্প এলাকার প্রায় ৩০০০ জন জনগোষ্ঠীর মাঝে মিঠা পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, সেনিটেশন, গবাদি পশু পালনের জন্য উন্নত শেড নির্মাণ ও বায়োগ্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

গভীর নলকূপ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, সেনিটেশন

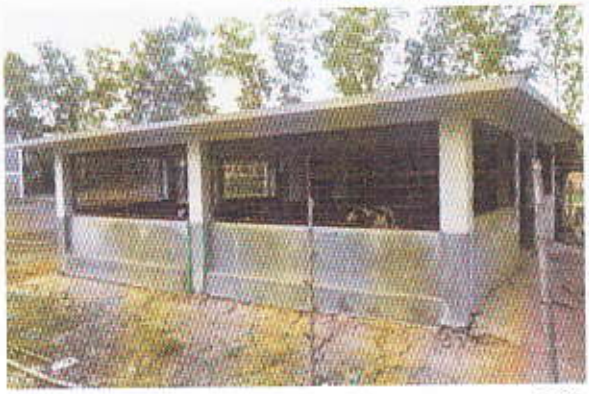

ক্লাইমেন্ট চেঞ্জ ট্রাষ্ট ফান্ডের আওতায় নির্মিত গবাদিপশুর জন্য উন্নত সেড ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট

পল্লী উন্নয়ন একাডেমির সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (CIWM) :

একাডেমি উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তি সমগ্র দেশে মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য একাডেমির প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে সরকারের আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াই নিজস্ব আয় থেকে ২০০৩ সাল হতে কেন্দ্রটি পরিচালিত হয়ে আসছে। মোট ২৯ জন জনবল সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও কেন্দ্রের সফলতার উপর ভিত্তি করে ২০১২ সালে সাংগঠনিক কাঠামোটি সংশোধনপূর্বক মোট ৬০ জনে উন্নীত করা হয়। এ পর্যন্ত মোট প্রায় ২৩৯ জন জনবল চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত রয়েছেন। বাংলাদেশে ওয়াটার রিসোর্স বিষয়ক সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানই মোটামুটিভাবে রাজধানী কেন্দ্রীক হওয়ায় সমগ্র দেশে এর সুফল তড়িত বিস্তারের জন্য রাজধানীর বাহিরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর একটি রিসোর্স সেন্টার পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়ায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইতোমধ্যেই এ সফলতা স্বল্প সময়ের মধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

একাডেমিতে নির্মিত ৬তলা বিশিষ্ট CIWM ভবন

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট একাডেমি উদ্ভাবিত মডেলসমূহ দেশব্যাপী মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ এবং ধারাবাহিকতা রক্ষার মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করাই সেন্টারের মূল উদ্দেশ্য।

(১) স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় Aus-AID/HYSAWA ফান্ডের অর্থায়নে আরডিএ উদ্ভাবিত গ্রামীণ নিরাপদ পানি সরবরাহ মডেল দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সম্প্রসারণ:

HYSAWA-Fund এর অর্থায়নে সিআইডব্লিউএম কর্তৃক ইতোমধ্যে দক্ষিনাঞ্চলের ৩টি জেলা যথা- খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরার লবন প্রবন এলাকার ৮১টি ইউনিয়নে প্রাথমিকভাবে মিঠা পানির উৎস অনুসন্ধান ও পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ কার্যক্রমের সম্ভাব্যতা যাচাই কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করে। গবেষণায় প্রতীয়মান হয় ঐ সকল অঞ্চলে অধিকাংশ পরিবার প্রায় ৩-১০ কিলোমিটার দূর হতে খাবার পানি সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে। সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনে একাডেমি দক্ষিনাঞ্চলে নিরাপদ পানির উৎস প্রাপ্তি সাপেক্ষে নিম্নলিখিত চারটি পন্থা সুপারিশ করে:

(ক) শুধুমাত্র গভীর নলকূপ ও ওভারহেড ট্যাংকের মাধ্যমে পানি সরবরাহ;

(খ) আয়রন ও আর্সেনিকমুক্তকরণ প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ;

(গ) লবনাক্ত এ্যাকুইফার হতে জঙ পদ্ধতি ব্যবহার করে নিরাপদ পানি সরবরাহ; এবং

(ঘ) ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎসের অনুপস্থিত এলাকায় ভূ-উপরিস্থ পানি সংগ্রহ ও পরিশোধন পূর্বক নিরাপদ পানি সরবরাহ।

দ্বিতীয় পর্যায়ে উল্লিখিত ৩টি জেলার ৮১টি ইউনিয়নের ৮১টি গ্রামে গ্রামীণ পাইপ লাইনের মাধ্যমে মিঠা পানি সরবরাহের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রকল্পের অর্থায়ন	:	Aus-AID/HYSAWA
প্রতিটি উপ-প্রকল্প ব্যয়	:	গড়ে ৭০,০০-৭৫,০০ লক্ষ টাকা (এক বছর পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণসহ)

HYSAWA-Fund এর অর্থায়নে সিআইডব্লিউএম, আরডিএ কর্তৃক দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে মিঠা পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা

(২) বিসিক ট্যানারী, সাভার, ঢাকায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্প :

সাভার, ঢাকায় দেশের প্রথম পরিবেশ বান্ধব চামড়া শিল্প নগরী স্থানান্তরের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। উক্ত ট্যানারী শিল্প নগরীতে ধলেশ্বরী নদী/ভূ-গর্ভস্থ পানি পরিশোধন পূর্বক ট্যানারী ও খাবার পানির গুনগতমানে পানি সরবরাহের দায়িত্ব আরডিএ বগুড়াকে প্রদান করা হয়। যেখানে একাডেমি ওভারহেড ট্যাংক ব্যতিরেকে Pressurized পদ্ধতিতে ঘন্টায় ৯৫০ ঘনমিটার পানি সরবরাহের জন্য ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন স্থাপন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি একাডেমির সেচ প্রকৌশলীদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করায় মাত্র তিন ভাগের একভাগ ব্যয়ে (মোট টাকা ২৪৬২.৮৪ লক্ষ) কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

বিসিক ট্যানারি, সাভার, ঢাকায় সিআইডব্লিউএম, আরডিএ কর্তৃক ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (প্রতিদিন ৯৫০ ঘনমিটার ক্ষমতা সম্পন্ন) স্থাপন কাজের উদ্বোধন করছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া

(৩) বড় পুকুরিয়া কয়লাখনি ও তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সেচ ও নিরাপদ পানি সরবরাহ :

বড় পুকুরিয়া কয়লাখনি নির্ভর তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের স্থাপিত গভীর নলকূপ হতে অবিরাম পানি উত্তোলনের ফলে ঐ অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ এ্যাকুইফার নিম্নগামী হওয়ায় পার্শ্ববর্তী পাঁচটি গ্রামে পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দেয়। একাডেমির ৩৭তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র নিজস্ব অর্থায়নে ক্ষতিগ্রস্ত ইউসুফপুর গ্রামে গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই মডেলে নিরাপদ পানি সরবরাহ করার ফলে উক্ত গ্রামের জনগোষ্ঠীর দীর্ঘ দিনের পানীয় জলের অভাব মেটানো সম্ভব হয়েছে।

পরবর্তীতে সিআইডব্লিউএম ক্ষতিগ্রস্থ আরো ০৪ (চার) টি গ্রামে (উত্তর শেরপুর, দক্ষিণ শেরপুর, দুধিপুর এবং মধ্য রামভদ্রপুর) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) অর্থায়নে ১৩১.৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সেচ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এলাকাবাসীর চাহিদার নিরিখে আরো ২৬.০০ লক্ষ টাকা পুনঃ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। যা দ্বারা আরো অন্যান্য এলাকায় পানি সরবরাহের জন্য খাবার পানির পাইপ লাইন স্থাপন করা হচ্ছে।

সিআইডব্লিউএম, আরডিএ কর্তৃক বড় পুকুরিয়া কয়লাখনি ও তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ

২০১২-১৩ অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য চলমান কর্মকান্ড:

১. ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ঘোড়াশাল, নরসিংদী প্ল্যান্টে ও আবাসিক এলাকায় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ১১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০৩ (তিন) টি গভীর নলকূপ স্থাপনসহ পাইপ লাইন নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ চলছে।

২. বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট-এর আওতাধীন চিংড়ী গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট ও স্বাদু পানি গবেষণা কেন্দ্র যশোরে ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হ্যাচারি ও গবেষণা কাজে পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ চলছে।

৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা ক্যাম্পাসে ২৯.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নলকূপ স্থাপন করে ক্যাম্পাসে পানি সরবরাহ চলছে।

৪. শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেটে ৪৫.২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গভীর নলকূপসহ ক্যাম্পাসে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।

৫. মহিষ গবেষণা কেন্দ্র বাগেরহাট, পানি সরবরাহের জন্য ৪৪.১ লক্ষ টাকায় গভীর নলকূপ, ওভারহেড ট্যাংক ও বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের কাজ চলছে।

৬. খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ক্যাম্পাসে নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য আরডিএ উদ্ভাবিত স্বল্পব্যয়ের গভীর নলকূপ প্রযুক্তি ১৩.৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে।

৭. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রুপগঞ্জ পাম্প হাউস, কালিগঞ্জ, গাজীপুরে ৫.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নলকূপ হতে ঘন্টায় ৩ হাজার লিটার পানি উত্তোলনপূর্বক পরিশোধন করে সরবরাহ করা হচ্ছে।

৮. ব্যক্তি মালিকানায় কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য আড়াইবাড়ী, কসবা, ব্রাহ্মনবাড়িয়ায় ৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আরডিএ উদ্ভাবিত গভীর নলকূপ স্থাপন করে সেচ কাজে ব্যবহার হচ্ছে।

৯. Energies Power Corporation শিকলবাহা, চট্টগ্রাম পাওয়ার প্ল্যান্ট এলাকায় ৩৯.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২টি গভীর নলকূপ স্থাপন করে প্ল্যান্টে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।

১০. বাংলাদেশ বিদ্যুৎতায়ন বোর্ড, খুলনা পাওয়ার ষ্টেশন, খুলনায় পানি সরবরাহের জন্য ৩৭.০০ লক্ষ টাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন করে পানি সরবরহ করা হচ্ছে।

১১. সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস গাজীপুরে পানি সরবরাহের জন্য ২৯.৮৬ লক্ষ টাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।

১২. পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা ঘোড়াশালে পানি সরবরাহের জন্য ৩৩.৩৩ লক্ষ টাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।

১৩. নাক,কান, গলা, ফাউন্ডেশন আগারগাঁও ঢাকাতে পানি সরবরাহের জন্য ৩১.৪৯ লক্ষ টাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন করে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।

১৪. এছাড়া ইতোপূর্বে স্থাপিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্টের সার্ভিসিং ও মেইনটেনেন্স ওয়ার্ক চলমান রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য অর্জন:

সেন্টারের নিজস্ব আয় থেকে প্রায় ১০টি এলাকায় একাডেমির উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এনজিও/সমিতি প্রকল্প ব্যয়ের ৫০% অগ্রিম প্রদান করে এবং অবশিষ্ট ৫০% দুই/তিন বছরে ১১% সরল সুদে পরিশোধযোগ্য মর্মে নতুন চুক্তিপত্রের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

- সরকারের আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াই কেন্দ্রের নিজস্ব আয় থেকে এ পর্যন্ত ২৩৯ জন লোকের চাকুরীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরোক্ষভাবে এভাবে বলা যায় যে, ২৩৯টি পরিবারের (পরিবার প্রতি ৩/৪ জন হিসেবে) মোট প্রায় ১০০০ জনের সুন্দর জীবন জীবিকার স্থায়ী ব্যবস্থা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- চলতি অর্থ বছরে সেন্টার কর্তৃক একাডেমির রাজস্ব বাজেটে ১০.০০ লক্ষ টাকার যোগান দেয়া হয়েছে।

- দেশের ৭টি বিভাগে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও/সমিতি এবং ব্যক্তিমালিকানা পর্যায়ে প্রায় ২০৫টি এলাকায় একাডেমি উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি মডেল সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়েছে ফলে প্রায় ১ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রকল্পের সুফল ভোগ করছে।
- আরডিএ'র সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ বিভিন্ন জিও (ডিএই, এলজিইডি, পিডিবি, আরইবি, ডিপিএইচই, বিএমডিএ, সেতু কর্তৃপক্ষ, জেএফসিএল, বিসিক) এনজিও (ব্র্যাক, প্রশিকা, জিকেএফ)-তে সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে।
- পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহারের মডেলটির জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে।
- পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রযুক্তি ও আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পল্লী এলাকায় সম্প্রসারণের ফলে গ্রামের মানুষের আর্থ-সামাজিক ও জীবন জীবিকার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আরডিএ-ঋণ কার্যক্রম:

পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আরডিএ ঋণ কার্যক্রম একটি প্রায়োগিক গবেষণাধর্মী কর্মকান্ড। সাধারণত দেখা যায় দেশের পৌর এলাকায় ভূর্তকী প্রদানের মাধ্যমে পানি সরবরাহ সম্ভব হলেও দেশের পল্লী এলাকায় সরকারীভাবে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে পানি সরবরাহের বিল পরিশোধের ক্ষমতা/মানসিকতা নেই। এ লক্ষ্যে পল্লীর মানুষের জীবন জীবিকা উন্নয়নের জন্য আরডিএ, বগুড়া'র পানির বহুমুখী ব্যবহারের সাথে আরডিএ ঋণ কার্যক্রম একটি যুগোপোযোগী পদক্ষেপ। গ্রামের মানুষের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণোত্তর সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে তাদের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও বাড়তি আয় নিশ্চিত হওয়ায় পানির বিল পরিশোধের সক্ষমতা ও মানসিকতার পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

আরডিএ-ঋণ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য:

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের সীড ক্যাপিটাল ও অন্যান্য সুত্র থেকে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে পরিচালিত আরডিএ ক্রেডিট কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:-

ক) সুফলভোগীদের অর্থ-সামাজিক ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন;

খ) প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন (সমিতি/দল/এনজিও) শক্তিশালীকরণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগোষ্ঠির (পুরুষ/মহিলা) আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি;

গ) সঞ্চয় জমার মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠনে উৎসাহ প্রদান;

ঘ) মানব সম্পদ উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ এবং

ঙ) মহিলাদের সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি।

আরডিএ-ঋণ কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য:

- সদস্য অন্তর্ভূক্তির পূর্বে আর্থ-সামাজিক জরীপ সম্পাদন;
- ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ৫ থেকে ১৫ জন সর্বোচ্চ সদস্য নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন;
- IGA কেন্দ্রিক (পাড়া ভিত্তিক, সমমনা, প্রতিবেশী, আশপাশ এলাকার সদস্যদের নিয়ে) দল গঠন;
- নিজস্ব পুঁজি গঠন এবং ঋণকে পরস্পরের পরিপূরক ও সহায়ক হিসাবে বিবেচনা করা;
- জামানত বিহীন ঋণের ব্যবস্থা;
- স্বল্প হারে সার্ভিস চার্জ গ্রহণ।
- একক ব্যক্তির নির্দিষ্ট কর্মকান্ডের বিপরীতে ঋণ বিনিয়োগ;
- একক এবং দলের যোগ্যতার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান। সকল পর্যায়ে পূর্বের ঋণ ১০০% সার্ভিস চার্জসহ পরিশোধ থাকা;
- ঋণের আদায়কৃত অর্থ হিসাব মোতাবেক আসল ও সার্ভিস চার্জ একই একাউন্টে নিয়মিত জমা করা এবং
- সুফলভোগীদেরকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান ও সরাসরি গ্রাম পর্যায়ে সুফলভোগীদের হাতে চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান।

আরডিএ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় মাঠ পর্যায়ে সুবিধাভোগীদের মাঝে সরাসরি ঋণ বিতরণ করছেন সিআইডব্লিউএম এর পরিচালক জনাব মাহমুদ হোসেন খান

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি:

- এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সিআইডাবিউএম কর্তৃক জুন ২০১৩ পর্যন্ত মোট ১৩৫টি উপ–প্রকল্প এলাকায় আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- সীড ক্যাপিটাল বাবদ মোট ১৯,২১৮ কোটি টাকা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত টাকা ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে মোট ৪৩.৬০ কোটি টাকা ১৮৪৭৬ (পুরুষ- ১০৭১৬ এবং মহিলা- ৭৭১৫) জন সদস্যের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
- ঋণ আদায়ের হার ৯২.৮২%।
- আরডিএ ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে এ যাবৎ ১৩৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারির সরাসরি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং পরোক্ষভাবে উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ১৭,৮৩১ জন সুবিধাভোগীর আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- সেন্টারের নিজস্ব আয় থেকে প্রায় ২৩৯ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

কেন্দ্রের কার্যক্রমের স্বীকৃতি:

সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (সিআইডব্লিউএম) সফলতার উপর ভিত্তি করে একাডেমির বোড অব গভর্নরস (বিওজি) সিআইডব্লিউএম এর আদলে আরো নতুন ৬টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অনুমোদন প্রদান করা হয়। কেন্দ্রগুলির নাম উল্লেখ করা হলো-

১. ক্যাটল গবেষণা ও উন্নয়ন সেন্টার
২. সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার (SBC)
৩. রিনিউএবল এনার্জি গবেষণা সেন্টার (RERC)
৪. চর উন্নয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র (CDRC)
৫. কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (CCD)
৬. পল্লী পাঠশালা গবেষণা কেন্দ্র (PPRC)

আরডিএ প্রদর্শনী খামার:

প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ প্রশিক্ষণ ও ফলাফল প্রদর্শনের মাধ্যমে বিস্তারের লক্ষ্যে একাডেমি ক্যাম্পাস সংলগ্ন ৮০ একর জমিতে সরকারী পর্যায়ে দেশে একমাত্র Self Sustainable Farm গড়ে তোলা হয়েছে। যেখানে দেশের প্রেক্ষাপটে কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের সকল উপাদানের সমন্বয়ে সজ্জিত

একাডেমি প্রদর্শনী খামারকে ভারতের হায়দ্রাবাদে অবস্থিত NIRD এর আদলে একটি Technology Park হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় একটি প্রকল্প প্রস্তাব ইতোমধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নিম্নবর্ণিত আটটি ইউনিটের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে প্রদর্শনী খামারের কার্যক্রম পরিচালিত হয়:-

১. ফসল ইউনিট
২. নার্সারি ইউনিট
৩. পোলট্রি ইউনিট
৪. ডেইরী ইউনিট
৫. মৎস্য ইউনিট
৬. টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি ইউনিট
৭. বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিট
৮. কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন (এপিএম) ইউনিট।

এক নজরে আরডিএ প্রদর্শনী খামারের আয়-ব্যয়ের বিবরণী (২০১২-১৩)

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট আয় (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)	নীট লাভ (টাকা)
ফসল ইউনিট	৩৫.২৯	২৬.৯৩	৮.৩৬
নার্সারী ইউনিট	৭.৩০	৫.৬৫	১.৬৫
পোলট্রি ইউনিট	১১.৪২	৯.২৫	২.১৭
ডেইরী ইউনিট	২৬.৭৩	২১.৮০	৪.৯২
মৎস্য ইউনিট	১৫.২০	১২.০৫	৩.১৫
টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি ইউনিট	৫.০৭	১৮.৭৫	১৩.৬৮
বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিট	১০.৪৫	৮.৬৫	১.৮০
মোট	১১১.৪৬	১০৩.০৮	৩৫.৭৩

আরডিএ প্রদর্শনী খামারের ফসল ইউনিট

আরডিএ প্রদর্শনী খামারের নার্সরী ইউনিট

আরডিএ প্রদর্শনী খামারের পোল্ট্রী ইউনিট

আরডিএ প্রদর্শনী খামারের ডেইরী ইউনিট

আরডিএ প্রদর্শনী খামারের মৎস্য ইউনিট

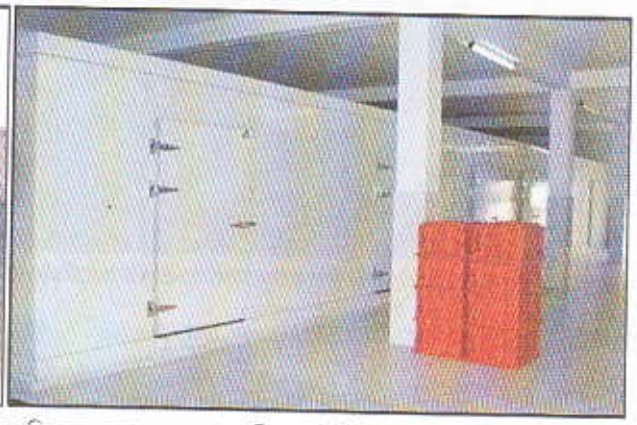

আরডিএ প্রদর্শনী খামারের কৃষিপণ্য প্রক্রিজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন ইউনিট

৪.৬ চর জীবিকায়ন কর্মসূচি:

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রত্যন্ত চরাঞ্চলের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে জুলাই'২০০৩ থেকে জানুয়ারী'২০১১ মেয়াদে চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (৫০ মিলিয়ন পাউন্ড) ৬৬৭.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয়। বর্তমানে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সফলতার ধারাবাহিকতার ফলশ্রুতিতে চর জীবিকায়ন কর্মসূচি-২য় পর্যায়ের আওতায় যমুনা, তিস্তা, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের পার্শ্ববর্তী আটটি জেলার (কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট,নীলফামারী, রংপুর, পাবনা ও টাঙ্গাইল) ৩৩ টি উপজেলার ১২০টি চর ইউনিয়নকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চর জীবিকায়ন কর্মসূচি পুরোপুরি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট কর্মসূচি। ব্রিটিশ সরকার UKaid এবং অষ্ট্রেলিয়ান সরকার Aus-aid এর মাধ্যমে ৭৮.২৩৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং বা ৭৯,৪৮৭.৭৯ লক্ষ টাকা (জিওবি ১২৫২.৭৯ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৭৮২৩৫.০০ লক্ষ) অনুদান হিসেবে দিয়েছে যা কর্মসূচির মোট ব্যয়ের শতকরা ৯৮ ভাগ। অবশিষ্ট শতকরা ২ ভাগ অর্থ জিওবি প্রদান করে যা শুধুমাত্র জিওবি প্রশাসনিক ব্যয়। আটটি জেলার প্রত্যন্ত চরাঞ্চলে বসবাসরত জনগণের আর্থ-সামাজিক এবং জীবন যাপনের মান উন্নয়ন করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। জুলাই '২০১১ থেকে ডিসেম্বর'২০১৬ মেয়াদে ''চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি) -২য় পর্যায় '' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ণের জন্য চর জীবিকায়ন কর্মসূচির উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সাফল্যের বিবরণ নিম্নরূপ:

১৬,৫২৫টি পরিবারকে সম্পদ হস্তান্তরের লক্ষ্যে ১৬,৩০৯ টি পরিবারের সম্পদ বিতরণের মাধ্যমে জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৭,২০০ সেটেলাইট ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে ৩,৬৫,৪০০ জন চরবাসীকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং ২১৩৯২ টি বসতভিটা উঁচুকরণের লক্ষ্যমাত্রায় ২৭,৮৮২ টি বসতভিটা উঁচুকরণের মাধ্যমে উক্ত পরিবারগুলোকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদান , নিরাপদ পানির জন্য ৫২০ টি টিউবওয়েল এবং পয়ঃনিস্কাশন এর জন্য ৩৪,৯৯৯ টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী পরিবারের জন্য তৈরীকৃত বসতভিটা উঁচুকরণের মডেল।

সিএলপি'র কার্যক্রম পরিদর্শনে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক,এমপি ও প্রকল্প পরিচালক জনাব এম এ মতিন

মঙ্গা মৌসুমে খন্ডকালীন কর্মসংস্থানের জন্য ৩,০০,০০০ জন/দিবস কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রায় ৪,১৪,১২৪ জন/দিবসকে খন্ডকালীন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হাঁসমুরগী পালন, কম্পোস্ট সার উৎপাদন, উন্নতমানের ঘাসচাষ, আঙ্গিনা বাগান তৈরি এবং গবাদি পশুপালন বিষয়ে মোট ১,০৯,৬৪৪ জন/দিবস প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রায় ৯৮৫৪৭ জন/দিবসকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১,৩২০ জনকে জরুরি ত্রাণ অনুদান দেওয়া হয়েছে, চরের সুবিধাভোগীদের মাঝে ১৭,২৫০ টি গাছের চারা

বিতরণ করা হয়েছে, ২,৭৬২ টি গ্রামীণ সঞ্চয় ও ঋণদল গঠনের মাধ্যমে ২৮,৯২৩ জন সদস্যকে অর্ন্তভূক্তকরণের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের সমবায়ী মনোভাবাপন্ন করা হয়েছে, চরের সুবিধাভোগীদের নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করণের জন্য ৩,৬২৮ টি টিউবওয়েলের আর্সেনিক পরীক্ষা করা হয়েছে, গবাদি পশুপালনে খাদ্য সহায়তা প্রদানের জন্য ১ম পর্যায়ে ১৬,৩০৭ জনকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। চলতি মাস পর্যন্ত চরের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের নিয়ে গঠিত ৬২টি সমবায় সমিতিকে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির আওতাভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত সমবায় সমিতির অনুকূলে প্রায় ১৩ লক্ষ টাকার শেয়ার ও সঞ্চয় উত্তোলিত হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ছিল ১৭২০০.০০ লক্ষ টাকা (ডিপিএ ১৭০০০.০০ লক্ষ টাকা ও জিওবি ২০০.০০ লক্ষ টাকা) এবং এর মধ্যে ব্যয় ১৭০১৪.৩৯ লক্ষ টাকা (ডিপিএ ১৬৮১৮.৬৯ লক্ষ টাকা এবং জিওবি ১৯৫.৭০ লক্ষ টাকা)। ২০১২-১৩ অর্থবছরের সামগ্রিক অগ্রগতির হার ৯৯ %।

৪.৭ বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ :

প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পটভূমি:

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের কারণগুলির মধ্যে স্বল্প শিক্ষার হার, নিম্ন মাথাপিছু আয় ও মাথাপিছু খাদ্য গ্রহণের নিম্নহার, অধিক জনসংখ্যার ঘনত্ব, কর্মসংস্থান ও উন্নত কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের অভাব ইত্যাদি অন্যতম। দারিদ্র্য বিমোচনে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার গুরুত্ব বিবেচনায় এবং দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় কোন প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান না থাকায় ১৬.৭২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ সালে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায় বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স নির্মিত হয়। এ প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স নির্মাণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের দরিদ্র বিত্তহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বেকার যুব সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দক্ষতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা। ২০০৪ সালের ৩০ জুন প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্ত হবার পর প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠানটির অনুকূলে রাজস্ব বা উন্নয়ন বাজেট থেকে কোন অর্থ বরাদ্দ না দেয়ায় এর কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দেয়। কমপ্লেক্সে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের উদ্যোগে কমপ্লেক্স এর সামান্য নিজস্ব আয় দ্বারা এ প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ সীমিত পরিসরে অব্যাহত রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়।

পরবর্তীতে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০১০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রতিষ্ঠানটি রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হয়। একই সাথে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে দারিদ্র্যে স্বরূপ, কৃষি বৈচিত্রতা, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি বিবেচনায় পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে ৩০৩১.২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মার্চ ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২ মেয়াদে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

ইতোমধ্যে গত ৪ মার্চ, ২০১২ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে বিল অনুমোদনপূর্বক গত ৮ মার্চ, ২০১২ তারিখে সরকার ২০১২ সনের ১৪নং আইনবলে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) প্রতিষ্ঠা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নবসৃষ্ট এ একাডেমির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন। একাডেমি'র জন্য ইতোমধ্যে রাজস্ব খাতে ১০০টি পদ সৃজন করা হয়েছে। সরকারের একজন যুগ্ম সচিব মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন। বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) এর কর্মকর্তা ও কর্মচারি চাকুরি প্রবিধানমালা ও নিয়োগবিধি প্রণয়ন চলমান রয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী:

- ⇨ পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গবেষণার জন্য Centre of Excellence হিসেবে কাজ করা এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের অন্যতম কোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করা;
- ⇨ পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দেশের জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- ⇨ পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদি পরিচালনা করা;
- ⇨ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলা, বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও অকৃষি খাতের বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা;
- ⇨ পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কৃষি, শিক্ষা, উপকূলীয় ও জোয়ারভাটা এলাকার আর্থ-সামাজিক বিষয়ে প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা;
- ⇨ সরকারি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে তাদের চাহিদার বিপরীতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সেবা প্রদান করা;
- ⇨ পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষায় নিয়োজিত দেশি ও বিদেশী শিক্ষার্থীদের গবেষণা কার্য পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা বা গবেষণা কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা;
- ⇨ পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করা;
- ⇨ দারিদ্র্য বিমোচনে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থার সাথে যৌথভাবে কাজ করা;
- ⇨ কৃষি কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রম নিরসন বিষয়ক গবেষণা ও কৃষি শিশু শ্রমিকদের শিক্ষার মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে গবেষণা করা;
- ⇨ গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা, নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের জন্য গবেষণা করা;
- ⇨ পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন নীতিমালা প্রণয়নে সরকারি নীতি নির্ধারকগণকে সহায়তা প্রদান করা ; এবং
- ⇨ একাডেমির উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্যান্য কাজ সম্পাদন।

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)-এ উন্নীতকরণের লক্ষ্যে চলমান বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্পটি সংশোধিত আকারে ২২৭৪৮.৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মার্চ, ২০১০ হতে জুন,২০১৬ মেয়াদে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। যার মূল কার্যক্রম নিম্নরূপ:-

১। বিদ্যমান ৩০ একর সংলগ্ন আরো ২০ একর জমি অধিগ্রহণ ;

২। ২০ তলা ফাউন্ডেশন সম্বলিত ১০ তলা বিশিষ্ট ২টি ভবন নির্মাণ;

৩। নতুন আবাসিক ভবন নির্মাণ;

৪। প্রকল্পের জন্য ৬৮ জন জনবল নিয়োগ;

৫। পোল্ট্রি শেড, কাউশেড ও হ্যাচারি নির্মাণ;

৬। সীমানা প্রাচীর নির্মাণ;

৭। কৃষি,মৎস্য ও প্রানি সম্পদ প্রদর্শণী খামার স্থাপন;

৮। যানবাহন ও আসবাবপত্র ক্রয়;

৯। কম্পিউটার ও আইটি সংক্রান্ত সরঞ্জামাদি ক্রয় ; এবং

১০। বিদ্যমান অবকাঠামোসমূহের সংস্কার ও মেরামত।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকবৃন্দের সহায়তায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলা এবং বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কমপ্লেক্সটিতে ১০টি ট্রেডে প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে। তন্মধ্যে কম্পিউটার, পোশাক তৈরী, কৃষি, মৎস্য, পশু পালন ও হাউজ ওয়্যারিং বিষয়ক কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, জেন্ডার উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর আয়োজক সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন মেয়াদ ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ চলমান আছে।

ক) কারিগরি বিষয়ক	খ) সাধারণ বিষয়ক
১. প্রাথমিক পর্যায়ে কম্পিউটার ব্যবহার	১. মানব সম্পদ উন্নয়ন
২. মৎস্য ও চিংড়ি চাষ	২. প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি)
৩. হ্যাচারি ও নার্সারী ব্যবস্থাপনা	৩. দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা
৪. পুকুর ভিত্তিক সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা	৪. হিসাব রক্ষণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা
৫. বসত বাড়ীতে সব্জি চাষ ও উদ্যান নার্সারী	৫. অফিস ব্যবস্থাপনা
৬. স্বল্প মেয়াদী ফল চাষ	৬. জেন্ডার উন্নয়ন
৭. বীজ প্রযুক্তি ও সংরক্ষন	৭. অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (পিআরএ)
৮. হাঁস-মুরগি পালন ও ব্যবস্থাপনা	৮. পরিবেশ উন্নয়ন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
৯. গরু ও ছাগল মোটাতাজাকরন এবং দুগ্ধ উৎপাদন	৯. সমবায় ব্যবস্থাপনা
১০. হস্তশিল্প ও পোশাক তৈরী	১০. পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

আয়োজক সংস্থা	প্রশিক্ষণের বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থী/ অংশগ্রহণকারীর ধরণ	ব্যাচ সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থী/ অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	মন্তব্য
বঙ্গবন্ধু পিএটিসি/ জিও/এনজিও	আইজিএ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (কৃষি, মৎস্য, পশু পালন, কম্পিউটার, হস্তশিল্প ও পোশাক তৈরি, হাউজ ওয়্যারিং ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ)	বেকার যুবক ও যুব মহিলা, দুস্থ, বিত্তহীন সুফলভোগী	২৫৬	১০২৫০ জন	
বঙ্গবন্ধু পিএটিসি/ জিও/এনজিও	দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা/কর্মচারি	২৪	৭১২ জন	
উপমোট			২৮০	১০৯৬২ জন	
জিও/এনজিও	কর্মশালা/ওরিয়েন্টশন	জিও/এনজিও কর্মী	-	৬৪৯৩ জন	
সর্বমোট	-	-	-	১৭৪৫৫ জন	

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৩ জুলাই, ২০০১ বিপিএটিসি'র শুভ উদ্বোধন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৬ নভেম্বর, ২০০১ বাপার্ড এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) :

পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং নারী পুরুষের সমতায়নের লক্ষ্যে পিডিবিএফ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। সরকার এবং কানাডিয়ান সিডা কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রকল্প ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে জাতীয় সংসদে গৃহীত আইনের মাধ্যমে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিগত ২০০০ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করে বর্তমানে পিডিবিএফ সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মী ও সুবিধাভোগীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যুগোত্তীর্ণ সফল প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিতি লাভে সমর্থ হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পিডিবিএফ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পিডিবিএফ ক্ষুদ্র ঋণের মানবিকীকরণ ও অধিকতর বহুমূখীকরণের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন কর্মসূচির সমন্বয় অব্যাহত রেখেছে। বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষকে মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করাই পিডিবিএফ-এর মূল লক্ষ্য।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পিডিবিএফ এর 'এগিয়ে চলার এক যুগ' পূর্তি অনুষ্ঠানমালা শুভ উদ্বোধন করেন।

সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকান্তিক নিষ্ঠা, সততা, শৃঙ্খলা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পিডিবিএফ ক্রমান্বয়ে একটি মজবুত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। গ্রাম বাংলার দরিদ্র অসহায় জনগণের মাঝে পিডিবিএফ আশার আলো সঞ্চার করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত ৯ জুলাই, ২০০০ সালে ''পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)''-এর কার্যক্রম উদ্বোধন করেন এবং ৯ জুলাই, ২০১১ সালে পিডিবিএফ-এর 'এগিয়ে চলার একযুগ' অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করেন। একই সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পিডিবিএফ-এর সফল সুফলভোগী এবং সুফলভোগীগণের মেধাবী সন্তানদের পুরস্কার প্রদানসহ প্রতিবন্ধী সন্তানদের শিক্ষা সহায়তা ভাতা প্রদান কর্মসূচি উদ্বোধন করেন।

পিডিবিএফ এর 'এগিয়ে চলার এক যুগ' পূর্তি উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শ্রেষ্ঠ কর্মীদের মেডেল, সনদপত্র ও নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

পিডিবিএফ এর সাম্প্রতিক কার্যক্রম:

১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক 'এগিয়ে চলার একযুগ' অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক সহযোগিতায় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সার্বিক সহযোগিতায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে পিডিবিএফ উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে পিডিবিএফ এর কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত ৯ জুলাই, ২০১১ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) প্রধান অতিথি হিসেবে পিডিবিএফ এর ''এগিয়ে চলার একযুগ'' উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন এবং পিডিবিএফ কার্যক্রমের সফলতায় ভূয়সী প্রশংসা করেন।

প্রধান অতিথি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক,এমপি কর্তৃক সেবা মাস উদ্বোধন

পিডিবিএফ এর 'এগিয়ে চলার এক যুগ' পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন স্টল পরিদর্শনরত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক পিডিবিএফ -এর আয়োজিত বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন:

'এগিয়ে চলার এক যুগ' অনুষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রম শেষে পিডিবিএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পিডিবিএফ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখান এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পিডিবিএফ এর সুফলভোগী সদস্যদের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী সরেজমিনে দেখে মুগ্ধ হন।

৩) পিডিবিএফ-এর ১৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও সেবা মাস উদযাপন:

পিডিবিএফ এর কার্যক্রমের ১৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী বিগত ০৯ জুলাই, ২০১২ তারিখে এলজিইডি অডিটরিয়ামে উদ্যাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও পিকেএসএফ এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. মিহির কান্তি মজুমদার, প্রাক্তন পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স এর চেয়ারপারসন এবং সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় তার গুরত্বপূর্ণ বক্তব্য শেষে মাঠ পর্যায়ে বিতরণের লক্ষ্যে ''স্বাস্থ্য সেবা উপকরণ'' বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

প্রধান অতিথি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি কর্তৃক "স্বাস্থ্যসেবা উপকরণ" বিতরন কার্যক্রম উদ্বোধন।

৪) সম্প্রসারণ কার্যক্রম:

দেশের অধিকাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত ৩৪৮টি উপজেলায় পিডিবিএফ এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় গ্রামের হতদরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ সদস্য ও পরিবার পিডিবিএফ এর মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি/সঞ্চয় জমা ও ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে করে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নিজেদের দারিদ্রতা দুর করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে ৩৮৯টি কার্যালয়ের মাধ্যমে পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

পিডিবিএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নিজস্ব ও সরকারী অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পের বিবরণ:

পিডিবিএফ সৌরশক্তি প্রকল্প (PDBF Solar Energy) :

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিশেষ করে গ্রামের অনগ্রসর, পিছিয়ে পড়া অতিদরিদ্র অধিকাংশ মানুষই প্রচলিত বিদ্যুৎ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তারই ফলশ্রুতিতে সৌর বিদ্যুৎ প্রযুক্তির মাধ্যমে সেবা প্রদান করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত কল্পে পিডিবিএফ কর্ম-এলাকার মধ্যে বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত এলাকায় বর্তমান সরকারের ভিশন, ২০২১ অনুযায়ী "সকলের জন্য বিদ্যুৎ"এই শ্লোগান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিডিবিএফ কাজ করে যাচ্ছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত পিডিবিএফ ১৯টি জেলার ১১৩টি উপজেলায় ১৯৫০টি গ্রামে ২২,৫০০টি সোলার হোম সিষ্টেম (SHS) প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে দৈনিক গড়ে ৪,৫০০ (KW) বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

Poverty Alleviation & Self Employment Project :

২৭১ কোটি টাকার এই প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন করা হয়। প্রকল্পটি ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, বরগুনা, পটুয়াখালী, বি-বাড়িয়া, কুমিল্লা, সুনামগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর এই ২০টি জেলার ১০০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর ফলে পল্লীর অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর প্রায় ২.০৫ লক্ষ সুফলভোগী আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তাঁরা অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাঁরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত দারিদ্র ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশের জলবায়ু দুর্গত এলাকায় সৌরশক্তি উন্নয়ন প্রকল্প (Solar Energy Development in the Climate Vulnerable Areas of Bangladesh) :

বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের আওতায় জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে প্রায় ২০.০০ কোটি টাকার প্রকল্পটি অনুমোদন হয়েছে। প্রকল্পটি সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী ও ভোলাসহ মোট ০৮ জেলার ২০ উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে সোলার সিষ্টেম প্রতিস্থাপন প্রকল্প- Installation of Solar Systems at Union Information & service Centre (UISC) :

ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে সোলার সিষ্টেম প্রতিস্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ৩,২০৮ টি ইউনিয়ন পরিষদে সোলার সিষ্টেম স্থাপনের জন্য ২৪.৯৫ কোটি টাকার প্রকল্প জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন পেয়েছে। এর ফলে প্রতিটি ইউনিয়নে কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বের সাথে ইন্টারনেট যোগাযোগ স্থাপিত হবে। পাশাপাশি প্রত্যন্ত এলাকার জনগোষ্ঠী তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে কর্মসংস্থানের সুযোগসহ অন্যান্য সুবিধা পাবে।

দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় সোলার এর মাধ্যমে বি-লবণীকরণ প্রকল্প (Supplying of Safe Drinking Water by Solar De-salination/Purification Panel to the Climate Vulnerable Areas of Bangladesh) :

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সুপেয় পানির খুব অভাব বিধায় এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য পিডিবিএফ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের সহায়তায় উপকূলীয় এলাকার ৬টি জেলার ১১টি উপজেলায় সোলার সিষ্টেমের মাধ্যমে লবণাক্ত পানিকে বি-লবণীকরণ/বিশুদ্ধকরণ করে সুপেয় পানিতে রূপান্তর করে পানীয় জলের অভাব হ্রাস করে জনদুর্ভোগ কমিয়ে আনায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে।

সামাজিক অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় বিকল্প জীবিকায়ন এবং সুন্দরবন সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান প্রকল্প (Developing Alternative Livelihood and Supporting Conservation of Sundarban through Community Participation) :

এই প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদ বিশ্বের অন্যতম ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন সংলগ্ন ৭২টি গ্রামের জনগোষ্ঠীকে পিডিবিএফ কর্তৃক সংগঠিত ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে এই জাতীয় সম্পদকে সুরক্ষা ও সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৫) ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম:

ক্ষুধা ও দারিদ্রামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পিডিবিএফ থেকে গ্রামীণ দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর, উৎপাদনমূখী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ৮টি প্রশাসনিক বিভাগের ৫০টি জেলার ৩৪৮ উপজেলায় ৭.৫৮ লক্ষাধিক সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ৪৯১২.৫৮ কোটি টাকা (ক্রমপুঞ্জিত) ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের হার ৯৯%।

বাঁশ বেতের কর্মকান্ডে নিয়োজিত দিনাজপুর অঞ্চলের সৈয়দপুর উপজেলার মহিলা সমিতির সদস্যগণ

এ কার্যক্রমে প্রায় ৭.৬০ লক্ষাধিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড যেমন-গাভী পালন, মৎস চাষ, শাকসব্জি চাষ, নার্সারী, মুরগী পালন ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং ৩৫.০০ লক্ষাধিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬) স্মল এন্টারপ্রাইজ ঋণ কার্যক্রম (SELP):

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তারা নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু বা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় না। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসা শুরু করতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা পিডিবিএফ-এর ক্ষুদ্র ঋণের সিলিং এর অতিরিক্ত বা আওতার বাহিরে। এ সকল উদ্যোক্তার জন্য ব্যাংক ঋণ গ্রহণ ঝামেলাপূর্ণ বিধায় তাঁরা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে আগ্রহী হন না।

ময়মনসিংহ অঞ্চলের ত্রিশাল উপজেলার বীরামপুর উজান পাড়া মহিলা সমিতির সদস্য মৃৎশিল্প কর্মকান্ডে নিয়োজিত

পিডিবিএফ যেহেতু আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিয়োজিত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, তাই এই সব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরণের ঋণ সুবিধা প্রদান সহ অন্যান্য কারিগরি সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অধিক আয় এবং আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে। পিডিবিএফ বিগত অর্থ বছর পর্যন্ত প্রায় ১৭,৫০০ জন উদ্যোক্তার মাঝে মোট ৯৩৫.০৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ এবং বিতরণকৃত ঋণ থেকে ৮৭৯.৯১ কোটি টাকা আদায় করতে পেরেছে। ঋণ আদায় হার ৯৯%।

সেলফ্ উদ্যোক্তা মাছ চাষের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছেন

৭) সঞ্চয় কার্যক্রম:

পিডিবিএফ-এর সুফলভোগীদের জন্য ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি সঞ্চয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে। কারণ এ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় ব্যাংকে জমা করা সম্ভব নয়। পিডিবিএফ-এর কর্মীগণ গ্রাম পর্যায়ে দল গঠন করে সমিতির সাপ্তাহিক সভার মাধ্যমে সঞ্চয় আদায় করে পুঁজি গঠনে সহায়তা করে থাকে। এই সঞ্চয় থেকে শারীরিক অসুস্থতা, রোগব্যাধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ছেলে-মেয়ের পড়াশুনা এবং যে কোন আপদকালীন সময় সুফলভোগী তাঁর জমাকৃত সঞ্চয়ের টাকা উত্তোলন করতে পারেন। পিডিবিএফ এ সাধারণ সঞ্চয়, সোনালী সঞ্চয়, মেয়াদী সঞ্চয় নামে ৩টি ভিন্ন ভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্প আছে। পিডিবিএফ এ শুরু থেকে মোট ২৭০ কোটি টাকা সুফলভোগীদের সঞ্চয় জমা আছে।

৮) মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম:

ক) প্যারাটেক প্রশিক্ষণ প্রদান:

জামালপুর অঞ্চলের সুফলভোগী সদস্যদেরকে প্যারাটেক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

খ) সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ ফোরাম/উঠান বৈঠক:

বছরের ৫২ সপ্তাহে ৫২টি বিষয়ের উপরে উঠান বৈঠকে সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মধ্যে দিয়ে প্রায় সকল সদস্যকে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, প্রাথমিক চিকিৎসা, স্যানিটেশন, নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন, আইনগত অধিকার, জেন্ডার, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে। আমাদের সদস্যদের মাঝে যে প্রকৃতই সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে এবং তাদের মাঝে যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেছে তার প্রমাণ মেলে বিগত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ফলাফলে। পিডিবিএফ সুফলভোগীদের মধ্য থেকে শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত মোট ৮৪৫ জন সদস্য স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছে।

উঠান বৈঠকে সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ ফোরাম পরিচালনা করছেন পিডিবিএফ মাঠ কর্মী

গ) কর্মী প্রশিক্ষণ:

পিডিবিএফ শুরু থেকে মোট ২৭,৮০৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। পিডিবিএফ এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনা এবং নিজস্ব প্রশিক্ষক দ্বারা এবং বাইরের বিভিন্ন খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় মানব সম্পদ উন্নয়নের এই মহান কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করছে। পিডিবিএফ এর বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অঞ্চলভিত্তিক বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ও মতবিনিময় সভা সম্পন্ন করে আসছে। সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ কর্মশালায় পিডিবিএফ এর সকল করণীয় নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমি (ফিমা)'র প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারী পিডিবিএফ এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

৯) সামাজিক দায়বদ্ধতা বিষয়ক কার্যক্রম:

পিডিবিএফ সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এর সদস্য ও কর্মীদের সমত্থানদের জন্য বহমুখী কল্যাণকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পিডিবিএফ এর মূল লক্ষ্য হলো- পল্লীর দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করা। পিডিবিএফ এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মানুষকে মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বদা নিবেদিত। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে পিডিবিএফ নিম্নরূপ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে:-

পিডিবিএফ সদস্যদের দরিদ্র মেধাবী সন্তানদের শিক্ষা সহায়ক ভাতা প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

ক) শিক্ষা সহায়তা ভাতা :

পিডিবিএফ দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ সদস্যের মেধাবী সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য শিক্ষা সহায়তা ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। বর্তমান সরকারের বিগত বছরে সদস্যদের ১৫০ জন মেধাবী সন্তানকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য শিক্ষা সহায়তা ভাতা প্রদান করার ব্যবস্থা করেছে। ফলে দরিদ্র সদস্যদের মেধাবী সন্তানদের লেখাপড়া করার উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

খ) সুফলভোগী ও প্রতিবন্ধী শিশুদের চিকিৎসা সহায়তা ভাতা:

পিডিবিএফ এ সুবিধাভোগী সদস্যদের প্রতিবন্ধী শিশুদের চিকিৎসা ও মানসিক বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে ২৩০০ জনকে মনোনীত করে তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ফলে তাদের সামাজিকভাবে আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি এবং তাঁরা অবহেলিত নয়, তাদের পাশে পিডিবিএফ তথা বর্তমান সরকার আছে এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

গ) সুফলভোগী নবজাতক সন্তানদের সঞ্চয় স্কীম:

পিডিবিএফ সুবিধাভোগী দরিদ্র্য সদস্যদের নবজাত সন্তানদের জন্য একটি বিশেষ সঞ্চয় স্কীম চালু করেছে। এই স্কীমের আওতায় প্রতিটি নবজাতকের জন্য ৫০০/- টাকা অনুদান প্রদান করে পিডিবিএফ- এ একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ খাতে ১২.৫০ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়েছে। এ স্কীম চালুর ফলে একদিকে যেমন সদস্যগণ আরো অধিক সঞ্চয় জমা করতে উৎসাহী হবেন, অন্যদিকে এ কার্যক্রমের ফলে নবজাত সন্তানদের সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে বেড়ে উঠা সহ উজ্জ্বল ভবিষৎ নিশ্চিত হবে।

ঘ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য কল্যাণ তহবিল:

কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের শারীরিক অসুস্থতা, সাময়িক অক্ষমতা, দুর্ঘটনা ইত্যাদি কারণে চিকিৎসা সহায়তা এবং দরিদ্র কর্মচারীদের সন্তানদের বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে পিডিবিএফ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিত মাসিক অফেরতযোগ্য চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে গঠিত কল্যাণ তহবিল থেকে প্রয়োজন অনুসারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। পিডিবিএফ শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট ৯৯৮ জন সহকর্মীকে প্রায় ১.৬৯ কোটি টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করেছে।

ঙ) পিডিবিএফ এর স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম এর শুভ উদ্বোধন:

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন এবং নারী পুরুষের সমতায়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় জুলাই, ২০১২ সালে পিডিবিএফ এর ১৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও সেবা মাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি পিডিবিএফ এর কার্যক্রম সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য শেষে মাঠ পর্যায়ে সরবরাহের লক্ষ্যে ''স্বাস্থ্য সেবা উপকরণ'' বিতরণ করেন। এর ফলে পিডিবিএফ এর সদস্যগণ ন্যূনতম খরচে সমিতির সাপ্তাহিক সভার দিন তাদের স্বাস্থ্য সেবা নিতে পারছেন।

স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছেন পিডিবিএফ কর্মকর্তা

পিডিবিএফ এর একযুগ সফলভাবে অতিবাহিত হওয়ায় এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে সার্বিক কার্যক্রমে সাফল্য অর্জন করায় বিগত ০৯/০৭/২০১২ হতে ০৮/০৮/২০১২ ইং তারিখ পর্যন্ত **সেবা মাস** পালন করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সেবা মাসের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে ছিল র‍্যালী, সদস্যদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন, নতুন সদস্য সংগ্রহ অভিযান, প্রশিক্ষণ ফোরাম বাস্তবায়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশন, পুষ্টি ও পরিবেশ উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা প্রদান, বৃক্ষরোপনে উদ্বুদ্ধকরণ, টীকা প্রদান, জাতি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা প্রাপ্তিতে লিংকেজ স্থাপন, নিজস্ব পুঁজি গঠনে/বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা, ঋনপ্রদান ও খেলাপী ঋণ আদায় এবং "একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প" বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

১০) সেবা মাস পালন:

সেবা মাস উপলক্ষে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির আলোকে সর্বোচ্চ কৃতিত্ব অর্জনকারী কর্মীদের মাঝে তাদের সফলতা/কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁদের কর্মস্পৃহা জাগরণের মাধ্যমে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং পিডিবিএফ এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য সহকর্মীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ লক্ষ্য করা হয়।

১১) আইসিটি (ICT) কার্যক্রম এবং ডিজিটালাইজড পিডিবিএফ:

সরকার ঘোষিত ভিশন, ২০২০-২০২১ এর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বিগত বছরে পিডিবিএফ নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করেছে:

পিডিবিএফ এর প্রধান কার্যলয়ের ৬৫টি কম্পিউটারকে Local Area Network (LAN) ও দ্রুত গতির Broad Band Internet এর আওতায় আনা হয়েছে। এ ছাড়া ১৭টি আঞ্চলিক কার্যলয়ের ৭৫টি কম্পিউটারকে LAN ও Internet সংযোগের আওতায় আনা হয়েছে। পিডিবিএফ-এ একটি দক্ষ ও সুশিক্ষিত কর্মী বাহিনী রয়েছে। Human Resource Information System (HRIS)- এর মাধ্যমে কম্পিউটারে সকল কর্মীর ছবিসহ তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

পিডিবিএফ এর আইসিটি ও সোলার স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ অনুসারে পিডিবিএফ-এর সকল সদস্যদের সাংগঠনিক ও ক্ষুদ্র ঋণ সংক্রান্ত সকল তথ্য (প্রায় ৭.৬০ লক্ষ সদস্য) কম্পিউটারে (Computerized) সংযোজিত হয়েছে। পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় Computerized attendance system চালু রয়েছে। পিডিবিএফ-এ বর্তমানে ব্যবহৃত সফটওয়ার সমূহে আরো আধুনিক ও হাইটেক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এর কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত করবে।

১২) সাইলেজ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গো-খাদ্য তৈরি:

দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে বছরের প্রায় ৬ মাসেরও অধিক সময় গো-খাদ্যের তীব্র সংকট দেখা যায়। গো-খাদ্যের অভাবে বিশেষ করে দুগ্ধবতী গাভি নিয়ে কৃষকগণ সংকটে পড়েন। দেশের দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি ও গো-খাদ্যের সংকট মোকাবেলার জন্য পিডিবিএফ এর কর্মএলাকার বিশেষ করে দেশের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি উপজেলায় ভুট্টা গাছ থেকে সাইলেজ তৈরির মাধ্যমে পুষ্টিকর গো-খাদ্য তৈরির জন্য একটি পাইলট কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে পিডিবিএফ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ সহ ৩৪ জন কর্মীকে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আশা করা যায়, আগামীতে এ কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে পিডিবিএফ ব্যাপক কর্মকান্ড গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। সরকার এবং মন্ত্রণালয়ের কার্যকর এবং সময়োচিত বাস্তবমূখী পদক্ষেপের কারণে পিডিবিএফ অভূত সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সরকারের সাফল্য এবং পিডিবিএফ এর সাফল্য একই সূত্রে গাঁথা। পিডিবিএফ অন্য কোন দাতা সংস্থার সহযোগিতা ছাড়াই আর্থিকভাবে শতভাগ স্বয়ম্ভর হয়েছে। আশা করা যায় আগামী বছরে পিডিবিএফ বাংলাদেশের সকল উপজেলায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে।

১৩) পল্লী রঙ:

সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বাজারজাত করণের লক্ষ্যে পিডিবিএফ নিজ উদ্যোগে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন করে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে পিডিবিএফ 'পল্লী রঙ' নামে আঞ্চলিক পর্যায়ে ও ঢাকায় প্রদর্শন ও বিপণন কেন্দ্র স্থাপন করার কার্যক্রম শুরু করেছে। ইতোমধ্যে জামালপুর এবং সমবায় অধিদপ্তরের ডিসপ্লে সেন্টারে প্রধান কার্যালয়ের 'পল্লী রঙ'-এর জন্য স্থান বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে এবং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

পিডিবিএফকে একটি অনন্য ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে এবং সরকার ঘোষিত ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে পিডিবিএফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

পিডিবিএফ এর ১৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি

পিডিবিএফ এর ৬২তম বোর্ড সভায় সভাপতিত্ব করছেন জনাব এম এ কাদের সরকার, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

এক নজরে পিডিবিএফ এর (জুন, ২০১৩ পর্যন্ত) অগ্রগতি:

ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	শুরু থেকে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি
১	সম্প্রসারিত প্রশাসনিক বিভাগের সংখ্যা	০৮টি
২	সম্প্রসারিত প্রশাসনিক জেলার সংখ্যা	৫০টি
৩	সম্প্রসারিত উপজেলার সংখ্যা	৩৪৮টি
৪	উপ-পরিচালকের কার্যালয়ের সংখ্যা	২৩টি
৫	উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সংখ্যা	৩৮৯টি
৬	কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা	৩,৪৬৫ জন
৭	সদস্য সংখ্যা	৭ লক্ষ ৫৮ হাজার
৮	সঞ্চয় স্থিতি: সাধারণ, সোনালী ও মেয়াদী (কোটি টাকায়)	২৭০ কোটি
৯	ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্র ঋন বিতরণ (কোটি টাকায়)	৪৮৮৩.২০ কোটি
১০	ক্ষুদ্র ঋণ আদায়	৪৫৩৩.৭০ কোটি
১১	স্মল এন্টারপ্রাইজ উদ্যোক্তার সংখ্যা	১৭,৫০০ জন
১২	ক্রমপুঞ্জিত স্মল এন্টারপ্রাইজ ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়)	৯৩৫.০৮ কোটি
১৩	স্মল এন্টারপ্রাইজ ঋণ আদায়	৮৭৯.৯১ কোটি
১৪	স্বয়ম্ভরতার হার	১১১%
১৫	সদস্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	২,৪৬,৬৮৩ জন
১৬	কর্মী প্রশিক্ষণ (একই সহকর্মী একাধিকবার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন)	২৭,৮০৭ জন
১৭	সামাজিক দায়বদ্ধতা বিষয়ক কার্যক্রম:	
	ক) সদস্যদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষা সহায়ক ভাতা	১৫০ জন
	খ) সদস্যদের প্রতিবন্ধী শিশুদের চিকিৎসা সহায়তা ভাতা	২,৩০০ জন
	গ) সদস্যদের নবজাতক সন্তানদের সঞ্চয় স্কীম	১২,৫০,০০০ টাকা

ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	শুরু থেকে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি
১৮	কল্যাণ তহবিল থেকে সহকর্মীদের চিকিৎসার জন্য অনুদান প্রদান	৯৯৮ জন, ১ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা
১৯	''পল্লী রঙ'' বিপণন কেন্দ্র স্থাপন	০২টি
২০	সোলারভুক্ত জেলার সংখ্যা	১৯টি
২১	সৌরশক্তি প্রকল্পভুক্ত উপজেলার সংখ্যা	১২৫টি
২২	সোলার হোম সিষ্টেম স্থাপন সংখ্যা	২২,৫০০টি
২৩	দৈনিক গড়ে মোট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন	৪,৫০০ kw
২৪	ইউপি নির্বাচনে নির্বাচিত সুফলভোগীর সংখ্যা	৮৪৫ জন
২৫	সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ ফোরাম: সদস্যদেরকে বছরের ৫২ সপ্তাহে ৫২টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	

৪.৯ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্ক ভিটা) :

বহুমাত্রিক সমস্যা ও সংকটে জর্জরিত বাংলাদেশের বৃহত্তম দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মিল্কভিটা বর্তমান সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের কারণে গত ২০০৯ সন হতে নানামুখী সাফল্য অর্জন করছে। গত এক বছরে প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রধান সাফল্য ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হ'ল:

১। সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন:

ক) নিম্নোক্ত ০৯ টি জেলায় নতুন দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপন করে বাৎসরিক গড়ে সাড়ে ১১ লক্ষ লিটার দুগ্ধ সংগ্রহ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

জেলা	উপজেলা
পঞ্চগড়	পঞ্চগড়
ময়মনসিংহ	ত্রিশাল
যশোর	অভয়নগর
গাজীপুর	শ্রীপুর
গোপলগঞ্জ	টুঙ্গীপাড়া
টাঙ্গাইল	ধনবাড়ী
চট্টগ্রাম	পটিয়া
চাঁদপুর	মতলব
জামালপুর	মাদারগঞ্জ

খ) মাদারীপুর জেলার টেকেরহাট দুগ্ধ কারখানায় ০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বিএমআরই সম্পাদন পূর্বক দৈনিক ২০ হাজার লিটার তরল দুগ্ধ পাস্তুরিতকরণ।

গ) লাহিড়ীমোহনপুরে ২৭ কোটি ব্যয়ে গো-খাদ্য কারখানা প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নাধীন।

ঘ) চট্টগ্রামের (সন্দ্বীপ), বরিশালের (বাবুগঞ্জ), যশোরের (ঝিকরগাছা), লক্ষীপুরের (রামগতি) ও ঠাকুরগাঁও-এ নতুন দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ।

ঙ) বাঘাবাড়ীঘাটে সুপার ইনস্ট্যান্ট পাউডার মিল্ক কারখানা এবং লক্ষীপুরের রায়পুরে মহিষের কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ।

২। প্রাতিষ্ঠানিক শৃংঙ্খলা ও দক্ষতা বৃদ্ধি:

মিল্কভিটার প্রধান কার্যালয় ও ডিডিপিতে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত এবং শৃংঙ্খলা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেসিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন, ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যানার ব্যবহার শুরু এবং প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ওয়েব সাইট খোলা।

৩। গো-চারণভূমি সৃজন ও সংরক্ষণের নীতিমালা প্রণয়ন:

দেশের প্রতিটি বিভাগে কমপক্ষে একটি সমবায় গো-চারণভূমি সৃজন ও সংরক্ষণের স্বার্থে গো-চারণ ভূমি নীতি ২০১১ প্রণয়ন।

৪। বিক্রয় বৃদ্ধি: গত ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৬ কোটি ০৯ লাখ লিটারে উন্নীতকরণ।

৫। গাভী ঋণ বিতরণ: ৪০.৬৬ কোটি টাকা।

৬। বিনামূল্যে চিকিৎসা ব্যয় প্রদান: ১.৫০ কোটি টাকা।

৭। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য সামগ্রী বিক্রয়ের পরিমাণ (জুলাই ২০১২ হতে জুন'২০১৩ পর্যন্ত) :

ক্রঃ নং	পণ্যের নাম	পরিমাণ	টাকা
১।	তরল দুধ (লিটার)	৬০৯০৪১৫১.৫০	৩৪২০৪১০২২৪.২৯
২।	ফ্লেভার্ড মিল্ক (প্যাকেট)	১৩০০০৭৮.০০	১৮১৩৯৭১৭.২০
৩।	ক্রীম (কেজি)	৩৯১৭.০০	১৭৬২৬৫০.০০
৪।	মাখন (কেজি)	৩৭৩০০৮.৯০	২৩৪৬৯৫৬৫৮.০০
৫।	ঘি (কেজি)	২৬৫১০৬.০০	২১০৬৫৫৯০৮.০০
৬।	ননীযুক্ত গুঁড়ো দুধ	১৫৯০৫৫.৮০	৬৯০৯২৫১৬.০০
৭।	ননী বিহীন গুঁড়ো দুধ	২৫২৬৩.৫০	১০০১৩৮৫২.০০
৮।	কেন্ডি (পিস)	৯০৫২১.০০	৭৪৩৪৫৬.৭০
৯।	কনডেন্সড মিল্ক (পিস)	০.০০	০.০০
১০।	আইসক্রীম (লিটার)	২২২১১০.১০	২৭৪৩৬১৬৪.৬০
১১।	চকোবার (পিস)	৫৯১০৬৮.০০	৭৩৯৬৮৯৪.৫০
১২।	রসমালাই (লিটার)	৪৩১৯৩.০০	৮৮০৭৬৬৬.০০
১৩।	মিষ্টি দধি	৬৪০৩৭.১০	৯২৮০৭৬৮.৫০
১৪।	টক দধি	৩২৭৩৭.৫০	২৬১৭২৩২.০০
		মোট টাকা:	৪০২১২৬৮৫৮৩.৪৯

৮। মুনাফার হার বৃদ্ধি:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মোট আয়	মোট ব্যয়	মুনাফা
২০১২-২০১৩	৪৫৪৩৪.৪৮	৪৩৭২২.৪১	১৭১২.০৭ (অনিরীক্ষিত)

৪.১০ ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) :

ভূমিকা:

দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৯৭৫-৭৬ অর্থ বছরের 'বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় 'ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন প্রকল্প' শীর্ষক 'প্রায়োগিক গবেষণা' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পটির মাধ্যমেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম 'জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি'র সূচনা হয়। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি(বার্ড), কুমিল্লা কর্তৃক পর্যায়ক্রমিকভাবে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পটিকে ১৯৯৯-২০০৪ পর্যায়ের মেয়াদ সমাপনান্তে ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের অধীনে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (Small Farmers Development Foundation)' নামে একটি সরকারী মালিকানাধীন লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তর করা হয়।

ব্যবস্থাপনা:

সার্বিক নীতি নির্ধারণ ও দিক নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে ফাউন্ডেশনের ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি 'সাধারণ পর্ষদ' রয়েছে। সাধারণ পর্ষদে ৮ জন পদাধিকার বলে এবং ৩ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য রয়েছেন। সকল প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যাদি পরিচালনার বিষয়ে ফাউন্ডেশনের ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি 'পরিচালনা পর্ষদ' রয়েছে। পরিচালনা পর্ষদে ৫ জন পদাধিকার বলে ও ২ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য রয়েছেন। স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব পদাধিকারবলে উভয় পর্ষদ-এর সভাপতির দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদাধিকারবলে উভয় পর্ষদ-এর সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য:

পল্লী এলাকায় বসবাসরত ভূমিহীন প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র কৃষকদের একটি সাংগঠনিক কাঠামো-এর আওতায় এনে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় আর্থিক সহায়তাদান, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানবৃদ্ধি, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে একটি টেকসই আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা।

প্রধান কার্যক্রম:

ক। ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের পুরুষ/মহিলাদেরকে নিয়ে গ্রাম পর্যায়ে গঠিত কেন্দ্রের আওতায় সদস্যভুক্তকরণ ;

খ। সদস্য/সদস্যাগণকে তাঁদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে "জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ" প্রদান;

গ। সদস্য/সদস্যাগণকে ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে সাপ্তাহিক "সঞ্চয় আমানত জমা" এর মাধ্যমে "নিজস্ব পুঁজি" গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ;

ঘ। আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে উপকারভোগীকে "দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক" প্রশিক্ষণ প্রদান;

ঙ। উপকারভোগীদেরকে আর্থিক কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন "সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম" যেমন-ছেলে মেয়েদের স্কুলে প্রেরণ, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, জন সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগিতা প্রদান।

ফাউন্ডেশনটির কার্যক্রম বর্তমানে কুমিল্লা, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, ও বরগুনা জেলার ৫৫টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ফাউন্ডেশনের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের কার্যক্রম এবং জুন, ২০১৩ পর্যন্ত কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি নিম্নরূপ :

কেন্দ্র গঠন ও সদস্যভুক্তি:

ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের ২০-৩০ জন পুরুষ/মহিলাকে নিয়ে ০১(এক)টি করে কেন্দ্র গঠন করা হয়ে থাকে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ১১৬টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ৭৬৩৭ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়। জুন, ২০১৩ পর্যন্ত মোট ২২৬৫ টি কেন্দ্রের আওতায় ৭৫৯৬৬ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়েছে।

উপকারভোগীদের সাপ্তাহিক কেন্দ্রসভা

ঋণ বিতরণ ও আদায়:

ফাউন্ডেশনের আওতায় সদস্য/সদস্যাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান করা হয়। মোট ৪৮টি সমান কিস্তিতে ঋণের আসল ও সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৪৯১৮.৮১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ৪৮৮৮.৪৮ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। জুন, ২০১৩ পর্যন্ত মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৮৭৩৮.৯৩ লক্ষ টাকা এবং ঋণ আদায়ের পরিমাণ ১৫৮৮৬.৭২ লক্ষ টাকা। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের শতকরা হার ৯২.৯২ ভাগ। জুন, ২০১৩ তারিখে ৪৫৭৭৩ জন সদস্যের নিকট বিনিয়োজিত ঋণস্থিতির পরিমাণ ৪৪২৬.৫৬ লক্ষ টাকা।

পুঁজি গঠন:

ফাউন্ডেশনের উপকারভোগীদের 'নিজস্ব পুঁজি' গঠনের লক্ষ্যে ঋণ কার্যক্রমের আয় হতে সাপ্তাহিক ন্যূনতম ২০.০০ হারে 'সঞ্চয় আমানত' জমা করার ব্যবস্থা রয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৩৩৬.৬৯ লক্ষ টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয়। জুন, ২০১৩ পর্যন্ত মোট সঞ্চয় আমানত জমার পরিমাণ ১৪৯৩.৯৬ লক্ষ টাকা।

প্রশিক্ষণ:

ফাউন্ডেশনের আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারিদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন এবং সুফলভোগীদেরকে বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৮ জন কর্মকর্তা এবং ৭২৫ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একইভাবে জুন,২০১৩ পর্যন্ত ২৮৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি এবং ২৮৭৫ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ কোর্স

মহিলা উন্নয়ন:

ফাউন্ডেশনের আওতায় জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ৭২৬৬৩ জন মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়। মোট সদস্যের শতকরা ৯৬ ভাগই মহিলা। বিভিন্ন কার্যক্রমে তাঁদের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ১৭৯৩৩.৭৬ লক্ষ টাকা এবং ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ১৫১৯৮.৪৬ লক্ষ টাকা। তাঁদের সঞ্চয় আমানত জমার পরিমাণ ১৪১৯.৮১ লক্ষ টাকা। সদস্যগণ অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমন-ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছেন। ফলে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে তাঁদের অবস্থা ও অবস্থান অনেকাংশে সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে।

উপকারভোগীর উৎপাদিত পণ্য

ভবিষ্যৎ কার্যক্রম:

ফাউন্ডেশন কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১৮টি জেলার ৫৪টি উপজেলায় ২০১৩-২০১৬ মেয়াদে ৫৪.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প সরকার কর্তৃক অনুমোদন লাভ করেছে। সহসাই এ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করা হবে।

ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের কার্যক্রম পর্যালোচনা সভা

৪.১১ ইকনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি):

ইকনোমিক এম্পাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) শীর্ষক প্রকল্পটি ৮৮৭১৯.২৪ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্যঃ ৮৮৪০০.০০ লক্ষ টাকা এবং জিওবিঃ ৩১৯.২৪ লক্ষ টাকা) ব্যয়ে ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন আছে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ২০১৫ সালের মধ্যে প্রকল্প এলাকার ১০ লক্ষ জনগোষ্ঠির অতিদারিদ্র বিমোচনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা প্রদান, কৃষি ও অ-কৃষি খাতে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ এবং সরকারের দারিদ্র বিমোচন কৌশলের (MDG) লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করা অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দেশের চর, হাওর, বাওর, জলাবদ্ধ এলাকা, সমুদ্র উপকূলবর্তী ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকা এবং শুষ্ক মৌসুমে কাজের সংস্থান হয় না এমন অতি দারিদ্র পীড়িত অঞ্চল, পিছিয়ে থাকা পার্বত্য এলাকার দরিদ্র জনগণের জন্য ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় মোট ৮৮৭.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ''ইকনোমিক এমপাওয়ারমেন্ট অফ দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ'' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০০৮-২০১৫ মেয়াদের এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের তত্ত্বাবধানে ৩৩ টি পার্টনার এনজিও ৩০ টি জেলায় ১২০ টি উপজেলায় ৯ টি স্কেল ফান্ড ও ২৭ টি ইনোভেশন ফান্ড (মোট ৩৬ টি) প্রকল্পের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির সাথে কাজ করছে। বর্তমানে এ প্রকল্পের আওতায় ২,৪৮,৪৪৩ জন (যার ১,৪৯,০৬৬ জন মহিলা ও ৯৯৩৭৭ জন পুরুষ) সুবিধাভোগী পরিবার নির্বাচন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৬৬ টি সমিতিকে সমবায় সমিতির অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ৪৮টি সমিতির নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া এডভোকেসী ও রিসার্চ কম্পোনেন্ট এর মাধ্যমে নীতি নির্ধারক, আইন প্রণেতা, সরকারী-বেসরকারী সংস্থা ও সুশীল সমাজকে অতিদরিদ্র-বান্ধব কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। লক্ষিত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক পরিবর্তন পরিবীক্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের মনিটরিং পদ্ধতি যেমনঃ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও Change Monitoring System (CMS) চালু করা হয়েছে। শহর ও গ্রাম অঞ্চলের অতিদরিদ্র মানুষের অবস্থার উন্নয়নে এ প্রকল্প ফলপ্রসূ অবদান রাখছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মোট ব্যয় ১৯৪৬৩.৪০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৪২.৪০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্যঃ ১৯৪২১.০০ লক্ষ টাকা)। জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫৪৮৭৫.৫৯ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৬৪.২৫ এবং প্রকল্প সাহায্যঃ ৫৪৭১১.৩৪ লক্ষ টাকা)।

৪.১২ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি):

Comprehensive Village Development Programme (CVDP)- Second Phase (BARD অংশ)

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কর্তৃক পরিচালিত একটি জাতীয় পল্লী উন্নয়ন মডেল প্রকল্প যার কার্যক্রম ১৯৭৫ সালে শুরু হয় "এক গ্রাম, এক সংগঠন" এর ভিত্তিতে সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প (টিভিডিপি) নামে। পরবর্তীতে প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প (সিভিডিপি) নামে অনুমোদন করে। প্রকল্পের প্রথম পর্যায় ছিল জানুয়ারী ১৯৮৯ থেকে জুন ১৯৯১ পর্যন্ত। প্রকল্পটির ২য় পর্যায় চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯১-১৯৯৬) অন্তর্ভুক্ত হয় এবং উচ্চতর মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে বার্ড,কুমিল্লা ও আরডিএ, বগুড়া যৌথভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। ১৯৯৬-১৯৯৯ পর্যন্ত প্রকল্পটি একইরূপে চলমান ছিল। ১৯৯৮ সালে উচ্চ পর্যায়ের মূল্যায়ন কমিটি প্রকল্পটি মূল্যায়ন করে এবং কমিটি প্রকল্পটিকে একটি জাতীয় পল্লী উন্নয়ন মডেল প্রকল্প হিসেবে সারা দেশে এর কার্যক্রম সম্প্রসারণের সুপারিশ করে। এরপর বার্ড ও আরডিএ যৌথভাবে জুলাই ১৯৯৯ থেকে জুন ২০০৪ সাল পর্যন্ত প্রকল্পটিকে মডেল হিসেবে নিয়ে ৮০টি গ্রামে এর পরীক্ষামূলক কার্যক্রম চালায়। পাইলট স্কীম হিসেবে এর প্রথম পর্যায় ছিল জুলাই ২০০৫ থেকে জুন ২০০৯ পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে জুলাই ২০০৯ থেকে যা জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হবে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ৪টি প্রতিষ্ঠান প্রকল্পটি জাতীয় পল্লী উন্নয়ন মডেল হিসেবে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বাস্তবায়ন করছে:

১) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)

২) পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ)

৩) সমবায় অধিদপ্তর এবং

৪) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

কর্মসূচিটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিটি গ্রামের সকল শ্রেণী ও পেশায় নিয়োজিত গ্রামবাসীকে গ্রামভিত্তিক একটি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির আওতায় এনে সচেষ্ট ও আত্মনির্ভরশীলতার ভিত্তিতে সকল পরিবার তথা যুব-কিশোর, মহিলা ও পুরুষদের যোগ্যতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকল্পিতভাবে আয় উপার্জন বৃদ্ধিকল্পে আত্মকর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচন।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	জুলাই ২০১২- জুন ২০১৩	
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
১.	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	০	০
২.	সমিতিতে সদস্যভুক্তি (সংখ্যা)	৬৪,৪২	১০২৯৯
৩.	সদস্য ভুক্তি (সংখ্যা)	১৮১৯৩	২৭২১৮
৪.	মূলধন (লক্ষ টাকায়)	৪৪৬.৮৯	৫৬১.৮১
৫.	নিজস্ব মূলধন হতে ঋণ প্রদান	১৬৭০.১৮	১৩৮১.৪১
৬.	ঋণ আদায়	২১৪৭	-

৪.১৩ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি:

(ক) বিগত ১৯৯১ সালে তৎকালীন সরকার ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা কৃষি ঋণ মওকুফ করলেও তা বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ কে প্রদান করা হয়নি। এর ফলে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ৫০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত সমবায় কৃষক কর্তৃক গৃহীত ঋণের মওকুফকৃত মুনাফা ও দন্ডমুনাফার উপর ভর্তুকি বাবদ সরকার থেকে প্রাপ্ত ১১-১২ অর্থ বছরে ১ম ও ১২-১৩ অর্থ বছরে ২য় কিস্তির ৫৩.০৬ কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্থ সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে গত ১০-০৫-১২ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ভর্তুকির টাকা হস্তান্তর কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। উক্ত ভর্তুকি প্রদানের ফলে অনেক খেলাপী ঋণ গৃহীতা সমিতি পুনরায় ঋণ গ্রহণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে সক্ষম হচ্ছে এবং ব্যাংকের কার্যক্রম দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমবায়ীদের হাতে ভর্তুকির চেক বিতরণ করছেন

(খ) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ কর্তৃক আমানত সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১২-১৩ অর্থ বছরের ৩০-০৬-১৩ তারিখে ৭.৯৬ কোটি টাকায় দাড়িয়েছে।

(গ) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর মালিকানাধীন ৩/১০ নং জনসন রোডস্থ ৫.৬৯ কাঠা জমি অবৈধ দখলদারের হাত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং উক্ত জায়গাসহ ব্যাংকের নারায়নগঞ্জের ১৪৯ নং বঙ্গবন্ধু সড়কে অবস্থিত জায়গায় পৃথক দু'টি বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের কাজ অচিরেই শুরু করা সম্ভব হবে।

(ঘ) ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মহানগরের গুলিস্তান এলাকায় অবস্থিত কাজী বশির মিলনায়তনে ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ২৮২.১৫ কোটি টাকার বিনিয়োগ বাজেট অনুমোদন করা হয়।

৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত মাননীয় প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

(ঙ) ব্যাংকের নিজস্ব প্রয়োজনে এবং ভবনের ভাড়াটিয়াদের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে ৪০০ কেভিএ জেনারেটর স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। দ্রুতই তা সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

(চ) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ নিয়মিত কৃষি ঋণের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় কোন প্রকার জামানত ছাড়াই কৃষক/উদ্যোক্তা পর্যায়ে ঋণ প্রদান করে আসছে। গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় তরমুজ চাষীদের মধ্যে ১১-১২ অর্থবছরে এবং ১২-১৩ অর্থবছরে কক্সবাজারে লবণ চাষ প্রকল্পে অনুরূপ ঋণ দাদন করে তা সঠিক সময়ে মুনাফাসহ শতভাগ টাকা আদায় নিশ্চিত করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচিকে পর্যায়ক্রমে আরো বিস্তৃত করে কক্সবাজারে পান চাষ এবং ময়মনসিংহে কৈ গ্রামে কৈ মাছ চাষ, নার্সারি প্রকল্প, কবুতর পালন, দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের বুটিক বাটিক ও হস্ত শিল্প প্রকল্প, সেলাই মেশিন ক্রয়, ঢাকায় আশার আলো মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতির হস্ত শিল্প প্রকল্পে ঋণ সরবরাহ করা হচ্ছে। এ যাবৎ অনুরূপ ২৫টি প্রকল্পে ঋণ দাদন করা হয়েছে।

আশার আলো বহুমুখী সমবায় সমিতির সভানেত্রীর হাতে প্রকল্প ঋণের চেক বিতরণ করছেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান

(ছ) বিগত ১২-১৩ অর্থ বছরে মুনাফার অংশ হতে সরকারী কোষাগারে সি.ডি.এফ ২৪.০২ লক্ষ ও অডিট ফি ১.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ২৫.০২ লক্ষ টাকা জমা করা হয়েছে।

সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধকের হাতে সি.ডি.এফ ও অডিট ফি এর টাকার চেক প্রদান করছেন ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক

(জ) ব্যাংকের আয় বৃদ্ধি ও স্বল্প আয়ের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি ও স্বর্ণবন্ধকী ঋণের পাশাপাশি সরকারী চাকুরিজীবি কর্মকর্তা/কর্মচারিদের গৃহ সামগ্রী ক্রয়ের জন্য কনজুমার্স ঋণ চালু করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রম দ্রুত এগিয়ে চলছে। চাকুরিজীবি কর্মকর্তা/কর্মচারিদের গৃহ সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ইতোমধ্যেই ৪২.৯০ লক্ষ টাকা ৪৭ জন ব্যক্তিকে (চাকুরিজীবি) কনজুমার্স ঋণ হিসাবে প্রদান করা হয়েছে।

(ঝ) ব্যাংক পরিচালনায় ১২-১৩ অর্থ বছরে অর্জিত সাফল্যের উল্লেখযোগ্য খাত সমূহের সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০১২-২০১৩ অর্থ বছর
১	অনুমোদিত মূলধন	১০০০.০০
২	নীট লাভ	১১৬২.১৫
৩	লভ্যাংশ প্রদান (শেয়ার হোল্ডার)	৯২.০৯ (২০%)
৪	ঋণ দাদন	৭০৮৮.৯৫
৫	ঋণ আদায়	৭১৮৯.৫০
৬	কর্মকতা- কর্মচারি	১৬৮
৭	শেয়ার	৪৯২.৪৯
৮	সংরক্ষিত তহবিল	১৫২৫৩.০৬
৯	সঞ্চয় আমানত	৭৯৬.৩৩
১০	মোট পরিসম্পদ	৪৪৬৮৬.২৭
১১	ঋণ মঞ্জুর/ অনুমোদন	৩৮৬১৩.৮৮
১২	বিনিয়োগ	৩৪০১১.৮৯
১৩	মোট আয়	২২১০.৪৭
১৪	বাংলাদেশ ব্যাংকে ঋণ (দেনা) পরিশোধ	১৭১.০০

ঋণ মঞ্জুর/ অনুমোদন: বর্তমান কমিটির গতিশীল নেতৃত্বে ব্যাংকের ব্যবসায়িক কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। ১২-১৩ অর্থ বছরে ঋণ মঞ্জুর/ অনুমোদনের পরিমান ৩৮৬১৩.৮৮ লক্ষ টাকা।

বিনিয়োগ এবং আমানত বৃদ্ধি: ব্যাংকের বিনিয়োগ ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে ১২-১৩ অর্থ বছরে ৩৪০১১.৮৯ লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে । ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সংগৃহীত আমানতের পরিমান দাঁড়িয়েছে ৭৯৬.৩৩ লক্ষ টাকায়।

মূলধন বৃদ্ধি: ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমান ১২-১৩ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৯২.৪৯ লক্ষ টাকায় উপনীত হয়েছে। একই সাথে ব্যাংক পরিচালনার ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতে ব্যাংকের সার্বিক আয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ১২-১৩ অর্থ বছরে ২২১০.৪৭ লক্ষ টাকা আয় হয়েছে।

নীটলাভ ও পরিসম্পদ বৃদ্ধি: ব্যাংকের পরিচালনা পর্যদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সমস্যাদি যথাসময়ে সমাধান নিশ্চিত করায় এবং সময়মত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে ব্যাংকের নীট মুনাফা ১২-১৩ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১১৬২.১৫ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দক্ষ পরিচালনা ও গতিশীল নেতৃত্বের কারণে বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১২-১৩ অর্থ বছরে ৪৪৬.৮৬ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ঋণ বিতরণ: বর্তমান পরিষদ কর্তৃক গতিশীল ও সমবায় বান্ধব নীতি গ্রহণের কারণে কৃষি ও অকৃষি খাতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৭০৮৮.৯৫ লক্ষ টাকা বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে যার বিবরণ নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০১২-২০১৩ অর্থ বছর
১।	স্বল্প মেয়াদি কৃষি ঋণ	২৩৪.০০
২।	মধ্য মেয়াদি কৃষি ঋণ	৫৫.০০
৩।	দীর্ঘ মেয়াদি কৃষি ঋণ	২৮.০০
৪।	অ-কৃষি ঋণ	৬৭৭১.৯৫
	মোট:	৭০৮৮.৯৫

আয়বর্ধক কর্মকান্ড:

১) ব্যাংকের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকের বিদ্যমান ৩ (তিন) স্তর বিশিষ্ট ঋণ দাদন পদ্ধতির পরিবর্তন করে সরাসরি কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। নিয়মিত কৃষি ঋণ বিতরণের পাশাপাশি ব্যাংকের নিজস্ব কাউন্টারে স্বর্ণ-স্বর্ণালংকার বন্ধক রেখে সমবায় আইন অনুযায়ী স্বর্ণ বন্ধকী ঋণ চালু করা হয়েছে। ১২-১৩ অর্থ বছরে এখাতে বিনিয়োগের পরিমান ৪৭৮১.৫২ লক্ষ টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ৪৩৯০.৮৫লক্ষ টাকা। আদায়ের হার ৯২%।

২) পল্লী দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক প্রকল্পে ও সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সহজ শর্তে জামানতবিহীন স্বল্প মুনাফায় (১০% সরল সুদে) ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। এ কার্যক্রম সারা দেশে বিস্তৃত করার প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

বাঃসঃমুঃ-২০১৩/২০১৪-৩৪৮৪কম/এ, ৫০০ বই, ২০১৩।